পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 20 Friday, 20 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা ✱ ৪ পৌষ ১৪৩১, শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

হাইকোর্টে মামলা আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন মামলায় বড় মোড়। সিবিআই-এ অনাস্থা, নতুন করে তদন্ত চেয়ে মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। তিলোত্তমার বাবা-মায়ের অভিযোগ, সব তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, যে গতিতে আর যে পথে তদন্ত চলেছে, তাতে আর তাঁদের আস্থা নেই। ট্রায়াল শুরু হয়ে গিয়েছে, সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আদালত যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে তাঁদের মেয়ের ওপর নির্যাতন খুনের তদন্ত মাঝপথেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে গিয়ে তাঁরা মামলা করেন। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হতে পারে। প্রথম থেকেই এই মামলায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে এসেছিলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সিবিআই যখন তদন্তভার হাতে নেয়, তখনই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা গ্রহণ করে। বর্তমানে শীর্ষ আদালতে এই মামলা বিচারাধীন। সুতরাং নতুন করে যদি কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা শুরু হলে, প্রথম বিচার্য বিষয় হবে, আদৌ এই মামলাটি শোনা যেতে পারে কিনা। শীর্ষ আদালতে তিলোত্তমার পরিবারেরও আইনজীবী রয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে, সুপ্রিম কোর্টেও তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী হাইকোর্টে মামলার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারেন। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সিবিআই এই তদন্তভার হাতে নেয়। কয়েক মাস হয়েছে, সিবিআই তদন্ত করছে। কিন্তু এরই মধ্যে সিবিআই তদন্তের বিভিন্ন দিক থেকে গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

‘আম্বেদকর মন্তব্যে আমি স্তম্ভিত’

অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ হাতে গোনা আর মাত্র ক'দিন বাকি বড়দিনের। আর বড়দিন মানেই পার্কস্ট্রিট। আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠে শহরের এই অন্যতম জায়গা। এই আবহে বৃহস্পতিবার বিকেলে অ্যালেন পার্কে উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার সংস্কৃতি, সম্প্রীতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর কথায় উঠে এল আম্বেদকর প্রসঙ্গ। গত মঙ্গলবার সংবিধান নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা চলছিল। সেই সময়ই অমিত শাহ বিরোধীদের খোঁচা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন, ‘‘এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে বারবার আম্বেদকর আম্বেদকর নাম নেওয়া। কিন্তু আম্বেদকরের প্রতি আপনাদের কী অনুভূতি? এতবার ভগবানের নাম নিলে স্বর্গবাস হয়ে যেত।’’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই হই হট্টগোল শুরু হয় রাজ্যসভায়। অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠানে সে কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘‘কলকাতা হল কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। কলকাতা সম্প্রীতিরও। সম্প্রীতির বার্তাবাহক আম্বেদকরকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তাতে আমি স্তম্ভিত। ক্রিসমাস মানে আনন্দ, শান্তি, একতা। ২৫ ডিসেম্বর ন্যাশনাল হলিডে। সেই ছুটি কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্য তা করে না। করবেও না।’’ এর আগেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আম্বেদকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছিলেন মমতা। বলেছিলেন, ‘‘অমিত শাহ আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তাও আবার গণতন্ত্রের মন্দিরের মধ্যে বসেই। এই মন্তব্য শুধু আম্বেদকরকেই নয়, তাঁকে যাঁরা মেনে চলেন,

তাঁর ভাবধারায় যাঁরা চালিত হন, তাঁদেরকেও অপমান করেছে।’’ বিজেপি যে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করে সেই অভিযোগ আগে থেকেই করে এসেছে তৃণমূল। আম্বেদকর নিয়ে অমিত শাহর মন্তব্য শোনার পর সেই একই কথা আবারও অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠানে বললেন মমতা। অনেকের মতে, শাহের ‘আম্বেদকর’ মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ভবিষ্যতে মতুয়া ভোটের জন্য ঝাঁপানোর পথ প্রশস্ত করে রাখছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা। যে মতুয়া ভোটের বড় অংশই যাতে বিজেপির ঝুলিতে। শাহের মন্তব্যে শুধু ‘দলিতদের অপমান’ই দেখছে না তৃণমূল, ‘পশ্চিমবঙ্গেরও অপমান’ হয়েছে বলেও তারা তুলে ধরতে চাইছে। কারণ, অম্বেদকর বাংলা থেকেই প্রথম নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, বুধবারই শাহের মন্তব্য নিয়ে মমতা বলেছিলেন, ‘‘মুখোশ খুলে গিয়েছে। অমিত শাহ গণতন্ত্রের মন্দিরে অম্বেদকরকে অপমান করেছেন। এটা বিজেপির জাতিবিদ্বেষী ও দলিত-বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।’’ মমতা বলেন, ‘‘আসনসংখ্যা ২৪০-এ নেমে যাওয়ার পরেও যদি ওঁরা এমন আচরণ করেন, তা হলে কল্পনা করুন, ৪০০ আসন জিতলে বিজেপি কতটা ক্ষতি করত!’’ যদিও গোটা বিতর্কে শাহের দাবি, তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমার বক্তব্য বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। আগেও আমার বিবৃতি কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছিল।’’ বিজেপির আরও বক্তব্য, বিরোধীরা শাহের বক্তৃতার ছোট্ট একটি অংশ তুলে ধরছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় অম্বেদকরকে নিয়ে যা বলেছিলেন, তার পরেও একটি বাক্য রয়েছে। শাহ বলেছিলেন, এত বার অম্বেদকরের নাম করায় তিনি খুশি। অমিত শাহ সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, ‘‘সবাই আমার পুরো বক্তব্য শুনুন। তা হলেই সব বুঝতে পারবেন।’’ বড়দিনের উৎসব উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকেও আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, আগে বড়দিন জাতীয় ছুটি হিসাবে গণ্য করত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা বাতিল করেছেন। মমতার কথায়, ‘‘আমরা কিন্তু বাতিল করিনি। আমরা ছুটি দিয়েছি। কারণ, ওই দিন সকলেই চায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বেরোতে। আমরা সব সম্প্রদায়ের উৎসব পছন্দ করি।’’

ছবি-সৌরভ দত্ত

ঝুলেই রইল ২৬০০০ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ

নিয়োগ মামলায় পরের শুনানি ২০২৫-এ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছিল শুনানি। শেষ হতে হতে হয়ে গেল বিকাল। পরবর্তী শুনানি হতে চলেছে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে। তবে দিনভর সওয়াল-জবাব দেখে আশার আলো যে খুব একটা যাচ্ছে এমনটা মনে করছে না ওয়াকিবহাল মহল। সোজা কথায়, শীর্ষ আদালতে ঝুলেই রইল ২৬ হাজার চাকুরিজীবীর ভবিষ্যৎ। কারণ, যোগ্য-অযোগ্যের বাস্তবসম্মত পৃথকীকরণ কোন পথে সম্ভব, তার কোনও দিশা এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। যোগ্য-অযোগ্যে পৃথকীকরণের জন্য যে অরিজিনাল ওএমআর শিট প্রয়োজন তা যে নেই এসএসসি-র কাছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের কপালে। প্যানেল থাকছে নাকি চাকরি বাতিল হচ্ছে, উত্তর পেতে আপাতত জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে শুনানি শুরু হতেই সকাল থেকেই লাগাতার সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়ে রাজ্য। একাধিক প্রশ্নে প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে তীব্র ভর্ৎসনার মুখেও পড়ে রাজ্য। যোগ্য-অযোগ্যের পৃথকীকরণ নিয়ে দীর্ঘ সময় সওয়াল জবাব চললেও প্রায়ই গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় প্রধান বিচারপতিকে। ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যয়, ইয়া সব কুছ কালা হ্যয়?’ এসএসসি-র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে এদিন এ মন্তব্যও করতে দেখা যায় প্রধান বিচারপতিকে। এসএসসি-র মূল্যায়নকারী সংস্থার ভূমিকা, ওএমআর শিটের ‘হাওয়া’ হয়ে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। খোদ শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির মুখে এ ধরনের মন্তব্যে যে রাজ্যের উপর চাপ আরও বাড়বে, বাড়বে অস্বস্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও দিনভর সওয়াল জবাব শেষে কোনও নির্দিষ্ট রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। এখন দেখার জানুয়ারির শুনানিতে জল কোনদিকে গড়ায়।

রাহুলের ধাক্কায় জখম বিজেপি সাংসদ, কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ প্রতিবাদ, পাল্টা প্রতিবাদ এবং হাতাহাতি, এবং এখন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এক পুলিশি মামলা-এমন পরিস্থিতি উত্তাল করে তোলে বৃহস্পতিবারের সংসদ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অম্বেদকর তো ফ্যাশন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে বিজেপি ও কংগ্রেস একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। বিজেপির দাবি, কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাহুল গান্ধি তার সমর্থকদের দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং শারীরিক সহিংসতার মাধ্যমে বিরোধীদের পার্লামেন্টে প্রবেশে বাধা দিয়েছেন। অপরদিকে, কংগ্রেস দাবি করেছে যে বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদ চলাকালীন, বিজেপির দুই সাংসদ-প্রতাপ সরঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত গুরুতরভাবে আহত হন বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তার মতে, রাহুল গান্ধি এই হামলার জন্য দায়ী, এবং প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে তিনি পার্লামেন্টে শারীরিক সহিংসতা ব্যবহার করতে পারেন? কোন আইন অনুযায়ী তিনি অন্য সাংসদদের উপর আক্রমণ চালাতে পারেন? কিরণ রিজিজু আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস দল এবং তাদের নেতারা পার্লামেন্টের মধ্যে আইনগত সীমারেখা অতিক্রম করে অন্য সাংসদদের

কাজে বাধা দিচ্ছে। এই উত্তেজনা ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক নতুন তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে, যেখানে বিজেপি অভিযোগ করছে যে কংগ্রেস নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য সহিংসতা ব্যবহার করছে, আর কংগ্রেস পাল্টা বলছে যে বিজেপি দল দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নষ্ট করার জন্য দলগতভাবে পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদরা অমিত শাহের অম্বেদকর তো ফ্যাশন মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যা তারা ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে অত্যন্ত অবমাননাকর বলে মনে করছেন। এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, যখন রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস নেতারা বিজেপি সরকারের প্রতি একাধিক সমালোচনা করেন। তারা বলছেন যে, বর্তমান সরকার পার্লামেন্টের কার্যক্রমকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। পাশাপাশি, তারা অভিযোগ করেন যে বিজেপি সরকার দেশকে বিভক্ত করতে এবং একটি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এদিকে, বিজেপি দাবি করেছে যে, কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং নিজেদের দুর্বল অবস্থানকে ঢাকতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের মতে, কংগ্রেসের নেতৃত্বের ভিতর বিভেদ এবং অসন্তোষ ছিল, যার ফলে এই ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে পার্লামেন্টের মূল দরজার সামনে দুই দলের কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি এবং তর্কবিতর্ক চলতে থাকে, যা পার্লামেন্টের কাজকর্মকে ব্যাহত করে।

আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই, কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করলেন সঞ্জয় রাউত। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বি আর আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই।কংগ্রেসের সমালোচনা করে এদিন সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি সাংসদরা। এই বিক্ষোভকেও কটাক্ষ করেছেন সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, বিজেপির আর কোনও কাজ বাকি নেই। বিজেপি এমন একটি দল যারা অলস বসে আছে। অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যদি তিনি ভুল করে থাকেন, যদি ভুলবশত বলে থাকেন তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। ডঃ আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই, তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার ভগবানের মতো মর্যাদা রয়েছে। যে মানুষটি দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের মতো। আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

মৈপীঠে ফের বাঘের আতঙ্ক, রাতভর পাহারার পর স্বস্তিতে গ্রামবাসী

ক্যানিং, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ফের লোকালয়ে বাঘের আতঙ্কে ঘুম ছুটল গ্রামবাসীদের। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের অন্তর্গত মৈপীঠ কোস্টাল থানার ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য গুড়গুড়িয়া গ্রাম। সেখানে আজমলমারির জঙ্গল থেকে মাকড়ি নদী সাঁতরে একটি বাঘ ঢুকে প।ছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বুধবার সন্ধ্যায় দুই বাইক আরোহী বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাঘটি তাঁদের আচমকাই সামনে চলে আসে। কোনও মতে বাইক ফেলে পালান তাঁরা। চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে আসেন। সেই থেকেই গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।সাথে সাথেই গ্রামবাসীরা খবর দেন বন দফতর ও মৈপীঠ কোস্টাল থানায়। পুলিশ ও বনকর্মীরা রাতেই এলাকায় এসে বাঘের খোঁজে একদিকে যেমন তল্লাশি শুরু করেন তেমনই গ্রামের মানুষকেও আশ্বস্ত করেন। রাতভর পাহারার পাশাপাশি পটকা ফাটানো হয়। গ্রামের পাড়ে আলো জ্বালানো হয়। যাতে বাঘ লোকালয়ের একেবারে অভ্যন্তরে না ঢুকে পড়ে। রাতে আর বাঘ গ্রামের ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বনকর্মী, পুলিশ ও গ্রামের লোকজন মিলে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে বাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর বন কর্মীরা দেখতে পান যে বাঘটি পুনরায় জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। আর এতেই ফের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন গ্রামের মানুষজন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় থাকার কোনও অধিকার নেই অমিত শাহেরঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গর্জে উঠলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। অমিত শাহের ইস্তফার দাবি করে খাড়গে বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় থাকার কোনও অধিকার নেই তাঁর।বুধবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমাদের দাবি, অমিত শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর যদি ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি আস্থা থাকে তবে তাঁকে মধ্যরাতের মধ্যে বরখাস্ত করা উচিত। তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকার কোনও অধিকার নেই, তাঁকে বরখাস্ত করা উচিত তবেই মানুষ চুপ থাকবে, অন্যথায় মানুষ প্রতিবাদ করবে। জনতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

ভারত সরকার এক দশক ধরে আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাল্টা আক্রমণ করলেন কংগ্রেসকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে জানিয়েছেন, ভারত সরকার এক দশক ধরে বি আর আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে অমিত শাহকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস, পাল্টা কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছেন,

'ভারতের মানুষ বারবার দেখেছে যে কী ভাবে একটি পরিবারতন্ত্র দল আম্বেদকরের উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলার এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অপমান করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত নোংরা কৌশলে লিপ্ত হয়েছে।''কংগ্রেস এমন একটা দল, যারা আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেয়নি। তার পরই প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, তাঁর সরকার আম্বেদকরের স্বপ্নপূরণে কী কী পদক্ষেপ করেছে। মোদীর অভিযোগ, সংবিধান প্রণেতাকে নির্বাচনে পরাজিত করতে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা করেছিলেন। এমনককি সংসদে সেন্ট্রাল হলে আম্বেদকরের প্রতিকৃত করতে বাধা দেয় কংগ্রেস! প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে আরও জানিয়েছেন, কংগ্রেস যেমন ইচ্ছা চেষ্টা করতে পারে, তবে এই দল অস্বীকার করতে পারে না যে এসসি এবং এসটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্মমতা তাঁদের শাসনকালে হয়েছে।

কাছাড়ে বরাক নদীতে অল্টো কার, সলিল সমাধি মা ও ১৩ মাসের কন্যাসন্তানের

শিলচর (অসম), ১৯ ডিসেম্বর ঃ কাছাড় জেলার অন্তর্গত বড়খলা বিধানসভা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী একটি অল্টো কার বরাক নদীতে পড়লে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে ১৩ মাসের কন্যাসন্তান এবং তার মায়ের। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন সন্তানের বাবা। ঘটনা মঙ্গলবার রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছিল। এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ ব্যর্থ হলে জনৈক ডুবুরির প্রচেষ্টায় আজ বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কাছাড়ের জেলা সদর শিলচরে ডাক্তার দেখিয়ে বড়খলা এলাকাধীন বুড়িবাইল তৃতীয় খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা জনৈক রইস উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ নিজে তাঁর গাড়ি ড্রাইভ করে স্ত্রী হেলেনা বেগম বড়ভুইয়াঁ এবং ১৩ মাসের মেয়ে জন্নতারা বেগমকে নিয়ে.বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাযপুর এলাকায় নদীবাঁধ কাম রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অল্টো কার গিয়ে পড়ে লাগোয়া বরাক নদীতে। ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ।রইস উদ্দিন গাড়ির কাঁচ ভেঙে বের হলেও স্ত্রী এবং তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করতে পারছিলেন না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গাড়ির ভেতর আবদ্ধ মেয়ে ও স্ত্রীকে উদ্ধারের সহায়তা চেয়ে রইস উদ্দিন চিকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। তাঁর চিকার শুনে পার্শ্ববর্তী মানুষজন নদীতীরে ছুটে গিয়ে আহত রইসকে নদী থেকে তুলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তবে স্থানীয়রা নদীর জলে কোথায় গাড়িটি পড়েছে, তার কোনও হদিশ পাচ্ছিলেন না।তাঁরা খবর দেন বড়খলা থানায়। থানা থেকে খবর দেওয়া হয় কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোকে। পুলিশ সুপার সশরীরে অকুস্থলে তিনি হাজির হয়ে ডেকে পাঠান এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফকে। রাতভর তাঁরা যৌথভাবে নদীতে তালাশি চালিয়ে গাড়ির খোঁজ পাননি দুই বাহিনীর জওয়ানরা। আজ সকালে স্থানীয় গাড়ি চালক নদীর জলে গাড়ির অবস্থান উদ্ধার করেন।ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয়ে শ্রীকোণার রাখালপুর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিঃদা ডুবুরি রবিজুল আলিকে। খবর পেয়ে ভোরের দিকে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রবিজুল। তিনি শিশুকন্যা ও তার ময়ের নিথর দেহ উদ্ধার করেন।

সংসদের বাইরে বিশৃঙ্খলা! আহত বিজেপির প্রতাপ সারঙ্গি ও মুকেশ রাজপুত

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেদকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সংঘাত এ বার পরিণত হল সংঘর্ষে। বৃহস্পতিবার দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন। এছাড়াও বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত আহত হয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর এবং তাঁকে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে।প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গির মাথায় আঘাত লেগেছে, তাঁকে যখন হুইলচেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী

একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন, যিনি আমার উপর পড়ে যান, তারপরে আমি পড়ে যাই। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যখন রাহুল গান্ধী এসে একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন। যিনি আমার উপর পড়ে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, পীযূষ গোয়েল এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা দলীয় সাংসদদের দেখতে আরএমএল হাসপাতালে যাচ্ছেন।এই অভিযোগ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ঘটনাটি ক্যামেরায় বন্দি থাকতে পারে। আমি সংসদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, বিজেপি সাংসদরা আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, আমাকে ধাক্কা দিয়ে হুমকি দিচ্ছে। তাই এমনটা ঘটেছে...হ্যাঁ, এটা ঘটেছে (মল্লিকার্জুন খা।গেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে)। এটিই প্রবেশদ্বার এবং আমাদের ভিতরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিজেপি সাংসদরা আমাদের ভিতরে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। মূল বিষয় হল, তাঁরা সংবিধানকে আক্রমণ করছে এবং আম্বেদকরজির স্মৃতিকে অপমান করছে।

আম্বেদকর প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধল বিজেপি, পাল্টা বিক্ষোভ ইন্ডি জোটের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে বিক্ষোভ, পাল্টা বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছে, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সামনে বিজেপি সাংসদরা প্রতিবাদ করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, কংগ্রেস বাবাসাহেবকে অসম্মান করার জন্য সবচেয়ে বড় পাপী। পুরো পরিবার ভারতরত্ন নিয়েছে এবং বাবাসাহেবকে দেয়নি। কংগ্রেসের উচিত নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উপবাস করা এবং নীরবতার ব্রত নেওয়া।এদিকে, পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বিরোধীদের ইন্ডি জোট। ইন্ডি জোটের সাংসদরা সংসদ চত্বরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবি

এইমস-এর ধাঁচে রেল হাসপাতাল তৈরির দাবি, ২৭ ডিসেম্বর বনধের ডাক

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর ঃ হাসিমারায় বিমানবন্দর ও আলিপুরদুয়ার রেল জংশনে এইমসের ধাঁচে রেল হাসপাতাল তৈরির দাবিতে ২৭ ডিসেম্বর বনধ ডাকল ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতি। আলিপুরদুয়ার শহরের অসম ১ নম্বর গেট থেকে জংশনের লিচুতলা বাজার, রেল বাজার ও নর্থ পয়েন্ট বাজার পর্যন্ত এই বনধ ডাকা হয়েছে।বৃহস্পতিবার ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতি এক বৈঠকের পর এই

বনধের ডাক দিয়েছে। বনধের দিন মিছিল করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন অফিসে ধর্না ও বিক্ষোভ হবে। এই বনধ ও ধর্না বিক্ষোভের সমর্থনে বৃহস্পতিবার থেকেই এলাকায় পোস্টারিং করা শুরু হয়েছে।

উদ্ভাবন ক্ষমতায়নঃস্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-এর সপ্তম পর্বের প্রভাব

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৯ডিসেম্বরঃ স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন (এসআইএইচ) উদ্ভাবনের এক বাতিঘর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সমাধানে দেশের সব উজ্জ্বল প্রতিভাদের তা এক মঞ্চে এনে হাজির করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির অবিচল সমর্থন এবং দূরদৃষ্টি নেতৃত্ব ছাড়া কোনভাবেই তা সম্ভব হত না। ২০১৭ সালে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-এর শুরুর পর্ব থেকে তিনি অবিরাম এতে উসাহ যুগিয়ে এসেছেন এবং বর্তমানে এই মঞ্চকে জাতীয় গর্বের স্তরে উন্নীত করেছেন। ভারতের উদ্ভাবনী পরিমণ্ডলের প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনকে দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের জীবন গ।ে তোলার এক মাধ্যম করে তুলেছে। ভ্ভএসআইএইচ-এর এক বিশেষ আকর্ষণের দিক হল, এটি অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয়। দেশকে উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ ক্ষেত্রে একটি বিশ্ব হাব হিসেবে গ।ে তুলতে তরুণ প্রতিভার অন্বেষণে প্রধানমন্ত্রীর উসাহ বস্তুতপক্ষে এই মঞ্চকে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সব সময়েই চেষ্টা হল, স্টার্ট-আপ সংস্কৃতি যাতে হাজার হাজার উদ্ভাবনী তরুণদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটায় এবং দেশ গঠনের কাজে তা ব্যবহার করা যায়। ভ্ভএসআইএইচ-এর সপ্তম পর্ব এক অভূতপূর্ব মাইলফলক স্পর্শ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম হ্যাকাথনের তা মর্যাদা লাভ করেছে। অসংখ্য অংশগ্রহণকারী তাঁদের অসামান্য উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে এই মঞ্চে হাজির হন যেখানে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। সেইসঙ্গে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও দায়বদ্ধতার চিত্র প্রতিফলিত হয়। এসআইএইচ, ২০২৪-এ ৫৪টি মন্ত্রক, দপ্তর, রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, শিল্প সংস্থা তাদের বাস্তবোচিত নানান সমস্যা সংক্রান্ত ২৫৪টি বিষয়কে তুলে ধরে। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এ বছরে অভ্যন্তরীণ হ্যাকাথনের আয়োজন ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-এ এসআইএইচ-এর সংখ্যা যেখানে ছিল ৯০০ তা ২০২৪-এ বে।ে দাঁ।িয়েছে ২,২৪৭। ফলে, এযাবকালের মধ্যে এটাই সর্ববৃহ পর্ব বলে পরিগণিত হচ্ছে। এই যে অসামান্য বৃদ্ধি, তা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বাস্তবায়নই প্রতিফলিত করে। অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি তরুণ মেধাশক্তি্র ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করেছে। ভ্ভ৮৬ হাজারেরও বেশি দল প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এতে যোগ দেয়। এরপর ৪৯,৮৯২টি দল জাতীয় স্তরে উঠে আসে। ফলে, এসআইএইচ, ২০২৪-এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্প সংস্থা, সরকারি ক্ষেত্র - সমস্ত জায়গাতেই এটি উসাহ ও বিশ্বাস গ।ে তুলতে পেরেছে। ছাত্রছাত্রী, তাদের উসাহদাতা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সমবেত প্রয়াসে তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে রেকর্ড সংখ্যক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ফলে, এসআইএইচ এক রূপান্তরকারী মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে, যা ভবিষ্যতে আরও বেশি সৃষ্টিশীল, উন্নত ও উদ্ভাবনী ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমবেত প্রয়াসকে উসাহ যোগাচ্ছে। ভ্ভএসআইএইচ কেবলমাত্র কিছু প্রশংসা প্রাপ্তির জায়গা নয়, এটা উদ্ভাবনের আঁতু।ঘর, যা ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ করে দেয় তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী চিন্তার সফল বাস্তবায়নে। এযাবকাল প্রায় ১০০ স্টার্ট-আপ এই এসআইএইচ থেকে উঠে এসেছে যাদের অনেকেই জটিল সামাজিক এবং শিল্পগত সমস্যার সমাধানসূত্র বলে দিয়েছে। এই সাফল্যের কীর্তি অসংখ্য তরুণ মনকে অনুপ্রাণিত করে দেশের উদ্ভাবনী পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এই সমস্ত উদ্ভাবনী ধারণাকে স্টার্ট-আপ-এর রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এআইসিটিই-র ' পোর্টালের মতো মঞ্চের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। গঠনমূলক ভূমিকা এবং নিরন্তর সহযোগিতার মাধ্যমে এসআইএইচ নিশ্চয়তা দিতে চায় যে উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশের যাতে সদর্থক বাস্তবোচিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়।ভ্ভপ্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশিত পথ ধরে ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত (উন্নত ভারত)-এর স্বপ্নকে সফলতা দিতে এসআইএইচ যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এসআইএইচ-এর মাধ্যমে যেসব সমাধানসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা সমস্যার আশু সমাধানই করে না, দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের ভিত্তিও তৈরি করে দেয়। এসআইএইচ-এর সূচনা লগ্ন থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যোগসূত্র অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রতিটি পর্বেই তাঁর ভাষণ তরুণ সৃষ্টিশীল মনকে দেশ গঠনের কাজে সীমানার বেড়া ভেঙে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। এসআইএইচ-এর সাফল্য দেশজুড়ে এবং দেশের বাইরেও অনুরূপ হ্যাকাথন আয়োজনকে অনুপ্রাণিত করেছে। যেমন সিঙ্গাপুর-ভারত হ্যাকাথন বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে ' হ্যাকাথন এবং পেন্টাথন - এসবই এসআইএইচ-এর অনুপ্রেরণা থেকে এসেছে। এই সমস্ত আয়োজনের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল তরুণ প্রতিভাকে বিভিন্ন মূলগত সমস্যার বাস্তবোচিত সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে অনুপ্রাণিত করে। এসআইএইচ-এর সপ্তম পর্বের উদযাপনের মাধ্যমে বস্তুতই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে এটা প্রতিযোগিতার থেকেও আরও ব। কোন উদ্যোগ। এটা এমন এক আন্দোলন যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সরকার - সকলের মাঝে এক সমন্বয় সেতু গ।ে সমবেত শিক্ষার এক ক্ষেত্রপথ তৈরি করে দেয়। নানা মন্ত্রক, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দপ্তরগুলি যে বাস্তবোচিত নানা সমস্যা এই এসআইএইচ-এর কাছে রাখছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে এদের মধ্যে এক নিবি। আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণকারী এবং তাঁদের উৎসাহদাতাদের নিরলস প্রয়াস ছাড়া এই আন্দোলন কোনভাবে গড়ে উঠত না। তার থেকেও বড় কথা, প্রতি বছর তাঁদের এই নিষ্ঠাই এসআইএইচ-কে আরও বড় সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে। এসআইএইচ-এর যারা আয়োজক এবং যাঁরা এর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করছেন, তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটাচ্ছেন, সেইসব সংশ্লিষ্ট পক্ষরই প্রশংসা প্রাপ্য। প্রতিটি পর্বেই এসআইএইচ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ ক্ষেত্রে বিশ্বগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ভারতকে এটি ক্ষমতা যোগাচ্ছে। দূরদর্শী নেতৃত্বের দিশাদর্শী হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে চালিকাশক্তি হতে সমবেত প্রয়াস যে কিভাবে কাজ করতে পারে, এটা তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আসুন, উন্নত ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভাবনী, সৃষ্টিশীল পথকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই, যা কেবল উন্নত ভারতের জন্যই নয়, উদ্ভাবন এবং সুযোগের এক বাতিঘর হিসেবেও কাজ করবে। সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমেই ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত-এর স্বপ্নকে আমরা সফল রূপ দেব।

সংসদের বাইরে বিশৃঙ্খলায় আহত প্রতাপ সারঙ্গি, রাহুলের বিরুদ্ধে 'ধাক্কা'র অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেদকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সংঘাত এ বার পরিণত হল সংঘর্ষে। বৃহস্পতিবার দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন।প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গির মাথায় আঘাত লেগেছে, তাঁকে যখন হুইলচেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন, যিনি আমার উপর পড়ে যার, তারপরে আমি পড়ে যাই। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যখন রাহুল গান্ধী এসে একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন। যিনি আমার উপর পড়ে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, পীযূষ গোয়েল এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা দলীয়.সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গিকে দেখতে আরএমএল হাসপাতালে যান।এই অভিযোগ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ঘটনাটি ক্যামেরায় বন্দি থাকতে পারে। আমি সংসদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে যাওযার চেষ্টা করছিলাম, বিজেপি সাংসদরা আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, আমাকে ধাক্কা দিয়ে হুমকি দিচ্ছে। তাই এমনটা ঘটেছে...হ্যাঁ, এটা ঘটেছে (মল্লিকার্জুন খা।গেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে)। এটিই প্রবেশদ্বার এবং আমাদের ভিতরে যাওযার অধিকার রযেছে। বিজেপি সাংসদরা আমাদের ভিতরে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। মূল বিষয় হল, তাঁরা সংবিধানকে আক্রমণ করছে এবং আম্বেদকরজির স্মৃতিকে অপমান করছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শরদ পাওয়ারের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ গত বুধবার সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এনসিপি-এসপি প্রধান শরদ পাওয়ার। শরদ পাওয়ারের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের দুই কৃষকও উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে গত বুধবার জানানো হয়েছে, রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার এবং কয়েকজন কৃষক এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সাক্ষা করেন।উল্লেখ্য, কৃষকরা গ্রাম থেকে নিয়ে আসা ডালিম উপহার দেন প্রধানমন্ত্রীকে।

বাংলাদেশে জিহাদি কর্মকাণ্ড নিয়ে ফের সরব তসলিমা

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ঃবাংলাদেশে জিহাদি কর্মকাণ্ড নিয়ে ফের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় তিনি ভিডিও-সহ লিখেছেন, যশোরের রামনগরে একটি মাদ্রাসার তিন শিক্ষার্থী তাদের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উসবে একটি নাটক পরিবেশন করছে। নাটকে, তারা ইসলামিক সন্ত্রাসীদের পোশাক পরে, জিহাদের সমর্থনে উচ্চস্বরে কুরআনের ' আয়াত তেলাওয়াত' করছে। তারা জিহাদের পক্ষে কথা বলার জন্য খেলনা বন্দুক ব্যবহার করে, এবং কে জানে, তারা পরে 'জিহাদ' করার জন্য প্রকৃত বন্দুক নিয়ে কাজ করতে পারে।

অধ্যক্ষকে চিঠি দিল কংগ্রেস, পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে আনলেন অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃসংসদ ভবনের মকর দ্বারের বাইরে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালো কংগ্রেস। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লাকে চিঠি দিয়েছে কংগ্রেস। চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল, কে সুরেশ এবং মানিকম টেগোর। চিঠিতে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লেখা হয়েছে, আমরা যখন মকর দ্বারের মাধ্যমে সংসদে প্রবেশের চেষ্টা করছিলাম, তখন প্রতিবাদী সাংসদদের প্রবেশে শারীরিকভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে শাসক দলের তিনজন সাংসদ শারীরিকভাবে হেনস্থা করেছিলেন।কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, আসলে, বিজেপি সাংসদরা রাহুল গান্ধীকে সদনে যাওয়ার সময় বাধা দিয়েছিল। তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাহুল গান্ধীকে অবরুদ্ধ করেছিল, তাঁরা বিরোধী দলনেতার পথ অবরুদ্ধ করেছিল। আমরা ইতিমধ্যেই স্পিকারের কাছে একটি অভিযোগ জানিয়েছি।

রাহুল গান্ধী যা বলছেন, সম্পূর্ণ মিথ্যেঃপ্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করছেন, বিজেপি সাংসদরা তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে। রাহুল গান্ধীর এই অভিযোগকে মিথ্যে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। প্রহ্লাদ যোশী রাহুলের অভিযোগকে খন্ডন করে বলেছেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী যা বলছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। রাহুল গান্ধী যখন এসেছিলেন, তখন তাঁকে জায়গা করে দেওয়া হয়। আমাদের সাংসদরা তাঁকে পথ করে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি (রাহুল গান্ধী) তাঁদের ধাক্কা দিয়েছেন। দু'জনেই (বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত) আহতহয়েছেন। এফআইআর দায়ের করার পর, সমস্ত বিকল্প খোলা রয়েছে (ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য)।

রায়পুর-অম্বিকাপুর-বিলাসপুর বিমান পরিষেবার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের

রায়পুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃবৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দরে রায়পুর-অম্বিকাপুর-বিলাসপুর বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করেন।ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই বলেন, আজ ছত্তিশগড়ের উন্নযনে আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রায়পুর-অম্বিকাপুর-বিলাসপুর বিমান পরিষেবা চালু আদতে রাজ্যের আঞ্চলিক সংযোগের প্রসার। ৯৯৯ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে বিমান ভাড়া। এর ফলে আমজনতাও বিমান ভ্রমণ করতে পারবেন বলে জানান তিনি।তিনি এও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে যে পরিবর্তন এসেছে, এটা তার একটি বড় উদাহরণ। তিনি বলেছিলেন, যিনি হাওয়াই চটি পরেন তিনিও বিমানে চড়বেন। সেই স্বপ্নই সত্যি হচ্ছে। এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে অম্বিকাপুরের বিমানবন্দর করেছে বলে জানা গেছে।

৭ দিনের জামিন মঞ্জুর, ভাইয়ের বিয়ের জন্য স্বস্তি পেলেন উমর খালিদ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র নেতা উমর খালিদকে তাঁর তুতো ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কর্কড়ডুমা আদালত ৭ দিনের জন্য জামিন মঞ্জুর করেছে।উমর খালিদ বর্তমানে ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি হিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি

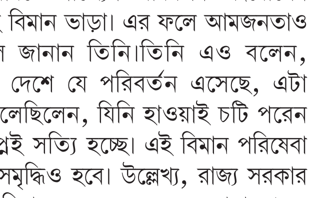

বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। উমর খালিদকে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে আদালত।

ঠান্ডায় রীতিমতো জমে যাচ্ছে কাশ্মীর, শ্রীনগরে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, ভূস্বর্গের সর্বত্রই বৃহস্পতিবারও হা।কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীনগরে তাপমাত্রার এই পতন এই মরশুমে এই প্রথমবার।উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ২১-২২ ডিসেম্বর উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বুধবারও শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি।।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট । ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ পৌষ, চান্দ্রঃ ১৯ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৯ পোইনু, আসামঃ৩ পুহ, মুসলিমঃ ১৭-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৩ঃ ৪৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৩ঃ ২৫।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ০৮ঃ৫১ঃ ৪৭(১৯) এবং অস্তঃসকাল ১০ঃ ১০৩০(২০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্থী (রিক্তা) সকাল ঘ ১১ঃ৫৩ঃ ৫৪ দং ১৪১০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ অশ্লেষা শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ১৬ঃ৪১ দং ৫৫৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে মঘাকরণঃ বালব সকাল ঘ ১১ঃ৫৩ঃ৫৪ দং ১৪১০১২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রিঃ১২ঃ০৭ঃ৩৪ দং ৪৪৪৩৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃবৈধৃতি রাত্রিঃ০৯ঃ১৯ঃ৫০ দং ৩৭৪৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিস্কুম্ভঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৩ঃ৪৯ থেকে - ০৭ঃ৩৯ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ২০ঃ১৬ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৬ঃ৫১ থেকে - ০৯ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০০ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ৩৩ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ২৭ঃ০৬ থেকে - ০৬ঃ১৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৪৭ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৯ঃ৪১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ২৬ঃ৫৫ থেকে - ০৯ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০২ঃ১৩ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ৩৩ঃ৩৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৩ঃ৩৩ঃ৩৩ থেকে - ০৪ঃ৫৩ঃ৩০ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১১ঃ৩৩ঃ৩৯ থেকে - ০১ঃ১৩ঃ৪২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮৪০১০ (১৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৪০১৮৩৯ (১০) ১ পদমঙ্গলঃ৩১০২৩২৯ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১১৫৩২৩ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২১২৭২৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১৯২৬২৭ (২২) ৩ পদশনিঃ১০১৬২৩৩৪ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০১৩৯ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০১৩৯ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ০৫ঃ২০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৫২ঃ১৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ২৫ঃ ৩৭ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ ৫৬ঃ৪২ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ ৩৭ঃ১৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৫ঃ৩৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৮ঃ৫৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ০৪ঃ৪০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ১৬ঃ০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৬ঃ১২ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪০ঃ২২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ৫৬ঃ০৭ পর্যন্ত।

জেঠিমাকে খুনের দায়ে যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা বারুইপুর আদালতের

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৯ ডিসেম্বরঃ জয়নগরে আপন জেঠিমাকে দায়ের কোপ মেরে খুন করার অপরাধে এক যুবকের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো বারুইপুর ফার্স্ট ট্রাক আদালতের বিচারক বৃহস্পতিবার। জয়নগর থানার রামরুদ্ধপুরে বাড়িতে কেবল লাইনের তাঁর লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট রাত আটটার সময় আচমকাই জেঠিমা প্রমীলা সর্দারকে ধারালো দা দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে প্রমীলা দেবীর দেওর হারাধন সর্দারের ছেলে সাহেব সর্দারের বিরুদ্ধে। ওই দিনই জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় প্রমীলা

দেবীর। সেই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাহেব সর্দার সহ ও তাঁর বাবা, মা, বোন ও দাদার নামে ও অভিযোগ দায়ের করা হয়। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কেস চলার পরেঅবশেষে বৃহস্পতিবার সেই খুনের ঘটনায় বারুইপুরে ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক কৃষ্ণেন্দু সরকার মূল অভিযুক্ত সাহেব সর্দারকে আজীবন সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সেই সঙ্গে ৫০০০ টাকাও জরিমানা করেছেন।

একই সঙ্গে এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাকি ৪ সদস্যকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবারই আদালতে বিচারক দোষী সাব্যস্ত করেছিল সাহেব সর্দারকে বৃহস্পতি বারের এই রায় ঘোষনায় খুশি মৃতের ছেলে নিমাই সরদারসহ তাঁরপরিবার। মৃতের ছেলে এদিন বলেন, বিচারক রায়ে খুশী। মায়ের খুনের সঠিক বিচার হলো। নিজের খুড়তুতো ভাই এই কাজ করে ছিলো। সরকারি আইনজীবী রথীন্দ্র নাথ নস্কর এদিন জানিয়েছেন ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই মৃতের পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আবারো বাঘের কামড়ে মৃত্যু মৎস্যজীবির, মৃতের বাড়িতে গেলেন বিডিও

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৯ ডিসেম্বরঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল চলছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে আবারবাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্য জীবীর বৃহস্পতিবার। সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপিঠ কোস্টাল থানার বৈকন্ঠপুরের ৬ নং দিঘির পাড় গ্রামের বাসিন্দা বর্ণধর মন্ডল (৩২) ওরফে তাপস। বৃহস্পতিবার ভোরে সে শংকর মন্ডল, আনন্দ গারু,রাজীব মন্ডল ও শ্যামপদ বরকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবনের আজমলমারীর বৈটা ভাঙ্গা জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। আর সেখানেই এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। সাথে সাথে তাঁর সঙ্গীরা তাকে ছাড়িয়ে আনলে ও শেষ রক্ষা হয়নি বর্ণধর মন্ডলের (৩২)। এর পরে তাঁর সঙ্গীরা তাঁর দেহটি জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ।মৃতদেহ এ দিন ডায়মন্ড হারবারে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত

শুরু করেছে বন দফতর। এদিকে তরতাজা এই যুবকের বাঘের আক্রমণের প্রাণ যাওয়ায় যেমন নেমেছে শোকের ছায়া তেমনি সংসারেও একমাত্র রোজগারের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ছে তাদের এই সংসার। এক চিলতে মাটির বাড়ি ও খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর কিভাবে চলবে তাদের জীবন জীবিকা তাই নিয়ে সংশয় এলাকাবাসীদের। মৃতের বাড়িতে বিকলাঙ্গ বাবা, মা, স্ত্রী ও ৬ বছরের একটি শিশু কন্যা আছে। দীর্ঘ দিন সুন্দরবনের মানুষের বিশেষ করে বাঘের কামড়ে আহত ও নিহত দের পরিবারের পাশে এসে সরকারি ক্ষতিপূরণ দ্রুত পাইয়ে দিতে কাজ করে চলেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর । আর এদিন সেই সংগঠনের দঃ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,এবছরে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে ১৮ জন বাঘের কামড়ে নিহত ও আহত হলেন। দ্রুত এই সব পরিবারদের পাশে সরকারের থাকা উচিত। মৃতের পরিবারকে সরকারি ক্ষতি পূরণের টাকা, মৃতের পরিবারের চাকরি,মৃতের শিশু কন্যার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এদিন বিকালে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্য, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি গুণধর সরদার, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ, কুলতলি ব্লক বিপর্যয় দপ্তরের আধিকারিক অশোক মন্ডল, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত পরিবহন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হাড়মনি নস্কর, মৈপিঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জোৎস্না হালদার, উপপ্রধান শংকর দাস, তৃণমূল কংগ্রেসের কুলতলি ব্লক সভাপতি পিন্টু প্রধান সহ আরো অনেকে। এদিন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের নির্দেশে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি গুনধর সরদার মৃতের পরিবারের হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেন এবং আগামীতে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আর কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য নগদ কিছু টাকা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ তুলে দেন ও পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন।

বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের পাশে সাংবাদিক সংগঠন

বনস্পতি দে, হুগলী, ১৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের প্রথম নিউজ পোর্টাল সাংবাদিক দের স্বার্থে গড়ে ওঠা সাংবাদিক সংগঠন ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উন্মোচিত হলো একটি ম্যাগাজিন। যেখানে এই সাংবাদিক সংগঠন গত ২ বছরে হাওড়া হুগলীতে আক্রান্ত সাংবাদিক দের পাশে এই সংগঠন কিভাবে দাঁড়িয়েছে ও কি কি সামাজিক কাজ করেছে তা প্রকাশিত হয় এই ম্যাগাজিনে, ম্যাগাজিন টি উদ্বোধন করেন এক নামজাদা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিশির কুমার পাল ও প্রবীণ শিক্ষক অনুপ দাস মহাশয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননিত করা হয় ফেস অফ বেঙ্গল ও ফেস অফ হুগলী সম্মানে,ফেস অফ বেঙ্গল সম্মান তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী জগন্নাথ সামন্ত মহাশয় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কমিডি শিল্পী শ্রী অরুণ নস্কর মহাশয় কে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদানের জন্য শিশির কুমার পাল কেও এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়।, প্রতিবন্ধকতা কে চ্যালেঞ্জ করে তার অসাধারণ শিল্প কর্মের যা আজকের দিনে সমস্ত রিয়েলিটি শো থেকে সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে বহুল প্রচার পেয়েছে এমন এক শিল্পী রিমা ব্যানার্জী কে ফেই অফ বেঙ্গল সম্মানে সম্মানিত করা হয় । ফেস অফ হুগলী সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষক অনুপ কুমার দাস ও পশু প্রেমী জয়শ্রী দাসগুপ্তকে ও বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের সক্ষম করার আর এক কারিগর তরুণ দাসগুপ্ত মহাশয় কে। অনুষ্ঠানে কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয় বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলেমেয়ে দের। শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া ৪২ জন সাংবাদিক বন্ধু দের হাতে।রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পোর্টাল সাংবাদিকেরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি যারা মুখ প্রাণী (সারমেয়) দের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাদের হাতেও শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের এবং তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক দের কেও সম্মানিত করা হয় । উপহার তুলে দেওয়া হয় অনাথ বাচ্ছাদের হাতে। সংগঠনের সম্পাদক শুভোজ্যতি চক্রবর্তী জানান এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো নিউজ পোর্টাল এর সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানো ও পোর্টাল সাংবাদিক রা যাতে সমাজে সরকারী স্বীকৃতি পান তা নিশ্চিত করা । সংগঠনের সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী জানান এই সংগঠন সাংবাদিক দের বিপদে পাশে থাকে, প্রতি জেলায় জেলা কমিটি গঠনের মাধ্যমে আমরা একে ওপরের পাশে থাকবো।

৪০০ বস্তা রেশনের চাল পাচারের চেষ্টা বানচাল, ধৃত দুই

হুগলি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার ভান্ডারহাটি এলাকায় ফিড রোডে নাকা চেকিং করার সময়, পুলিশ পরিমাণে রেশনের চাল উদ্ধার করেছে। দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের নাম সঞ্জয় দুলে ও কার্তিক দুলে। দুজনেই বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা। জানা গেছে, পুলিশ ৪০০ বস্তা রেশন চালসহ একটি ট্রাক আটক করেছে এবং ট্রাকের চালক ও হেল্পারকেও আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, চালের বস্তাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নাম ও সিল ছাপা ছিল। চাল কোথায় যাচ্ছে এবং কোথা থেকে আনা হচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে না পারায় চালক ও হেল্পারকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ১৯ ডিসেম্বরঃ আবাদায় রেল ইয়ার্ডের ধার থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার। রেল ইয়ার্ডের ধার থেকে উদ্ধার হলো এক যুবকের দেহ। বুধবার হাওড়ার সাঁকরাইলের আবাদা স্টেশনের কাছে একটি ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দেবব্রত বারালি (২৮)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, দেহটি রেল ইয়ার্ডের কিছুটা দূরেই একটি ঝোপের মধ্যে পড়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে মৃতদেহটি দেখতে পান। পরে তাঁরা সাঁকরাইল থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করলেন মেট্রো স্টাফ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ ১৭.১২.২০২৪ তারিখে প্রায় ১২ঃ০০ ঘটিকায়, কর্তব্যরত এবং স্টেশন কর্মীরা কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রায় ১৮ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।পরে মহিলা কর্মী এবং স্টেশন কর্মীদের এসকর্টের অধীনে তাকে বাঘাজাতিন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি এবং তার বাবা-মা সদয় সহযোগিতা এবং সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পান্ডুয়ায় ধান আনতে যাওয়ার পথে ট্রাক্টর উল্টে মৃত তিন

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া হুগলি,১৯ ডিসেম্বরঃ ধান আনতে যাওয়ার পথে ট্রাক্টর উল্টে মৃত তিন। পান্ডুয়ার জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলগ্রামের দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম অঞ্জন হেমরম, বিশ্বজিৎ বাস্কে ও উত্তম হাঁসদা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামনার পীরা গ্রাম থেকে মূলগ্রামের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক্টর। সেই সময় ট্রাকের ইঞ্জিনের উপর বসে ছিল অঞ্জন হেমরম, বিশ্বজিৎ বাস্কে ও উত্তম হাঁসদা। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ২৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে। পীড়া গ্রামে বাড়ি তিন যুবকের । মূলগ্রামে যাওয়ার পথে মাঠে নামতে যাওয়ার সময় হঠাৎই উল্টে যায় ট্রাক্টরট্রি ট্রাক চালাচ্ছিলেন অঞ্জন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎই ট্রাকটি উল্টে যায়। চালক তিনজনেই ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পান্ডুয়া থানা ও বৈঁচি ফাঁড়ির পুলিশ। ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত তিনজনকে দেহ থানায় নিয়ে আসা হয় পরে সেখান থেকে ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে ময়নাতদন্তের জন্য। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘‘পীড়া গ্রাম থেকে ধান আনতে যাচ্ছিল মাঠে, মুলগ্রামের ব্রিজ হয়ে নামার সময় ট্রাক্টর উল্টে চাপা পড়ে যান তিন জন।

সুন্দরবনে বেড়াতে এসে মাতলা নদীতে পড়ে গেল এক পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৯ ডিসেম্বরঃ এবারে বেড়াতে গিয়ে নৌকা থেকে মাতলা নদীর জলে পড়ে গেল এক পর্যটক । ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানা এলাকার কৈখালিতে । পর্যটকের নাম প্রীতম পানুয়া মন্দির বাজার এলাকার বাসিন্দা । অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মোট ১১ জন মিলে বৃহস্পতিবার সকালে বেড়াতে আসে । সকালে কৈখালি থেকে সুন্দরবনের নানান জায়গায় ঘুরতে যায় । ফের শুক্রবার তাঁরা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল । সেই কারণে কৈখালি ঘাটে একটি লঞ্চে উঠে কথা বলার জন্য যায় । সেই সময় অসতর্ক থাকায় কৈখালি ঘাটের কাছে মাতলা নদীতে পড়ে যায় । সাথে সাথেই লঞ্চচালকও তাকে খোঁজার জন্য জলে ঝাঁপ মারে । কিন্তু এদিন রাত পর্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি । এদিন বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষ দর্শী ও প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কুলতলি থানার পুলিশ । তাকে খোঁজার কাজ চলছে । ঐ পর্যটক নেশাগ্রস্ত ছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

উধাও শীত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের শীত উধাও দক্ষিণবঙ্গে, হ্রাসের পরিবর্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবার বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গেও। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা সেভাবে মালুম হয়নি। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি।

ড্রেনের মধ্যে পা ঢুকে আহত বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার জনসংযোগে এবং অবৈধ জল-সংযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে ড্রেনের মধ্যে পা ঢুকে আহত হলেন হুগলির চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। এদিন দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনসংযোগ করতে গিয়েছিলেন বিধায়ক। কোথাও জলের সমস্যা, কোথাও রাস্তার সমস্যার কথা তাঁকে জানাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যান্ডেল কলাবাজার এলাকায় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। হঠাৎ একটি স্ল্যাব ভেঙে ড্রেনে পা ঢুকে যায় বিধায়কের।

কোনও রকমে তাঁকে টেনে তোলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও দলের কর্মীরা। এরপরও কিছুটা জনসংযোগ চালানোর চেষ্টা করেন বিধায়ক। কিন্তু পা ফুলে যাওয়ায় মাঝপথে বসে পড়েন। জনসংযোগ বন্ধ করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় তাঁকে। ব্যান্ডেলে অর্থপেডিক সার্জেনকে দেখান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে করা হয়। চিকিৎসক জানান বিধায়কের পায়ে চিড় ধরেছে। এক মাস বিশ্রাম নিতেও বলা হয়েছে বিধায়ককে। বিধায়ক বলেন, ‘ড্রেনে ফাঁক ছিল। সেই ড্রেনের ভিতর ঢুকে গিয়েছি। সবাই টেনে তুলল।’ বিধায়ক আরও জানিয়েছেন, অবৈধ জলের সংযোগ রয়েছে দেবানন্দপুর এলাকায়। ১০টা জল চুরির ঘটনাও ঘটেছে। দুটো পাম্প ধরা হয়েছে।

দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য জগৎবল্লভপুরে, পরপর ৬টি দোকানে চুরি, তদন্তে পুলিশ

সুমন আদক, হাওড়া, ১৯ ডিসেম্বরঃ দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে, পরপর ৬টি দোকানে চুরি। তদন্তে পুলিশ। জগৎবল্লভপুরের পাতিহাল এলাকায় পরপর ছয়টি দোকানে চুরি হয়। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার প্রতিদিনের মতো দোকান খুলতে এসে বেশ কয়েকটি দোকানের মালিক দেখতে পান কারও দোকানের সামনের দরজার তালা ভাঙা ও দোকানের ছাদের চাল কেটে কিংবা জানলা ভেঙে পরপর দোকানগুলিতে রাতের অন্ধকারে চুরি হয়েছে। চোরেরা দোকানে ঢুকে দোকানের ভিতরে থাকা বেশ কিছু সামগ্রী সহ নগদ টাকা চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। চুরির ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে। পুলিশের নজরদারির

অভাব সেই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ব্যবসায়ী শেখ ইসমাইল বলেন, এখানে প্রায় ৬টি দোকানে চুরি হয়েছে।

প্রশাসনের কাছে দাবি যাতে অবিলম্বে দোষীদের ধরা হয়। এখানে নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা থাকলে এমন ঘটতো না। প্রশাসনের ভুলে এমন চুরির ঘটনা ঘটেছে। একটি সাইকেলের দোকান, চায়ের দোকান, একটি হোলসেল দোকান ও একটি মুদিখানার দোকান সহ কয়েকটি দোকানে চুরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আজিজুল ইসলাম বলেন, চুরি যাওয়া ৬টি দোকানের মধ্যে কারও গেট ভেঙে, কারও চাল ভেঙে চুরি হয়েছে। সব দোকানদাররা আতঙ্কে রয়েছেন।

বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ ডিসেম্বরঃ ডিম সহ একাধিক জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সহ মিড ডে মিল নিয়ে সরকারি একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতি বার সারা বাংলা মিড ডে মিল ইউনিয়নের জয়নগর দুনম্বর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ দিন এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও জয়নগর -২ নং ব্লক কমিটির কোষাধ্যক্ষ সীমা পণ্ডা, বিশিষ্ট সংগঠক অরুন্ধতী প্রামাণিক সহ আরো অনেকে । প্রায় চার শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী এই আন্দোলনে এদিন অংশ নেয়। এদিনের ডেপুটেশনে প্রধান বক্তা, ইউনিয়নের অন্যতম উপদেষ্টা মাধবী প্রামাণিক ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। একই দাবিতে বুধবার জয়নগর ১ নম্বর বিডিও তে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল শ্রীরামপুরের যুবকের

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ১৯ ডিসেম্বরঃ বছর ৪৪-এর অভিজিৎ দত্ত কয়েক দিন আগে সোলো ট্রিপে হিমাচল যান। হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন একাই। ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল শ্রীরামপুরের যুবকের। সোমবার বাড়িতে খবর আসে, চেল এলাকা থেকে অভিজিৎকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার। শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা জানান, সোমবার তাঁদের কাছে খবর আসে, রবিবার চেল নামে একটি এলাকায় অভিজিৎকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

প্রথমে তাঁকে স্থানীয় জুঙ্গা এলাকায় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে সিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলা এলাকায় বৃদ্ধ মা ও মামাকে নিয়ে থাকতেন অভিজিৎ। এর আগে শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন কুমিরজলা রোডে থাকতেন তাঁরা। অভিজিৎ শ্রীরামপুর পুরসভার কর বিভাগের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাবাও এই পুরসভায় কাজ করতেন। পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা জানান, তাঁদের তরফে হিমাচল প্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানকার পুলিশ জানিয়েছে, অভিজিৎকে যখন উদ্ধার করা হয়, অচৈতন্য ছিলেন। ফলে তাঁর কোনও বয়ান পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, অভিজিতের মোবাইল ফোনটি লক থাকায়, সেই ফোন থেকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। পরে সিম কার্ডটি কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শ্রীরামপুর থানার মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হিমাচল প্রদেশ পুলিশ। সূত্রের খবর, ফোনের মাধ্যমেই পরিবারের তরফে দেহটি শনাক্ত করা হয়। অভিজিতের এক বন্ধু জানান, গত ১২ ডিসেম্বর সিমলা বেড়াতে যান অভিজিৎ।

এর পরই এই ঘটনা। সিমলা থানা থেকেই ফোন করে খবর দেওয়া হয়। পরে বন্ধুরা সকলে মিলে পুরসভা ও থানায় যোগাযোগ করেন। বুধবার মৃতদেহ আনতে রওনা দেবে অভিজিতের পরিবারের লোকজন।

তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ, দুই যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ ডিসেম্বরঃ তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ, দুই যুবক গ্রেফতার। তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে হাওড়ার বার্ন স্ট্যান্ডার্ড মোড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে রাত ৯টা নাগাদ বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় অন্য বাইকের আরোহী দুই যুবক ওই তরুণীর মাথার হেলমেটে হাত দিয়ে আঘাত করে পালানোর চেষ্টা করে। যদিও তরুণীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা ছুটে এসে ওই দুই বাইক আরোহী যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণী শেষমেশ যুবকদের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ না জানালেও হাওড়া থানার পুলিশ ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে ১১৭ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় স্বত ঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তাদের গ্রেফতার করে।

ধৃতেরা কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ওই ঘটনা ঘটিয়েছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হয় বলে জানা গেছে।

বিয়ের তত্ত্বেও জায়গা করে নিলো জয়নগরের মোয়া

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ ডিসেম্বরঃ এবার বিয়ের তত্ত্বেও জায়গা করে নিলো জয়নগরের মোয়া।শীত চলছে, মোয়ার মরশুমে বিবাহের আয়োজন, আর তাই বিয়ের তত্ত্বে জয়নগরের মোয়া না থাকলে কি করে চলে। ক্ষীরের বর-বউ, মাছ, বড় বড় সন্দেশ ইত্যাদি দিয়ে বিয়ের তত্ত্বের ডালি সাজানোর রেওয়াজ বাঙালি বাড়িতে। এবার জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর দেখা গেল,এবার বিয়ের তত্ত্বের ডালিতে জায়গা করে নিয়েছে জয়নগরের মোয়াও। এখন গোটা বিশ্বেই নাম করেছে জয়নগরের মোয়া। এখন হাওড়া, হুগলি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া, বর্ধমানে ও চলে যাচ্ছে এই মোয়া।

সর্বত্র তত্ত্ব সাজাতে চাহিদা বাড়ছে মোয়ার। হু হু করে অর্ডার আসছে দোকানগুলিতে। আর তাই খুশি মোয়া ব্যবসায়ীরা। এখন ভালো ঠান্ডা পড়তেই গুড় উঠছে ভালো। ফুরফুরে কনকচূড় ধানের খই ও মিলছে। ফলে উৎকৃষ্ট মানের মোয়া তৈরি হচ্ছে সব দোকানে। এর পাশাপাশি বিয়ের মরশুম শুরু হতেই নয়া ইনিংস খেলতে শুরু করেছে শীতের এই মিষ্টান্নটি। বহড়ুর বীণাপানি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গণেশ দাস বলেন,বিয়ের তত্ত্বের একটি ট্রেতে গোটা১২ মোয়া থাকছে কিসমিস, কাজু ছড়ানো আছে তাতে। দেখতে অপরূপ করতে গোলাপও দেওয়া হচ্ছে। সূর্যমুখী ফুল বা ড্রাই ফুলও ব্যবহার করছি। বিয়ের তত্ত্বতে দেওয়ার জন্য ভালোই অর্ডার আসছে। জয়নগরের মা কালী সুইটসের খোকন দাস জানালেন, কলকাতা, বারুইপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, হুগলি, পুরুলিয়া বর্ধমান থেকেও আসছে অর্ডার। একটি ডালার দাম পড়ে যাচ্ছে ৭০০ থেকে ১০০০ হাজার টাকা। জয়নগরের রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের তিলক কয়াল বলেন, এ বছর বিয়ের তত্ত্বতে দেওয়ার জন্য মোয়ার চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে। অর্ডার আসছে একাধিক জেলা থেকে। আমরা খুশি।

৬২তম বার্ষিক সিভিল ডিফেন্স বার্ষিকী উদযাপন

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ পূর্ব রেলের উদ্যোগে ৬২তম বার্ষিক সিভিল ডিফেন্স উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিয়ালদহ বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের স্পোর্টস গ্রাউন্ড। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক তথা অতিরিক্ত মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শ্রী সুমিত সরকার। অনুষ্ঠানে সিভিল ডিফেন্সের কাছ থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক তথা অতিরিক্ত মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। অনুষ্ঠানটি পূর্ব রেলের

বার্ষিক ক্যালেন্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর মাধ্যমে সিভিল ডিফেন্স সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কৃতিত্বের প্রদর্শনী করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সুমিত সরকার জানান, সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা অনেক ভালো কাজ করছে পূর্ব রেলওয়েতে। তাদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি তাদের বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আগামীদিনে অনুমোদন পাঠানো হবে বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য, রেল দুর্ঘটনা বা অন্যান্য বিপদ কালীন সময়ে মেডিকেল পরিষেবা, প্যাসেঞ্জার সহায়তা, অগ্নি নির্বাপন, ফিটনেস ট্রেনিং, উদ্ধার কার্য, এই সিভিল ডিফেন্স বাহিনী কাজ করে থাকে। ১৯৬২ সাল থেকে সিভিল ডিফেন্স অনুষ্ঠানের করা হচ্ছে।।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২০ সংখ্যা, শুক্রবার ০৪ পৌষ, ১৪৩১

বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা

বিশ্ব জুড়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়েছে। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ইসরায়েল বনাম মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে লড়াই। ইসরায়েল এখন ইসলামিক দেশগুলির হাত থেকে ইহুদিদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। প্যালেস্টাইনরা ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি। আবার ইসরায়েল প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। তার ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্টাইন সংঘাত প্রথম থেকেই লেগে ছিল। লেই সংঘাতকে আরও বেশি করে উস্কে দিল হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী। তুরস্ক আবার হামাসকে স্বাধীনতাকামী সংগঠন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার ফলে তুরস্ক, ইরান, ইরাক রাষ্ট্র ইসরায়েলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিদের খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ভারত সমর্থন করলে কিন্তু বহু দেশ ভারতের ওপরে বিরূপ ইসরায়েলকে এ ব্যাপারে সমর্থন করা নিয়ে। ভারত যদিও বলতে শুরু করে দিয়েছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেয় না। তবুও বহু দেশ ভারতের শান্তির বার্তাকে বেশি মন দিচ্ছে না। তারা মনে করছে ভারত পরোক্ষভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করছে। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্ক ভালোই। কারণ দুই দেশই জঙ্গিদের বেশি পচ্ছন্দ করে না। মুজাহিদ্দিন থেকে শুরু করে হামাস জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে দুই দেশ। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে জঙ্গিদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি করবে না। এদিকে আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গি সংগঠন এখন তাদের মতকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। তারা আর রক্তপাত চাইছে না। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিয়েছে। মুম্বইতে আফগানিস্তান একটি দূতাবাস খুলেছে। সেই দূতাবাস থেকে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলি এখন আর বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমেরিকার জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করে না। জঙ্গিদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকার ইসরায়েলকে অস্ত্র দিচ্ছে এবং এমন সব অস্ত্র দিচ্ছে তা অতীতে কেউ কোনও সময়ে তা ব্যবহার করেনি। ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে জঙ্গি খতম করার যজ্ঞে সামিল হয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েল এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে ইসরায়েলকে রক্ষা করতে যে কোনও ধরনের বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি। তার জন্য যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে আঘাত লাগে তাতে কিছু করার নেই। ইসরায়েলের ব্যাপারে বহু বার রাষ্ট্রপুঞ্জ বিরুদ্ধ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমেরিকা তাকে নাকচ করে দিয়েছে। ভারস সেই সব উত্থিত প্রস্তাবে নিরব থেকেছে। ফলে ইসরায়েল বিরোধী কোনও প্রস্তাব পাশ হতে পারেনি রাষ্ট্রপুঞ্জে। আর এটাই ইসরায়েলের পক্ষে শক্তি যোগাচ্ছে।

সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ

সিন্ধু সভ্যতার কথা নিশ্চয় সবার মন আছে। যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন তারা জানেন যে সিন্ধু সভ্যতা ভারতের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে এসেছিল ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় বসাবস করতে। সেখানে তখন সিন্ধু নদও ছিল। সিন্ধু নদের অভাবিকায় তৈরি হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা। তাঁরা যেসব শিলালিপিতে তাঁদের মনের কথাকে ব্যক্ত করে লিখে গিয়েছিলেন তাকে উদ্ধার করতে বহুকাল ধরে বহু গবষণা চলে আসছিল। সিন্ধু সভ্যাতকে জানতে গেলে এই সব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু সভ্যাতার বিকাশের কথা অজানা থেকে যায়। অশাকের শিলালিপি পাঠোদ্ধার করেই তবেই সম্রটা অশোকের বহু তথ্য আজকে ভারতবাসীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। অশোক তাঁর শিলালিপিতে গৌতম বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন যাতে সবাই গৌতম বুদ্ধের প্রতি মানু। আকৃষ্ট হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রথম বর্ণদ্বিদেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর ধর্ম সবার কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিদের তিনি তাঁর প্রচারিত ধর্মে স্থান দিয়েছিলেন। সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন যা আজকে মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে। সম্রাট অশোক চক্রে মধ্যে দিয়ে সেই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে স্বাধীন ভারত। গৌতম বুদ্ধের বাণীকে অবলম্বন করেই ভারত আজকে বিশ্ব শান্তির কথা বলে থাকে। কিন্তু এককালে সিন্ধু উত্যকায় যেসব শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তার পাঠোদ্ধার করার উৎসাহ থেমে থাকে না। এবারে সিন্ধু শিলমোহর পাঠোদ্ধার করে একটি নয়া মোড় স্থাপন করলেন বেঙ্গালুরু নিবাসী বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়। তিনি 'নেচার ডট কম' -এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন য সিন্ধু সভ্যতার কালে মানুষেরা কোনও রকম লিপি বা ভাষা দিয়ে তাদের মনের কথা লিখতে পারতো না। এগুলি বানান নয়। এই গুলি দেবদেবীর বা মানুষের ছবি। শিলমোহরগুলিতে কর সংক্রান্ত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য লিখে রাখতো। বিভিন্ন পণ্যের দাম, বাজারে কারোর থেকে আদায় থেকে শুরু করে কার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে, তার কাছ থেকে কত টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে এবং তার কাছ থেকে কত টাকা পাবে সেই সব তথ্য লিফিবদ্ধ করে রাখতে শব্দচিহ্ন বা অর্থচিহ্ন দিয়ে। আজ থেকে প্রায় ৪৬০০ বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা বিভিন্ন শিলমোহর ব্যবহার করতো। এই সব শিলমোহরগুলিতে করুণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় একশো বছর ধরে এইসব শিলমোহরের পাঠোদ্ধারের আয়োজন শুরু করা হয়েছিল। এই সব শিলমোহরে যেসব শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাতে শুধু দেবদেবীর মূর্তি, রাজা নাম লিখিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানুষের ক্ষমতা রয়েছে জগতকে বড় করার। জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার। জগত বড় হয়ে মানুষও বড় হবে। জগতকে ছোট করা যায় না। জগত সব সময়ে বড় থাকেই। জগত হচ্ছে সব মানুষের ঘর বাড়ি। এই ঘর বাড়িতে সঠিকভাবে সাজাতে হবে। সঠিকভাবে নির্মাণ করতে হবে। যাতে জগত ধ্বংসে না পরিণত হয়। মানুষকে উদার হয়ে কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। নিজের মনটাকে সৎ করতে হবে। কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বড় ধরনের কাজ করতে হবে। শক্ত হাতে কাজ করতে হবে যাতে না ভেঙে পড়ে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ওরে তোরা ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহ কর। তাহলে শক্তি পাবি। মধু হচ্ছে এখানে জ্ঞান এবং শিক্ষা। শিক্ষাই পারে অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে। আর কারোর কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে জগত বড় হতে পারে না। জগতকে বড় করতে গেলে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জগতের কাজে নিজেকে ব্রতী হতে হবে। জগতকে বড় করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জগত শ্রেষ্ঠ হবে। শুধু জগত শ্রেষ্ঠ হবে তা নয়। পাশাপাশি আপনিও জগত শ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিতি লাভ করবেন। জগতকে বড় করতে গেলে মানুষের প্রয়োজন। কোনও প্রাণী জগতে বড় করতে পারে না। আলোকে ঘরে নিয়ে আসতে হবে। আলো আসলেই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। জ্ঞানের আলো চাই। বিজ্ঞানের আলো চাই। সত্যের আলো চাই। তবে সব অপশক্তি বিদায় গ্রহণ করবে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপস্থিত হলেই বাংলার সিনেমার স্বর্ণ যুগের কথা মনে পড়ে যায় যা এককালে সারা বিশ্বকে মোহিত করে

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা চলচ্চিত্রে সূচনার কথা আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের কথা এসে পড়ে। কারণ ভারতে চলচ্চিত্রে সূচনা করে গিয়েছিলেন একজন বাঙালি তার নাম হীরালাল সেন। তিনিই আবার বাংলা সিনেমার সূচনা করে যান। তিনিই প্রথম মুভি চলচ্চিত্রে কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন। ফলে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' (১৯০৫) আন্দোলনের ঘটনাকে মুভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলেছিলেন। এমনকী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন তার মুভি তুলেছিলেন হীরালাল সেন। পরে তাঁর এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সম্মেলনে। হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) পর্যন্ত সিনেমা নিয়ে চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর ভাই মতিলাল সেনকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৮ সালে। উন্নতমানের ছবি করতে গেলে যে ব্রিটিশ ধাঁচের সিনেমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন তা অনুভব করেছিলেন হীরালাল সেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছিল 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। হীরালাল সেন আবার প্রথম ব্যবসায়িক ছবি করে গিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের ছবি তাঁর হাত দিয়ে ভারতে প্রথম আসে। তিনি 'ভ্রমর', 'আলিবাবা', 'হরিরাজ', 'দোল লীলা', 'সীতারাম' এবং ' সরলা' ছবি নির্মাণ করেছিলেন। বহু ছবির পরিচালক অমরেন্দ্র দত্ত হলেও হীরালাল ছবিগুলো তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে তাঁর স্টুডিওতে আগুন লেগে যাওয়ায় সব ছবি পুড়ে নষ্ট ছাই হয়ে যায়। সেই কারণে তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না যে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। কিন্তু প্রভাত মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে হীরালাল সেন প্রথম পরিচালক যিনি ভারতীয় সিনেমা জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু হীরালালের ছবির কোনও উজ্জ্বল প্রমান না থাকার ফলে দাদা সাহেব ফলকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে জনক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি হীরালাল সেন পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯০২ সালে জামশেদজি ফ্রামজি (১৮৫৬-১৯২৭) প্রজেকশন যন্ত্র কিনে কলকাতার ময়দানে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে তিনি দাদা সাহেব ফলকের ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' এবং প্রথম বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' (১৯১৯) সালে দেখান। বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' এর প্রযোজক ছিলেন মদন থিয়েটার এবং পরিচালক ছিলেন রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। যদিও এটি ছিল নির্বাক চলচ্চিত্র। 'বিল্বমঙ্গল' ছবিটি পুরাণের কাহিনী নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

১৯২০-১৯৩০ ঃ ইন্দো-ব্রিটিশ

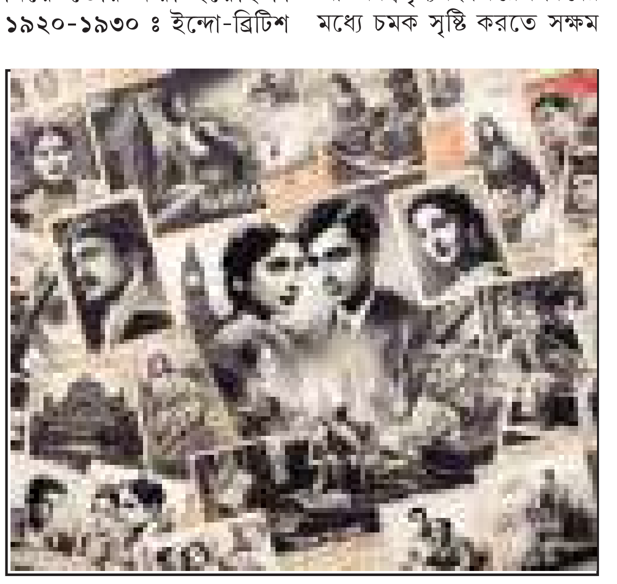

ফিল্ম কোম্পানি তৈরি করে একটি দল। তার নেতা ছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলী (১৮৯৩-১৯৭৮)। সকলেই তাঁকে 'ডিজে' বলে ডাকতেন। তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। কবিগুরুর প্রিয় ছাত্র। নিজাম গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজ (হায়দ্রাবাদ) এর প্রধান হন। ১৯২১ সালে তিনি 'বিলেত ফেরত' নামে একটি বাংলা ছবি করেন। তাতে প্রধান মুখ্য অভিনেতা ছিলেন তিনি স্বয়ং। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবং দেবকী বসু ছিলেন তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা পরিচালক। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ১২৬ টি ছবি নির্মাণ হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'পতিভক্তি' (১৯২২), 'সোল অফ এ স্লেভ' (১৯২৩), এবং 'মোহিনী' (১৯২২)। বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি নায়ক শিশির কুমার ভাদুড়ি 'মোহিনী' এবং 'আধারে আলো' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ে অভিনেত্রী হিসাবে নাম করেছিলেন পেসেন্স কোপার, সিলভিয়া বেল, তারাসুন্দরী, শ্রীমতি ওয়ার্থ এবং জুনে রিচার্ড। অভিনেতা হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, গোপাল নাগ, প্রফুল্ল ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। যদিও 'ডিজে' নায়ক হিসাবে তৎকালীন যুগে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৩০-১৯৪০ ঃ অরোরা ফিল্ম কোম্পানি কথা এখানে উল্লেখ করতেই হবে। এই কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অনাদিনাথ বোস। তাদের প্রথম ছবি 'পুজারি' (১৯৩১)। কালীপদ দাস ১৯৩১ সালে 'জামাই বাবু' ছবি নির্মাণ করেন। এটাই শেষ বাংলা নির্বাক ছবি। এরপরে সবাক ছবির যুগে প্রবেশ করে যায় বাংলা সিনেমা। পরিচালক কালীপদ দাস বেশ তাঁর ছবিতে বাস্তব ধর্মী বেশ কিছু অভিনবত্ব দৃশ্যগ্রহণ করে দর্শকদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্বাক ছবি করে দেখানো সম্ভব হয়েছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে 'আলম আরা' ছবিটি সবাক চিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়। এর পরিচালক ছিলেন আরদেশির ইরানি। ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল অমর চৌধুরীর পরিচালিত 'জামাই ষষ্ঠী' কলকাতার ক্রাউন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এটির প্রযোজক ছিল মদন থিয়েটারস। এই সময়ে মিউজিক্যাল ছবি 'শিরিন ফারহাদ' ছবিটিও প্রকাশ লাভ করে। ১৯৩১ সালে বাংলা ছবির শিল্প গঠন হলেও মাত্র ৩ টে ছবি বাংলায় তৈরি হয়। বাকি ২০টি ছবি হিন্দিতে। বি এন সরকার (১৯০১-১৯৮০) প্রকৃত বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শিল্প স্থাপন করেছিলেন। তিনি 'চিত্রা' নাম দিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন কলকাতায়। ১৯৩০ সালে শেষ দিকে সিনেমা ক্রাফট এবং ১৯৩১ সালে 'নিউ থিয়েটারস' নির্মাণ করেন। সিনেমা শিল্পের অতি দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি দেবকী বোস (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা ছবিতে নতুন টেকনিক নিয়ে এলেন। নিউ থিয়েটারস ' নটীর পুজা' (১৯৩২) নির্মাণ করলো। এই ছবিটির পরিচালক ছিলেন নাট্যকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফোটোগ্রাফি করেন নীতিন বোস। ১৯৩২ সালে 'চণ্ডিদাস' ছবির পরিচালক ছিলেন দেবকী বোস। এই ছবিটি বেশ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৪ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া 'রূপলেখা' ছবি তৈরি করেন। পরে ১৯৩৫ সালে 'দেবদাস' ছবিটিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। এই ছবিটি বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা জগতে প্রথম ট্রাজিক ছবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অসমের গৌরীপুরের রাজবাড়ির ছেলে প্রমথেশ বড়ুয়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মসে কাজ করতে শুরু করেন ১৯২৯ সালে। তিনিই প্রথম প্রকৃত অর্থে বাংলা সিনেমা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে 'দেবদাস' এবং 'মুক্তি' ছবি নির্মাণ করেন। 'মুক্তি' ছবিটিই হচ্ছে একটি বাস্তবধর্মী বাংলা ছবি। অসাধারণ অভিনয় এবং পরিচালনায় বাংলার ছবির নতুন দিক নির্মাণ করতে সক্ষম হন প্রমথেশ বড়ুয়া।

১৯১৬ সালে কানন দেবীকে আবিস্কার করলেন নিউ থিয়েটারস। তিনি বাংলা সিনেমার অন্যতম সফল অভিনেত্রী। প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যথাক্রমে যমুনা দেবী, লীলা দেশাই, মলিনা দেবী। ইঁনারা সকলেই যোগ্য অভিনেত্রী ছিলেন। জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী কে এল সায়গল হিন্দি 'দেবদাস' ছবিতে অভিনয় করেন। কে সি দে 'চণ্ডীদাস' ছবিতে অভিনয় করেন। গায়ক পঙ্কজ মল্লিক 'মুক্তি' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল গায়ক এবং অভিনেতা হিসাবে বিদ্যাপতি (১৯৩৮) এবং বড়দিদি (১৯৩৯) ছবিতে অভিনয় করে নাম করেন। সেই সময়ে বিখ্যাত গীতিকার রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১) বিভিন্ন ছবিতে সুর দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। 'চণ্ডীদাস', চিরকুমারের সভা (১৯৩২), ভাগ্যচক্র (১৯৩৫) এবং বিদ্যাপতি (১৯৩৭) ছবিগুলোতে সুর দিয়েছিলেন। সুরকার কে সি দে এবং পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছিলেন। সেই সময়ে কমল দাশগুপ্ত এবং শচীন দেববর্মন সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন সুরকার এবং গায়ক হন। কবিগুরু এবং কাজী নজরুল এর গান বহু ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে নীতিন বোস প্রথম প্লেব্যাক সঙ্গীত ব্যবহার করেন। পরিচালক নীতিন বোস (১৮৯৭-১৯৮৬) সফল ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল - 'দিদি' (১৯৩৭), 'দেশের মাটি' (১৯৩৮) 'জীবন মরণ' (১৯৩৯)। ইতিমধ্যে মধু বোস (১৯০০-১৯৬৯) বাংলা ছবি পরিচালক হিসাবে প্রবেশ করেন।

১৯৩৭ সালে 'আলিবাবা' ছবি করেন। সেখানে সাধনা বোস মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অন্য ছবিগুলোর নাম হল 'কুমকুম' (১৯৪০) এবং রাজনর্তকী' (১৯৪১)। সেই সময়ে একদল পরিচালক বাংলা সিনেমার জগতে প্রবেশ করে। তার মধ্যে রয়েছেন বিমল রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ব্যানার্জি, প্রেমাঙ্কুর আতীর্থ এবং সত্যেন বোস। এই সময় থেকে বাংলার সিনেমার উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। ১৯৩৪ সালে দেবকী বোস পরিচালিত ছবি 'সীতা' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এটাই প্রথম ভারতীয় ছবি যা বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। **১৯৪০-২০১০ ঃ** পরিচালক বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) নতুন চিন্তাভাবনায় বাংলা সিনেমা তৈরি করতে শুরু করলেন। 'উদয়ের পথে' ছবি করে দর্শকদের মন জয় করে নিলেন তিনি। সেই সময়ে শৈলজানন্দ মুখার্জির 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) জীবন সমস্যা এবং দরিদ্র জর্জরিত জীবন নিয়ে ছবি শুরু হল। দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে 'ভুলি নাই' ছবি করলেন হেমেন গুপ্ত। এই যুগে বাংমলা ছবিতে এক ঝাঁক দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে হলেন দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার (বটব্যাল), সন্ধ্যা রানি, মেনকা দেবী প্রভৃতি যারা অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রেণুকা রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, সরজুবালা এবং উমাশশীর মতো দক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সঙ্গে চালেঞ্জ নিয়ে অসাধারণ অভিনয় করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের টেকনিশিয়ানরা বাংলা ছবিতে প্রবেশ করে বাংলার ছবির মানকে টেকনিক্যাল দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করতে শুরু করে। নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের 'কল্পনা' (হিন্দি) একটি পরীক্ষামূলক ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ৪০, ৫০ এবং ৬০ এর দশকে বিমল রায় উল্লেখযোগ্য ছবি করেন। তার মধ্যে রয়েছে 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) এবং 'দেবদাস' (১৯৫৫) ছবি। এই সময়ে ঋত্বিক ঘটক, নবেন্দু ঘোষ, হৃষিকেশ মুখার্জি, গুলজার এর মতো দক্ষ পরিচালকদের হাত দিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ হতে শুরু করে। পরিচালক নীতিন বোস 'মিলান' (১৯৪৭), দেদার (১৯৫১) এবং 'গঙ্গা যমুনা' (১৯৬১) সালে নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার পান। সেই সময়ে সুরকার শচীন দেব বর্মন ' শিকারী' (১৯৪৬), 'শবনম' (১৯৪৯), 'ট্যাক্সি ডাইভার' ((১৯৫৪), 'কালা বাজার' (১৯৬০), 'তেরে ঘরকে সামনে' (১৯৬২) এবং 'অনুরাগ' (১৯৭২) ছবিগুলোতে সুর দিয়ে চলচ্চিত্র সঙ্গীতকে মুখর করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'ইশান' এবং ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' ছবিতে পরিচালক কে সি দে অভিনয় এবং গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হন। গীতিকার সলিল চৌধুরী এই সময়ে ছবিতে প্রবেশ করেন সুরকার হিসাবে। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩), 'জাগতে রাহো' (১৯৫৬) 'সারা আকাশ' (১৯৬৯) এবং 'আনন্দ' (১৯৭১) ছবিতে সঙ্গীতের সুর দিয়েছিলেন। শচীন পুত্র আর ডি বর্মণ ' হরে রামা হরে কৃষ্ণ' (১৯৭১) এবং ১৯৪২- এ লাভ স্টোরি' (১৯৯৪) ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ওয়েস্টার্ন সুরকে নিয়ে আসলেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে একেবারে আশির দশক পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে মান্না দে, কিশোর কুমার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ত্রয়ী সঙ্গীত শিল্পী উল্লেখযোগ্য সুর দিয়ে ছবির মানকে শ্রীবৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে 'পরসান' (১৯৬৮) এবং ' এক চতুর নায়ক' ছবিতে সুর দিয়ে নাম করতে শুরু করলেন। রাহুল দেব বর্মন (১৯৩৯-১৯৯৪) সাল পর্যন্ত সুর দিয়ে ছবির মানকে দীর্ঘায়িত করলেন। কিশোর কুমার 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' (১৯৭১), 'শোলে' (১৯৭৫) এবং 'মেববুবা' (১৯৭৭) ছবিতে প্লেব্যাক সঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ওই সময় থেকে বাংলা ছবিতে উল্লেখযোগ্য নায়ক নায়িকারা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন অশোক কুমার, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, বিশ্বজিৎ, জয় মুখার্জি, দেব মুখার্জি, উৎপল দত্ত, শর্মিলা টেগোর, জয়া ভাদুড়ী, রাখী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং মিঠুন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এই সময়ে হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত বাসু ভট্টাচার্য এবং বাসু চ্যাটার্জি দক্ষ পরিচালকেরা ছবি করতে শুরু করে। সঙ্গীত শিল্পী বাপি লাহিড়ীর প্রবেশ করেন সঙ্গীত শিল্পী রূপে। এন বিশ্বনাথন (১৯২৯ -২০১০) বাংলা এবং তামিল ছবিতে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং সেনের ছবি 'পুনশ্চ' ছবিতে অভিনয় করেন। (ক্রমশ)

ভারতের ক্রিকেট কথা ঃ মুম্বইয়ের ক্রিকেট নন্দন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গল্প

বিশেষ প্রতিবেদক

ইংল্যাণ্ডের লর্ড স্টেডিয়াম যদি বিলাতের ঐতিহ্য হয় তাহলে ভারতের ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসাবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম লর্ডস এর সমতূল্য। যদিও কলকাতার ইডেন গার্ডেনও লর্ডসের মতো ঐতিহ্যকে বহন

করে। তবে বিশ্ব ক্রিকেটে লর্ডসের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এবারে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শচীন তেণ্ডুলকরের একটি মূর্তি বসছে। তাই নিয়ে গোটা মহারাষ্ট্র আবেগেভাসতে শুরু করে দিয়েছে। এই স্টেডিয়ামে রয়েছে 'ভিক্ষি মেমোরিয়াল স্ট্যন্ড'। ২ এপ্রিল ২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির বিশ্ব কাপ জেতার ছক্কা এখানে এসে পড়েছিল। সেই ছক্কার জায়গাটাকে সুরক্ষিত করেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। ভারত-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ খেলা হচ্ছে এখানে। খেলার দিকে লক্ষ্য রেখে এবারে শচীনের একটি বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। সেটা উদ্বোধন করেছেন শচীন স্বয়ং। তিনি তাঁর নিজের মূর্তি উদ্বোধন করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। কলকাতার ইডেন এবং মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা একটা আলাদা আভিজাত্যের মর্যাদা এনে দেয়। সেই আভিজাত্যকে ঘিরে চলতে থাকে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতমানের চর্চা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিউজিয়াম করার কথা উঠতে শুরু করেছে। তার জন্য বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিশ্বের সমস্ত ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে তাদের ক্রিকেট কিংবদন্তির ইতিহাস সংগ্রহ করে এই মিউজিয়ামে রাখা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মুম্বইকে ভারতের ক্রিকেটের স্বর্গ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। মুম্বই এখন ভারতীয় চলচ্চিত্রে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত। যতই মাদ্রাজ বা বাংলাতে উন্নতমানে চলচ্চিত্র হোক না কেন মুম্বই চলচ্চিত্রের বিশ্ব জোড়া ব্যবসা রয়েছে। বাংলার চলচ্চিত্র খ্যাতি অর্জন করেছিল সত্যজিৎ রায় উত্তম কুমারের আমলে। তারপরে আর বাংলা সেই চলচ্চিত্র মর্যাদাকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলে টলিউড কিন্তু এখন আঞ্চলিক চলচ্চিত্র কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। মাদ্রাজও চলচ্চিত্রে সুনাম অর্জন করেছে। দাক্ষিণ্যাতের চলচ্চিত্রের সুনাম রয়েছে। তবুও বলিউডের কাছে তারা কিন্তু লড়াই করে জিততে পারছে না। চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক ব্যবসাটা মুম্বই ধরে রেখে দিয়েছে। পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় ভারতের ক্রিকেটের মূল জগতটার রাশ টেনে ধরে রেখে দিয়েছে মুম্বই। বিবিসিআই এর অধিকাংশ সদস্যরা মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা আইএফএ ফুটবলের সুনাম রয়েছে এবং তার ঐতিহ্য রয়েছে। ঠিক তেমনি মুম্বই ক্রিকেটে খেলার একটি সুনাম অবশ্যই থাকছে। যদিও কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল ক্রিকেট খেলা। কলকাতায় যখন সাহেবরা এসে বসবাস করতো তখন বালিগঞ্জ ক্লাবে ক্রিকেট খেলা হতো। তারপরে মুম্বই ক্রিকেটকে তাদের প্রধান ব্যবসায়িক খেলাতে পরিণত করলো। বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে টি-২০ এবং একদিনের ক্রিকেট জগতে মাত করে দিতে থাকে। যদিও কলকাতায় ক্রিকেট উত্তেজনা কম নয়। ক্রিকেট এবং মুম্বই এখন ক্রিকেট জগতে অন্যতম সেরা মাথা বলা যেতে পারে। বাংলার ক্রিকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ওয়াংখেড়েতে খদিত করা রয়েছে। সর্বকালের সেরা অধিনায়ক বলে তাঁকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। ক্রিকেট উত্তেজনা কাকে বলে তা সৌরভের হাত দিয়ে এসেছিল। মহেন্দ্র সিং ধোনি কম যান না। তিনিও বলিষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তার হাত ধরে ভারতের ক্রিকেট উজ্জ্বল হয়েছে। ললিত মোদি, মহম্মদ আজাহারউদ্দিন, রবি শাস্ত্রীর ক্রিকেট জগত হচ্ছে মুম্বই। যদিও ললিত মোদি ক্রিকেট ডন হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এক সময়ে তাঁকে ছাড়া ক্রিকেট ব্যবসায় উন্নতি করার কথা কেউই বাবতে পারতো না। ক্রিকেটকে যে ব্যবসায় বা পেশাদারিত্বে পরিণত করা যায় এই পরিকল্পনা রচিত করেছিলেন সিএবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জগমোহন ডালমিয়া। তিনিও ক্রিকেটে পেশাদারিতে পরিণত করেছিলেন। টি-২০, একদিনের ক্রিটেক চালু করে ক্রিকেট জগতে লাভের মুখ দেখিয়ে ছিলেন। পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা যদিও থাকলো, পেশাদারি ক্রিকেট টেক্কা দিচ্ছে।

নবদ্বীপে পুজিত দেবদেবীগোষ্ঠী

নবদ্বীপে রাসের সময়ে বিভিন্ন দেব দেবীর পুজো হয়ে থাকে। নবদ্বীপের চারিচারা ব্যানার্জি পড়ায় দেবীগোষ্ঠী পুজো হয়। পরিচালনা করে এই পাড়ার বারোয়ারি কমিটির সদস্যরা। ১৯৪৫ সালে এই পুজো হয়ে আসছে। এই পুজো শুরু হওয়ার কারণ হল যে চারিচারা পাড়ার ভদ্রকালী পুজোর কর্মকর্তাদের মধ্যে মনোমালিণ্য দেখা দেও.ার ফলে কয়েকজন ব্যক্তি ওই কমিটি থেকে বের হয়ে এসে দেবীগোষ্ঠ পুজোর প্রচলন করেছিলেন। উদ্যোক্তরা হলেন ফণী হংস (ভালো নাম রাধাগোবিন্দ হংস। পাড়ার বখাটে ছেলেরা আড়ালে আবডালে তাঁকে ফণী হাঁস বলে ডাকে। একেবারে জেদি লোক। নিজে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাই করে ছাড়তেন। রামসীতা পাড়ায় প্রতিমার অভিনবত্ব সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

তরি হল মা দেবী সিংহবাহিনী। তিনি দশভুতা। শিশু কৃষ্ণকে কোলে করে দেবী ননী খাওয়াচ্ছেন। আসলে শাক্ত ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের মিলন ঘটানো হল। দেবীর ডান দিকে লক্ষ্মী এবং বাঁ দিকে সরস্বতী। নিচের দ্বিতীয় সারিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন ধর্মরাজ যম, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবর্ষি নারদ, সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, পালন কর্তা বিষ্ণু এব ধ্বংস কর্তা মহাদেব। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করে পালন এবং প্রয়াণ সব দেবদেবীরা এখানে পুজিত হন। ধর্মরাজ যমকেও পুজো করা হয়ে থাকে। আবার পালন কর্তা বিষ্ণুকে পুজো করা হয়। নিচের তৃতীয় সারিতে বলরাম ও অন্যান্য বালকেরা গোরু চড়াচ্ছে। দুর্গা ধ্যানে পুজো করা হয়ে থাকে। এই দেবীর প্রথম পরোহিত ছিলেন আগমেশ্বরী পাড়ার রমাপ্রসাদ গোস্বমী পঞ্চতীর্থ, তারপরে দেয়ারা পাড়ার দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চ্যাটার্জি প্রমুখ। প্রথম মৃৎ শিল্পী ছিলেন কানাই পাল।

বাংলার মিষ্টি বিশ্বকে জয় করে নিয়েছিল অনায়সে

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলার মিষ্টি বিশ্ববিখ্যাত। বাংলার রসগোল্লা আগে রানি ভিক্টোরিয়া রাজপ্রসাদে যেত। সেই রসগোল্লা খেয়ে রানি ভিক্টোরিয়া আপ্লুত হয়েছিলেন। দার্জিলিং এর চা পান করে রানি মুগ্ধ হন। তখনকার প্রতিটি ইংরেজ শাসকেরা রানির ভক্ত ছিলেন। রানি আদেশ ছিল একেবারে ঈশ্বরের আর্শিবাদ। সেই কারণে রানি যা পচ্ছন্দ করতেন তাই বিলেতে পাঠানো শুরু করে ছিল ইংরেজ শাসকেরা। তারা রানি বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করতো না। রানি বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই হল বিদ্রোহ করা। সেই বিদ্রোহীকে একেবারে হত্যা করে ফেলল ইংরজরা। বাংলার বর্ধমানে মিহিদানা বিলাতের রাজ দরবরে গিয়ে উপস্থিত হতো। রানি সেই বর্ধমানে সীতাভোগ থেকে শুরু করে মিহিদানা দিয়ে অতিথি অ্যাপায়ন করতেন। রানি জন্য রসগাল্লা থেকে শুরু করে ছানায় সন্দেশ বিলেত পারি দিত। নবদ্বীপের লাল দই যেত বিলাতে। এখনও যায় লাল দই প্যাক করে ফ্রিজে মধ্যে দিয়ে জাহাজে করে। আগে বিলাতে বহু মিষ্টির কারিগর গিয়ে সেখানে মিষ্টি তৈরি কীভাবে করতে হয় সাহেবদের শিখিয়ে এসেছিল। এখন বিলাতে বাংলার মিষ্টি দোকান রয়েছে। যদি সেখানকার অধিকাংশ কারিগর এখন বলতে গেলে সাহেব। তবে তারা আবার মাঝে মধ্যে বাংলা। ঘুরে দেখে নতুন কোনও মিষ্টি বের হল কিনা। ভীম নাগের জলভরা তাসশাঁশ বিলাতে মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। সেখানে জলভরা তালশাঁশ মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সাহেব কারিগররা। বাংলায় যত সব মিষ্টি তৈরি হয় তা আবার বিলাতেও তৈরি হয়। প্যারিসে বলে বাংলার মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। কালোজাম থেকে শুরু করে ল্যাংচাও সেখানে তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে জল আবহাওয়ার জন্য স্বাদ একটু অন্যরকম হতে পারে। তবে বিলাতের বাংলা মিষ্টির সুনাম হয়ে গিয়েছে। বহু সাহেবরা আবার বড়দিনের কেক না কেটে মিষ্টি দিয়ে বড়দিন পালন করে থাকে। কলকাতায় আরা ঠিক তার উল্টো। এখানে আবার বড়দিনে কেক না খেলে কোনও তৃপ্তি বোধ হয় না। এক টুকরো কেক খেতেই হবে বড়দিনে। বাংলার মিষ্টি বিশ্ব জয় করতে শুরু করে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে জার্মানীতে বাংলার মিষ্টি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকাতে আগেই মিষ্টি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তবে বিলাতের পরেই ওয়াশিংটনে বাংলার মিষ্টি উপস্থিত হয়েছিল। বাংলার মিষ্টি পানও এখন বিলাতে পাওয়া যায়। বাংলা যা যা তৈরি হয় এখন বিলাতে তাই পাওয়া সম্ভব। বিলাতে মশলা মুড়ি পাওয়া যায়। সাহেবরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশলা মুড়ি তৈরি করে বিক্রি করে।

বর্ধমানে সীতাভোগ এর কথা সবাই জানে। সীতাভোগ এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্ধমানে নতুন চালে ভালো সীতাভোগ প্রস্তুত করা সম্ভব। শীতকাল এসে গিয়েছে। এখন নতুন চাল সবার ঘরে ঘরে। সেই নতুন চাল দিয়ে সীতাভোগ তৈরি হলে তার স্বাদ এবং গন্ধই একেবারে জিভে জল আনার ব্যাপার। সীতভোগ ছাড়াও মিহিদানা বর্ধমানে বিখ্যাত। মিহিদানা শীতকালে একটি সহজ লভ্য মিষ্টি বলা যেতে পারে। সবাই মিহিদানা করতে পারে না। মিহিদানা করতে গেলে মিষ্টির ভালো কারিগর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে ভালো মিহিদানা বা সীতাভোগ তৈরি করা একেবারে অসম্ভব। বহু বিদেশিরা বর্ধমানে এসে উপস্থিত হয় মিহিদানা এবং সীতাভোগের স্বাদ নেওয়ার জন্য। বাংলা হালুইকররা মিষ্টি তৈরি করেই জগতে জয় করে নিয়েছিল। সেই সুখ্যাতি এখনও বহু মিষ্টির দোকান বজায় রেখেছে। মিষ্টির পাশাপাশি জয়নগরের মোয়ার নাম খ্যাতির তালিকায় রয়েছে।

ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ সরেজমিনে রাজ্যের তিন সদস্যের দল

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ সরেজমিনে নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর এক, দুই পঞ্চায়েতে এবং বারা -দুই পঞ্চায়েত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখলেন রাজ্যের তিন সদস্যের একটি দল। ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রবীর কুমার দত্ত জানান, জেলার ছয়টি ব্লক ঘুরে দেখবেন এই দল। তার মধ্যে নলহাটি দুই ব্লক ঘুরে দেখছেন তারা। প্রবীর কুমার দত্ত জানান, ভদ্রপুর এক পঞ্চায়েতে বাড়ির ড্রেনের দূষিত জল পুকুরে না ফেলে ফিল্টার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পরিবেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। অন্যদিকে, বারা -দুই এবং ভদ্রপুর দুই পঞ্চায়েতে যেখানে ড্রেনের জায়গা নেই, সেখানে গর্ত করে বাড়ির জল মাটির তলে পাঠিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেবেল রিচার্জ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০৪০ সালে ভারতে ভূগর্ভস্থ জল ভান্ডার খালি হয়ে যাবে। জল অপচয় রোধ ও বৃষ্টির জল নিয়ে অনেক জায়গায় 'জল ধরো , জল ভরো' সরকারি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে সেই কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে কাজ শুরু হয়েছে। অচিরেই মানুষ তার সুফল পাবে, বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে, চেন্নাইয়ে জল নিয়ে হাহাকার শুরু হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলি ও বীরভূমে অবস্থা ভালো নয়। এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর প্রাণী বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অংশুমান চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, মাত্র পাঁচ দিনে দুটি গর্ত করে ২০ হাজার ব্যয় করে জল সংরক্ষণ করা যায়। এর জন্য ১০ -১৪ ফুট গর্ত করে গোটা মাটির ছিদ্র যুক্ত তিন ফুট ব্যাসের রিং গুলো সিমেন্ট দিয়ে জুড়তে হবে। ছাদ থেকে রেন পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জল সেই গর্তে ফেলতে হবে। তার আগে গর্তে তিনটি স্তর বানাতে হবে। প্রথমে থাকবে বালি, তার পর ১-২ ফুট ছোট আকারের নুড়ি- পাথর। সব শেষে থাকবে বড় পাথর। যা ফিল্টারের কাজ করবে। অংশুমানবাবু জানান, প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় জল নদী দিয়ে চলে যায়। শক্ত মাটির আবরণ ভেদ না করেই বয়ে যায়। ফলে যে স্তরে জল জমা থাকে সেটা শূন্য হয়ে যায়। গভীর নলকূপ, পাম্প ও সাবমার্সিবল ব্যবহারের কারণেই এটা ঘটে। আজকে চেন্নাইয়ে ওই স্তরে জল নেই। এটা ঘোষিত। কিন্তু এই গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং সিস্টেমের ফলে ওই স্তরে আবার জল জমবে। এখন থেকে এই স্বল্প খরচে স্বল্প সময়ে এই প্রকল্প গ্রহণ না করলে সেদিন আর বেশি দূরে নেই যে আমরা বিনা জলে মারা যাব।

শালবনি আইটিআইতে রেশমি কোম্পানির ক্যাম্পাসিং, চাকরি হলো শতাধিক ছেলে মেয়ের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বর্তমান সমাজে বেকার সমস্যা একটি বড় সামাজিক সমস্যা এবার সেই বেকার সমস্যা কাটাতে উদ্যোগী হলো রেশমি গ্রুপ ও শালবনি ব্লকের আইটিআই কলেজ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর রেশমি কোম্পানির উদ্যোগে শালবনির বাকিবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাইভেট আইটিআই তে আয়োজিত হল বিশেষ জব ক্যাম্পাসিং ও জব প্রদান কর্মসূচি। পূর্ব মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমনকি অন্যান্য রাজ্য থেকেও অনেক বেকার ছেলে এই ক্যাম্পাসিং এ অংশগ্রহণ করেন। মূলতঃ ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জব দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আইটিআই কলেজের চেয়ারম্যান। ইলেকট্রিশিয়ান ফিটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের জব এর ডালি নিয়ে হাজির ছিলেন খড়গপুর রেশমি কোম্পানির উদ্যোক্তারা। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই ক্যাম্পাসিংটি দুদিন চলবে বলে জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কিভাবে ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করতে হয় সেই সমস্ত কিছুই যেমন শেখানো হয় তেমন সরাসরি ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে কোম্পানিতে যোগ দেবার সুযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জেলায় জেলায় চলছে জবফেয়ার মেলা এদিন শালবনি প্রাইভেট আইটিআই ও খড়্গপুর রেশমী কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরকে কোথাও সেই জব ফেয়ারের নকল প্রতিলিপি মনে করছেন অনেকে। অবশ্য বিষয়টিতে কোন রকম তেমন কিছুর যোগ নেই বলে জানিয়েছেন শালবনি প্রাইভেট আইটিআই কলেজের তরফে। এমনকি এই কলেজে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরকম বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হবে না যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং সবকিছু হবে একদম স্বচ্ছ পদ্ধতিতে। স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রেশমি ও শালবনি প্রাইভেট আইটিআই কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রথম দিন প্রায় ৫৭০ জন ছাত্রছাত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা গেছে রেশমি গ্রুপের পক্ষ থেকে। সেই সাথে তাদের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়েছে এখানে ইন্টারভিউতে যারা অংশগ্রহণ করছে সকলে তথ্য এবং বায়োডাটা আমরা সংগ্রহ করে রাখলাম ভবিষ্যতে এই তথ্য আমাদের কাজে আসবে। এবং এই ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার থাকবে। যেকোনো ছাত্রছাত্রী পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে এই ক্যাম্পাসিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন শালবনি প্রাইভেট আইটিআই কলেজের প্লেসমেন্ট সেলের প্রধান উদয় ডাঙ্গর। ছাত্র-ছাত্রীদের আসতে আহ্বান জানিয়েছেন কলেজের প্রিন্সিপালও শুভম গোস্বামী।

আবারও যাবো চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জন্য মামলা লড়তেঃ আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে ইস্কন ভক্ত চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারী নিয়ে সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মীয় মানুষেরা সোচ্চার হয়েছেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে। সোচ্চার হয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সংগঠনগুলো। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে তার পক্ষে আইনি লড়াই লড়ছেন বাংলাদেশ ঢাকার নিবাসী আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। সাম্প্রতিক তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা যায়। ফলে উন্নততর চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসা করাতে আসেন কল্যাণী এইমস্ হাসপাতালে। সেখানেই তিনি বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পাশাপাশি তিনি মানবাধিকার কর্মী হবার কারনে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি তথা যুদ্ধ না হওয়াই শ্রেয় বলেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বাংলাদেশে ৭১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধেই করা হয়েছে খুনের মামলা, যার ফলে কেউ চিন্ময় প্রভুর হয়ে আর মামলা লড়তে চাইছে না, কোর্টের আগামী তারিখ ২ জানুয়ারি ২০২৫, সেই দিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আমরা যাবো, তবে জানি না যেতে পারবো কিনা। এখানে চিকিৎসার পর তিনি গয়েশপুর ইসকন মন্দিরে যাবেন বলে জানা যায় বিশেষ সূত্রে।

কুলডিহা স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমে ডিজিটাল শিক্ষার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ডেবরা ব্লকের ৪ নম্বর খানামোহন গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলডিহা ক্ষুদ্রমণি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসরুমে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাড়ম্বরে এই নতুন ব্যবস্থার উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অনিমেষ দে, ডেবরা চক্রের এসআইএস সাথী দে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনিমেষ দে জানান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই প্রথম এমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা গেল, যেখানে প্রতিটি ক্লাসরুম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, এটি আধুনিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু হাইত জানান, এর আগে স্কুলে একটি মাত্র ডিজিটাল ক্লাসরুম ছিল। কিন্তু ব্রেথওয়ে নামক একটি সংস্থার সহায়তায় এখন প্রতিটি ক্লাসরুমেই ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে।

পৌষ মাস মানেই 'পিঠে উৎসব'

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ১২ মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি মাসের একটি আলাদা বৈচিত্র্য আছে। পৌষ মাসের ক্ষেত্রে সেই বৈচিত্র্য যেন আরো অনেকটা বেশি, কনকনে ঠান্ডা পাশাপাশি পিঠে উৎসব। পৌষ মাস এলেই 'পিঠে উৎসব' । পাটিসাপটা, পুলি পিঠে, মালপোয়া, আরো কত কি? নামগুলো শুনলেই যেন জিভে জল চলে আসে। সত্যি বৈচিত্র্যের মাস পৌষ মাস। একদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন নস্টালজিয়া পরিবেশ অপরদিকে গরম গরম ভাপা পিঠে পাটিসাপটা সহ অন্যান্য পিঠেপুলির বাহার। আগে কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরে পিঠে-পুলি ঘটা করে বানানো হতো তবে এখন সময়ের অভাবে অগত্যা অনেককে মিষ্টির দোকানের উপরে নির্ভর করতে হয়। মিষ্টির দোকানগুলিতে পৌষ মাসে পাটিসাপটা পিঠা সহ বিভিন্ন উপকরণ গুলি বিক্রি হয়। আর যেগুলো কিনতে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শিলিগুড়ির হায়দার পাড়া বাজারে একজন ভদ্রমহিলার রাস্তার পাশেই দোকান, গরম গরম ভাপা পিঠা, মালপোয়া, পাটিসাপটা সহ আরো বেশ কিছু তৈরি করছেন। আর সেগুলি নিতে মানুষের উপচে পড়ছে ভিড়। পিঠে পুলি দেখলেই যেন মনে হয় সারা বছর ধরে অপেক্ষা পৌষ মাস এলেই যেন তার সার্থকতা পূর্ণ হয়।

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422
Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites Offline tenders vide Notice No. & Dated - **NIT No: 664/JGP/eNIT/2024 Dated the-19/12/2024, 665/JGP/eNIT/2024 Dated the-19/12/2024, 666/JGP/eNIT/2024 Dated the- 19/12/2024, 661/JGP/NIQ/2024 Dated the-18/12/2024, 658/JGP/NIQ/2024 Dated the-18/12/2024. Last date of bidding 28.12.2024.**
Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

HIJALNA GRAM PANCHAYAT
BADGACHA::PURBA BURDWAN
(Under Raina-I Panchayat Samity)
e-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for CONSTRUCTION OF PUCCA COVER DRAIN, CONSTRUCTION OF PUCCA ROAD, CONSTRUCTION OF WATER PURIFICATION UNDER HIJALNA GP from 15 th FC Tied & Untied 2024-2025. Vide NIT Memo no- 421/HGP/15TH FC/2024-2025, 422/HGP/15TH FC/2024-2025, 420/HGP/15TH FC/2024-2025, Date- 18.12.2024. For further details please visit http://wbtender.gov.in portal and see Tender ID 2024_ZPHD_787568_4, 2024_ZPHD_787669_4, 2024_ZPHD_787740_4.
Sd/-Prodhan
HIJALNA Gram Panchayat

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড
(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)
পাবলিক নোটিশ
এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **করিমপুর শাখাটি** প্রথম তল, প্রযত্নে সুব্রত বিশ্বাস, সিনেমা হল, মোর বরতলা, কলেজ রোড, পোস্ট/থানা করিমপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫২ থেকে প্রথম তল, প্লট নং ৫৩০, গ্রাম-করিমপুর রোড, সুধা স্মৃতি স্কুলের কাছে, পোস্ট অফিস- করিমপুর, পুলিশ স্টেশন- করিমপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫২- এ স্থানান্তরিত হবে ২৮ শে মার্চ, ২০২৫ থেকে। গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আঞ্চলিক বিজনেস হেড

অস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় দেশী পিস্তল সহ এক যুবককে গ্রেফতারের ঘটনায় আরো একজনকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। গত ৪ ডিসেম্বর খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কিতে মহম্মদ মিরাজকে পিস্তল সহ গ্রেফতার করার ঘটনায় তদন্তে নেমে গতকাল রাতে স্বপন বর্মনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এসএসবির অভিযানের সময় মিরাজ ধরা পড়ার পর স্বপনের নাম পায় পুলিশ।

Keshargarh Gram Panchayat
Vill.+PO - Dapang, PS-Hura, Dist.-Purulia, Pin-723148
Notice Inviting E-Tender No. **WBPUR/HURA/KGP/388/eNIT No-04/2024-25, Date:- 16/12/2024** E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of similar Works. Document download/sale/ Bid submission starting from (online) **18/12/2024 06.00 PM up to 28/12/2024 up to 04.00 PM**. Bid Opening date (Technical) **31/12/2024 at 02:30 PM**. For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-09/Sub/II of 2024-25** for 01(One) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **27.12.2024**. Last date of receiving tender paper-**30.12.2024**.
Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ
এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নীচের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ রয়েছে যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার আহ্বান করেছিল এবং ঋণগ্রহীতাকে নীচের অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ৭ দিনের সময় দিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যা, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ঋণ গ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **২৬ ডিসেম্বর** ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাঙ্ক ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে। ব্যাংক ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদেরকেও অবহিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় স্টক মার্কেটে অস্থিরতা যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারকৃত জামানত বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোন নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০৬৫৭	মোনিময় ঘোষ	৪,৯০,৪৪২.৩৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২	XXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	১,০০৫.৭২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩	XXXX১৭৮০	প্রেমলতা শর্মা	১,৭২,০১৭.৬৯	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪	XXXX৬৭৩৬	পারিজাত বিশ্বাস	৫১,৪০৯.৬৫	১৭-ডিসেম্বর-২৪
৫	XXXX৮৭০২	কৌশিক নাগ	১৭,৫৪,৫৭৬.১৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬	XXXX৭০৯৬	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	১,৪১,১৭৯.৩৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৭,৫৪১.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮	XXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৭,৬৫৪.৪১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯	XXXX২১৯২	শঙ্কর চন্দ্র কুটি	২,০৭,১৭৫.৬৮	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১০	XXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৮৮,৫৩১.৭৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১১	XXXX৪৫৭৫	মনোজ কুমার ট্যান্ডন	৫,৭৮,৪৭৭.১৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১২	XXXX৫১০২	শঙ্কর ভট্টাচার্য্য	১,৪০,২০৭.১১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৩	XXXX৯৭৮৮	জয়প্রকাশ পিরিওয়াল	৭,৯৮.১৬৭.৮৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৪	XXXX৩৪১৩	রামচন্দ্র সিং	৫,৭০,৫৯৭.৩১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৫	XXXX৩৯৯৫	সুমন আগরওয়াল	৩৪,২১৬.২০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৬	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৮,৪৭৭.৮৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৭	XXXX৬০৩৭	শ্রীপ্রকাশ চন্দক	১০,১৬,৮৯২.৫৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১৮	XXXX২৯৬৫	কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়	১,৭৯,৫১৩.৯২	১৭-ডিসেম্বর-২৪
১৯	XXXX৪২০৮	জয়দেব সাহা	২,২৪,৯১৭.৩৩	০৫-ডিসেম্বর-২৪
২০	XXXX৭৯৬১	শ্রমন রায়	৬০,৯১১.৩৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২১	XXXX৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৩৬,৯২৬.৪৮	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২২	XXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৩৮,৮৭৯.২৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৩	XXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জন দত্ত বোস	২,০৩,৭৭৮.৮১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৪	XXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৯,৩৩,৩৯৮.৮৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৫	XXXX২৯২২	মনোজ মহেশরাম	১,৯৮,৪২২.৪৯	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৬	XXXX৪১৬৪	অরুন্ধুতী ব্যানার্জ্জী	১,০২,২১৩.৭০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৭	XXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২১,০৪৪.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৮	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫২,৭১৪.১২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
২৯	XXXX৬২৫৭	বরুন সিং	৯১,৯৯১.১১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩০	XXXX৫২৯২	দীনেশ কুমার জালান	৬৭৩.৬১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩১	XXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৫,৬২,৭৩৬.০১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩২	XXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৯,৬১২.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৩	XXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৭,২৯,৭৭৫.৪০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৪	XXXX৭০২২	মহ সাকিল আনসারি	৭,০৮,৯৮৯.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৫	XXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারি	৬,১৯৩.৬৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৬	XXXX২০৩৯	সুলেখা মান্না	৬৩,৩৭১.৫২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৭	XXXX৬২২০	আদিত্য দত্ত	২,২১,২৩৭.২২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৮	XXXX১৭৩২	অঞ্জনা সিনহা	৪,৫৬,২৪৪.৪৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৩৯	XXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৬,৩১৯.৫৮	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪০	XXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৭,৩৫৬.৭৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪১	XXXX৯২৭০	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪২	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৬,৯৭৮.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৩	XXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৯,০২,৬৩৯.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৪	XXXX৬৩২৩	দীপক জৈন	৫,৭৪,৩৭০.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৫	XXXX৮৩৫২	শুভম জৈন	১,৬১,৬৪২.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৬	XXXX০৭৮২	বাদশা মল্লিক	১,৭৩,১৫৬.০৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৭	XXXX০৯১১	মানস কুমার সর্দার	৩০,৩০৮.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৮	XXXX৬৬৪২	দীপঙ্কর সেন	৬,২৫,৮৭৩.৪৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৪৯	XXXX৫৩৫৪	মনোরমা গুপ্ত	১৯,৯৯,২৭৩.১৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫০	XXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিনহা	১০,০৯,২৯৪.৮৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫১	XXXX০১১২	নিলয় সরকার	১,৮৭,৬৩৪.৬৩	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫২	XXXX১৮২৫	মধু সরফ	৭৮,২২১.৬২	১৭-ডিসেম্বর-২৪
৫৩	XXXX১৮৪১	আর্যমান ব্যানার্জী	১০,০৭,৮৩৭.০৫	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৪	XXXX০০৬৩	অঞ্জনা দে	৫,২১,৮১১.২২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৫	XXXX৩৩৪৪	সুনিতা মিঞ্জ	৩৮,৩৯২.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৬	XXXX৬২৯৫	সুজিত দাস	৮৯,৭০১.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৭	XXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১০,৯৩,০৮৭.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৮	XXXX০৯৫৫	বিশ্বনাথ বসাক	৯,৮৯,০১১.৪৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৫৯	XXXX৮৭৪১	অমিত মধুগড়িয়া	২,১৯,৬০৪.৯১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬০	XXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৯,৭২৩.০১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬১	XXXX৬৯৩০	রাকেশ প্রসাদ গন্ড	১,৯৮,৬৮৯.৭৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬২	XXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৭,৩২০.৮৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৩	XXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৭৯.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৪	XXXX২৪৬২	মিহির রঞ্জন সেন	২০,১৮,৭৫৭.০৬	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৫	XXXX৫৯১৯	শঙ্কর বিশ্বাস	২০,১৮,৭৮৮.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৬	XXXX৫৯৩৬	নিরঞ্জন মল্লিক	৭,০৬,০৯৩.০০	০৫-ডিসেম্বর-২৪
৬৭	XXXX৫৩৫০	স্মিথ কায়াল	১,৭৯,৫৬৬.৪৭	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৮	XXXX২৮১৫	আর্যমান ব্যানার্জী	১১,০৪,৯৪১.১৪	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৬৯	XXXX০১৬৮	লুক্সমি রায়	১৭,১৪,৪৮৫.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭০	XXXX০২১৫	অর্ধেন্দু সেন	২০,১৮,১৮০.৫৯	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭১	XXXX৯৩৬৫	সুব্রত কুমার দত্ত	২,৬৭,৮৮০.২০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭২	XXXX৮৪৫১	ইরা গায়েন	৮৬,৯৬২.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৩	XXXX৬৫১৬	রাহুল কানুনগো	১,৪৭,০০৯.৪০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৪	XXXX৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫৪,৭৭,০৭১.৪১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৫	XXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,০৫,৫৬১.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৬	XXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০০,০০০.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৭	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সর্দার	৬,৬৬,৭৬৩.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৮	XXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৬৩,২৩৫.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৭৯	XXXX১৪৮১	লুক্সমি রায়	১০,০৭,২৪৭.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮০	XXXX৯১৫৩	রাজ কুমার কেডিয়া	২,৮১,০৪৭.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮১	XXXX৯১৩৪	সৌমিক কর	১,৬৯,৮৫৮.৯১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮২	XXXX৪৯০৯	পিংকি সিং	২,২৫,৯১৫.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৩	XXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৫৯,৪০৫.৮০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৪	XXXX৪৫০০	সৌমেন কুমার মাইতি	১,৭৮,৪৭০.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৫	XXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৪,৮১,১৪৫.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৬	XXXX৮৫৪১	বিমল দে	৯,৯১,৬২১.৭৫	১৭-ডিসেম্বর-২৪
৮৭	XXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পল	৭,৩২,৭৮৩.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৮	XXXX৮১৫২	দেবাশীষ বিশ্বাস	৮,২৫,৮০৪.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৮৯	XXXX৫৩৭২	সুধীর কোনার	২,২৯,৬৬২.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯০	XXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,৪১,৮২৮.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯১	XXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৩,৩২৩.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯২	XXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	২,৯৩,৭৪৭.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৩	XXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৭৩,৮৮৫.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৪	XXXX০৮২৫	স্নিগ্ধা নাহা	৪,৩২,৮২৬.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৫	XXXX০২৪০	মানবেন্দ্র গোস্বামী	৩৭,১২৮.৬১	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৬	XXXX৫৭৮৪	রেনু শর্মা	৯,৯৮,৮৫২.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৭	XXXX২৬৮০	অতনু পণ্ডিত	৪,৯২,৩৯৪.৬৮	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৮	XXXX৮৯২৯	গৌতম সাহা	৭,০৬,১৭৭.০০	১৮-ডিসেম্বর-২৪
৯৯	XXXX৮৫৩৩	তরুন কুমার পাল	৬,৫৭,৭৭৭.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪
১০০	XXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৬,০৭,২৫০.৮২	১৮-ডিসেম্বর-২৪

তারিখঃ ২০.১২.২০২৪
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

BAPUI GRAM PANCHAYAT
13 No Chandipur Bazar, Manik Nagar, Kakdwip, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-06/Bapuji/2024-25, Dated-19/12/2024 Last date of Submission on or before **31/12/2024 (up to 1.30 PM)**. Date of Opening- **03/01/2025 at 02.00 P.M**. For viewing Tender:**www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Bapui Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
12/2024-25 (2024_ZPHD_781168), Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 5 (five) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **23rd December, 2024 at 18:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
পূর্ব রেলওয়ের ডিসেম্বর, ২০২৪-এর অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচির সংশোধনী। এই সংবাদপত্রে চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ডিপোর ই-নিলাম কর্মসূচির বিজ্ঞাপনে নিম্নরূপ অতিরিক্ত কর্মসূচি যুক্ত করা হয়েছে ঃ **জামালপুর ডিপোর অতিরিক্ত নিলামের তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৪।** জামালপুর ডিপো এবং অন্যান্য ডিপো ও ডিভিসনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। Stores-65/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আমমোক্তারনামা
নেজাম বিশ্বাস, পিতা- মৃত সানুওর বিশ্বাস, সাং- বালিঘাটা, পোঃ ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১২ সালে Book-IV, 299 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) হালিম সেখ, ২) আজিবুল সেখ, ৩) সানাউল সেখ** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত এল. আর. ১৩৯০ নং দাগের এল. আর. ২৬৮১ নং খতিয়ানের মোট ২০.৩১ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে **জানুয়ারি'** ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে ঃ

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide NIT No: 9/DGP/24-25(Sl no. 1 to 8), Fund : SBM(G) and 15 th FC (Tied), Dated 18/12/2024 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD payment by Net banking (any of he banks listed in the ICICI Bank Payment gateway) in case of payment through ICICI Bank Payment Gateway from **19/12/2024 to 31/12/2024** , Bid submission closing online on **31/12/2024 at 17:30 Hrs**. Date of Opening **06.01.2025 (11:30 O'Clock)**. For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
70/GPW/WBFDC/ 2024-25 71/GPW/WBFDC/ 2024-25	1 st year Maintenance of Avenue Plantation over 0.5 Km. and Supply of Safety materials & Garden tools at RTPS, Purulia.	20.12.2024	28.12.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(i)920(1)/HGP/2024, (ii)937(1)/HGP/2024
NIeT No. (1) RE_NIeT No.12/(24-25), (2) 13/(24-25)
Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of ortho-o-parikalpana upasamity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: SBMG-II(2024-2025). Work Completion Period: **60 Days**. From the issue of work order. Date of uploading **e-NIT(online) on 18/12/2024 (16/12/2024 at 4.30 PM for NIeT-12) at 04:30 PM**. E-Tender document download starting from **18/12/2024(16/12/2024 at 4.45 PM for NIeT-12) at 4:45 AM.** Last date of submission of Technical bid on **24/12/2024 at 1:30 PM (23/12/2024 at 1.30 PM for NIeT-13)**. And Opening on **26/12/2024 at 2:00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক **পূর্ব রেলওয়ের জানুয়ারি-২০২৫-এর ই-নিলাম কর্মসূচি আহ্বান করা হচ্ছে।**
নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ১৭.১২.২০২৪

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৭.০১.২০২৫	১৪.০১.২০২৫	২১.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৩.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	১৬.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিসন	০৮.০১.২০২৫	১৭.০১.২০২৫	২৭.০১.২০২৫	৩১.০১.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০৩.০১.২০২৫	১৪.০১.২০২৫	২১.০১.২০২৫	৩১.০১.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৭.০১.২০২৫	১৫.০১.২০২৫	২২.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৬.০১.২০২৫	১৩.০১.২০২৫	২০.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫
৭.	মালদা টাউন ডিভিসন	মালদা টাউন ডিভিসন	০২.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	২৮.০১.২০২৫	-

STORES-64/2024-25 চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার/এডিএমএন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) NIT No.: KMC/XIII/117/045/24-25/Park (1st Call) Name of the work: **Periodical Maintenance of fountains in different parks in Ward No. 117.** Work Value: ₹ **2,95,302.79.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **365 Days.**
2) NIT No.: KMC/XIII/119/43/24-25 (1st Call) Name of the work: **Maintenance of C.C. pavement of Passage/Road at different places of S. N. Chatterjee Road, Brojen Mukherjee Road, S. N. Roy Road Bye Lanes etc. in Ward No. 119 under Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,95,233.73.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **30 Days.**
3) NIT No.: KMC/XIII/120/025/24-25 (1st Call) Name of the work: **Imp. of road at Roy Bahadur Road Bye Lane by C.C. Pavement near Pr. No. 122/1A, 124 & 28/A, 28 etc. in Ward No. 120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,99,172.80.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **25 Days.** Last date of submission of Bid : **28.12.2024 up to 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on : **30.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (from 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**
The Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/065/24-25 Name of the work: **Improvement of C.C. Road at Bakrahat Road near L.P. No.-134/32/7 in Ward No. 125 under Br.-XVI.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,97,553.51.** Earnest Money: ₹ **8,000.00** Period of Completion: **45 Days.**
2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144(O)/088/24-25 Name of the work: **Renovation of assessment collection department of Br.-XVI.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,87,181.13.** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Period of Completion: **30 Days.**
3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/052/24-25/Bustee Name of the work: **Maint. of sanitary latrine at Khan Md. Road slum area in Ward No. 126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,290.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2) and 02.01.2025 - 12 noon (For Sl. No. 3).** Tender will be opened on : **30.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2) and 06.01.2025 - 12 noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2) and 24.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 3)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**
The Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1) NIT No.: KMC/EE-III/35/30/24-25/Bustee (1st Call) Name of the work: **Repairs of I.P.S. and Paverblock Bustee passages at 2 Haramohon Ghosh Lane, 16 Haramohon Ghosh Lane and different places in Ward No. 035.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,43,959.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00** Period of Completion: **30 Days.**
2) NIT No.: KMC/EE-III/35/32/24-25/Bustee (1st Call) Name of the work: **Renovation of bustee sewer line at 7 Chaulpatty Road and different places in Ward No. 035.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,77,036.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00** Period of Completion: **20 Days.**
3) NIT No.: KMC/EE-III/35/31/24-25/Bustee (1st Call) Name of the work: **Renovation of bustee sanitary latrine at 3/1/55 B. M. Road and different places in Ward No. 035.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,89,476.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **31.12.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of Tender : **02.01.2025 on or after 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details shall be available on and from **20.12.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**
The Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1) NIT No.: EEC/BX/094/009/2024-2025/R Name of the work: **Construction of boundary wall of Satellite Health Centre near Pipe Bustee at premises no. 36/1, P. G. M/ Shah Road in Ward No. 094, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,83,339.69.** Earnest Money: ₹ **3,670.00**. Time of Completion: **75 Days.**
2) NIT No.: X/098/026/2024-2025/R Name of the work: **Maintenance of Asphaltum road and other allied works at 6/5C, Paddapukur Road etc areas in Ward No. 98 under Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,46,092.41.** Earnest Money: ₹ **4,925.00**. Time of Completion: **45 Days.**
3) NIT No.: EEC/BX/091/043/2024-2025/R Name of the work: **Dev. of UG sewer by constructing C.P. with allied work near pre. no. 117/A/41, 117/A/72 S. G. G. road etc. in Ward No. 091, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,95,724.59.** Earnest Money: ₹ **5,920.00**. Time of Completion: **60 Days.**
4) NIT No.: KMC/EEC/BX/FLO_SHOW/24-25 Name of the work: **Arrangement for holding Flower Show (2024-2025) at Borough - X by KMC.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **Quotation invited.** Earnest Money: ₹ **3,000.00** Period of Completion: **04 Days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3) and 31.12.2024 - 12 noon (For Sl. No. 4).** Date and time of opening of Bid : **02.01.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3) and 03.01.2025 - 12 noon (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).** 1076/24-25

গৃহকোন

একদম সামনেই নতুন বছর, তাই বসার ঘরে সাজ কেমন হতে পারে রইল টিপস

প্রতিবছরই কিছু না কিছু যোগবিয়োগ হয় অন্দরসাজের ধারায়। আন্তর্জাতিক ধারার একটা প্রভাব দেখা যায় আমাদের ঘরগুলোতেও। এই বৈশ্বিক ধারার আধুনিকায়ন আর দেশজ শিল্পের সৌন্দর্য বসার ঘরের সাজে নিয়ে আসতে পারে দারুণ ভারসাম্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রুচিশীল সমন্বয় আপনার অন্দরে নিয়ে আসবে নান্দনিকতাও। নতুন বছরে কেমন হতে পারে বসার ঘরের অন্দরসজ্জা। আধুনিক ধারার রঙের দিকটা সম্পর্কে ধারণা পেতে এই নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারেন আপনিও। আগামী বছর মোকা মুজ রং বসার ঘরের জন্য উপযোগী হবে। হালকা কফি রঙের মতো এই রঙের বিভিন্ন শেড থেকে পছন্দসই রং বেছে নেওয়া যেতে পারে।

এমন ধারার রং বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। সামনের বেশ কয়েক বছরও এই রঙের জনপ্রিয়তা থাকতে পারে।

দেয়ালের রং, দেয়ালের সাজ

মোকা মুজ নিরপেক্ষ ধারার রং। অতি উজ্জ্বল নয়। এই রঙের হালকা ও গাঢ় নানা শেডের খোঁজ পাবেন রঙের দোকানে। এসব শেডে মিলবে আভিজাত্যের ছোঁয়া। আর এসব শেড কিন্তু আসবাবের কাঠ রঙের সঙ্গে মানানসই। আবার আপনার অন্দরের আসবাব যদি হয় সাদা রঙের, তার সঙ্গেও মানিয়ে যাবে মোকা মুজ রং। প্রচলিত সাধারণ রঙের বোর্ড দিয়ে তৈরি আসবাব বা কেবিনেটও এই রঙের মাঝে সুন্দর দেখায়। ২০২৫ সাল পেরিয়েও এই রং টিকে থাকতে পারে যুগের সঙ্গে মানানসই হয়ে। এই রঙের দেয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সহজসাধ্য।

ব্যস্ত পৃথিবীতে এই একটি বৈশিষ্ট্যের কারণেই টিকে থাকতে পারে লম্বা সময়। চাইলে ঘরের একটা দেয়ালে মার্বেল পাথর বা অন্য কোনো পাথরের কারুকাজও করিয়ে নিতে পারেন। মোকা মুজ রঙের বাইরে প্যাস্টেল শেডের বিভিন্ন রঙের ব্যবহারও হতে পারে।

অনুষঙ্গে দেশজ কৃষ্টি

দেশজ অনুষঙ্গ যোগ করে আপনি অন্দরের আবহটাই বদলে দিতে পারেন। বাঁশ, বেত আর মাটির তৈরি অনুষঙ্গ আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। মাটির ম্যুরাল করতে পারেন অন্দরের দেয়ালে। ম্যুরালটি হতে পারে বিমূর্ত নকশার, যা আপনার মননশীলতার পরিচয় দেবে। হস্তশিল্পের অনুষঙ্গগুলো আপনি চাইলেই নানাভাবে যোগ করতে পারেন আপনার আধুনিক অন্দরে। তাতে কিন্তু অন্দর সেকেলে হয়ে পড়বে না বরং তা হয়ে উঠবে অনন্য, অসাধারণ।

আভিজাত্যে, বৈচিত্র্যে

বসার ঘরের সোফায় হালকা রঙের কাপড় কিংবা লেদারের ব্যবহার করতে পারেন। তাতে আসবে আভিজাত্য। রঙের বৈপরীত্য আনতে সবুজের ছোঁয়া রাখতে পারেন ঘরের কিছু জায়গায়। এই বৈচিত্র্যময় সবুজের জন্য অবশ্য প্রকৃতিই সেরা উৎস।

কৃত্রিম ঘাস কিংবা কৃত্রিম ফুল-পাতা নয়, বরং সবুজ গাছ রাখুন আপনার অন্দরে। বোহিমিয়ান ধারার আসবাব কিংবা অনুষঙ্গও রয়েছে আধুনিক অন্দরসজ্জার ধারায়।

পরমাণু চুক্তিকে বাঁচাতে বিশ্বশক্তি এবং তেহরানকে কাজ করার বার্তা জাতিসংঘের

ইরানের পরমাণু চুক্তিকে বাঁচাতে এ চুক্তির সঙ্গে জড়িত বিশ্বশক্তি এবং তেহরানকে এখনই কাজ শুরু করতে বলেছেন জাতিসংঘের একজন প্রবীন কর্মকর্তা। সতর্ক করে তিনি বলেছেন, 'এ চুক্তির সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।' ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ২০১৫ সালে তেহরানের সঙ্গে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তি জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন (জেসিপিওএ) নামে পরিচিত। ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের প্রথম মেয়াদে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে ওই চুক্তি থেকে সরিয়ে নেন। এরপর ইরানও ওই চুক্তির পরমাণু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক উত্তেজনা হ্রাসে কীভাবে কাজ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনার জন্য গত মাসের শেষ দিকে ইউরোপ ও ইরানের কূটনীতিকেরা বৈঠক করেছেন। সেখানে তেহরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়। এরই মধ্যে, নভেম্বরের নির্বাচনে জিতে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ট্রাম্প। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

টাইলস ভেঙে বা ফেটে গেলে করণীয় কী

টাইলস ভাঙা বা ফাটার কারণ

বাড়ি তৈরির সময় টাইলস সঠিকভাবে বসানো না হলে, শুরুতেই সঠিক পরিমাণে ও পদ্ধতিতে আঠা বা গ্রাউট ব্যবহার করা না হলে সামান্য চাপেই ভেঙে যেতে পারে টাইলস, ধরতে পারে ফাটল। ঘরে বড় ও ভারী আসবাব রাখার সময় টাইলস ভেঙে যেতে পারে। আবার টাইলসের নিচে যদি সঠিকভাবে সাপোর্ট না থাকে, তাহলেও টাইলস ভেঙে যেতে পারে। অনেক সময় বাড়ির পিলার দেবে যায়। ফলে মেঝের নিচের স্তরও নড়ে যায়। টাইলসের ওপর চাপ পড়ে এবং ভেঙে যায় বা ফাটল ধরে। কখনো কখনো অতি গরম বা ঠান্ডায় টাইলস সম্প্রসারিত বা সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে টাইলস ভেঙে যায় বা ফাটল ধরে। এ ঘটনা বেশি ঘটে রান্নাঘর বা বাথরুমের মতো জায়গায়। আর টাইলস যদি হয় নিম্নমানের, তাহলে যেকোনো ঠুনকো কারণেই সেটা ভেঙে যেতে পারে বা ফাটল ধরতে পারে।

প্রাথমিকভাবে যে পদক্ষেপ নিতে হবে

প্রথমেই বুঝতে হবে, টাইলস কতটা ভেঙেছে বা ফাটল ধরেছে। ফাটল যদি ছোট হয়, তাহলে সাধারণ মেরামতেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বড় ফাটল হলে নতুন করে টাইলস বসাতে হবে। ফাটলটা কি শুধু উপরিভাগে, নাকি পুরোটাই ভেঙেছে? যদি ফাটল উপরিভাগে হয়, তাহলে শুধু পলিশ করে মেরামত করা যেতে পারে। কিন্তু ফাটল বড় হলে টাইলস প্রতিস্থাপনই একমাত্র সমাধান। কিছুটা ভাঙা বা ফাটল ধরা টাইলস যদি মেঝেতে থাকে, সেখানে হাঁটার সময় সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, অল্প ভাঙা থেকে পুরো টাইলস ভেঙে যেতে পারে।

অস্থায়ী সমাধান

টাইলসের ভাঙা অংশ পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কারণ, টাইলসের ফাটলের মধ্যে ধুলাময়লা জমলে পরে মেরামত করা কঠিন হয়ে যাবে। এমন জায়গা পরিষ্কার করার জন্য নরম ব্রাশ ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। জলরোধক সিলার দিয়ে ভাঙা অংশ ঢেকে রাখতে হবে। সিলার টাইলসের ফাটলের মধ্য দিয়ে জল ঢুকতে দেবে না। ফলে মেঝের ক্ষতিও হবে না। বাথরুম বা রান্নাঘরের টাইলসের ক্ষেত্রে এটা করাটা বেশি জরুরি। অস্থায়ীভাবে ফাটল ঢাকা দেওয়ার জন্য অস্থায়ী পেস্ট বা ফিলার ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের টাইলস রিপেয়ার কিট পাওয়া যায়, যা ফাটল ঢেকে রাখবে। এটি স্থায়ী সমাধান নয়, তবে সাময়িকভাবে কাজ করবে। ভাঙা বা ফেটে যাওয়া টাইলসের মেরামত টাইলস ভেঙে গেলে দ্রুত সরিয়ে ফেলা উচিত। এ কাজে চিজেল বা ছেনি ও হাতুড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। সাবধানে ভাঙা টাইলস সরিয়ে ফেলুন, যাতে আশপাশের টাইলস ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ভাঙা টাইলসের নমুনা দোকানে নিয়ে যেতে হবে। একই রকম টাইলস পাওয়া গেলে ভালো।

কতিপয় অসাধু প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে মেমারিতে গাঁজার কারবার চালাতো চাচী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ ডিসেম্বরঃ বিপুল পরিমান গাঁজা ও টাকা সহ মেমারীর গাঁজা ব্যবসায়ী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেও গাঁজার খোঁজ বন্ধ হয়নি গ্রাহকদের মধ্যে। ৫০ টাকার বা ১০০ টাকার গাঁজার পুড়িয়ার চাহিদা সব থেকে বেশী। প্রত্যেকদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও গ্রাহকদের আনাগোনা দেখা গেলো মেমারী ১নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্টি সিনেমা হলের পিছনের বাড়িতে। শুধু মেমারী শহর নয় আশপাশের বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকেরা আসছেন গাঁজা নিতে, বাড়িতে তালা বন্ধ দেখে ফিরছেন তারা। গাঁজা কিনতে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রাহক জানান, সিনেমা হল পাড়ায় উচ্চমানের গাঁজা বিক্রি করেন চাচী। তার বাড়ির জানলায় টাকা দিলেই পাওয়া যায় ৫০ থেকে ১০০টাকার পুড়িয়া। মাঝে মাঝে আসি একটা বড় পুড়িয়ার জন্য। পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী থেকে গ্রাহকরা গাঁজা নিতে আসতে দেখা গেলো এদিন। কিন্তু গাঁজা না পেয়ে খালি হাতেই ফিরতে হল চাচীর বাড়ি থেকে। প্রশ্ন এখানেই কে এই চাচী..? স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, গাঁজা ব্যবসার ১নম্বর কারবারি মেমারী শহরের বাসিন্দা লালপরি সাহানী ওরফ চাচী। মেমারী সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তার ব্যবসার জাল ছড়িয়ে আছে। মেমারীর অলিতে গলিতে নেশার জাল ছড়িয়েছে চাচীর বদান্যতায়। এতে আসক্ত হয়েছে যুবক থেকে বয়স্করা। আর এই গাঁজার নেশা ধরিয়ে নিজে ফুলেফেঁপে লাল হয়েছেন চাচী ওরফে লালপরি সাহানী। তিনি শুধু বাড়ি থেকে গাঁজার খুচরো ব্যবসাই করেন না, বড় বড় দোকানিদেরও গাঁজা সরবরাহ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সকাল থেকেই প্রচুর অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় চাচীর বাড়িতে। রাত হলেই বড় বড় ব্যাগ নয়ে বাইকে করে লোকজনদের আসতে দেখা যায়। দিনের পর দিন এই রকম পরিবেশে পরিবার নিয়ে থাকতে ভয় লাগে। পুলিশ, প্রশাসন, মেমারী পৌরসভায় জানিয়েও কোন লাভ হয়নি।

চাচীর কাছ থেকে নাকি বিশেষ কিছু লাভ পান অসাধু প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশও, দাবী স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, বিগত দশ বছরের বেশী সময় ধরে মেমারী শহরের সিনেমাতলা এলাকায় বসবাস করছে সাহানী পরিবার। প্রথম দিকে ছোট ঝুপড়ি ঘর থেকে গাঁজার ব্যবসা চালাতো লালপরির স্বামী। স্বামী মারা যেতেই ব্যবসার হাল ধরে লালপরি ওরফে চাচী। জনাকয়েক অসাধু প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রশয়ে ও ছত্রছায়ায় গাঁজা ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত শুরু। ঝুপড়ি ঘর থেকে প্রসাদপম বাড়ি। এছাড়া মেমারী শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে একাধিক বাস্তু জায়গার পাশাপাশি রয়েছে কয়েকটি বাড়িও। অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ গাঁজা লুকিয়ে রাখা হয় ওই বাড়ি গুলিতে। জানাগেছে, কয়েকমাস আগেই মেমারী শহরে ৫০ কেজি গাঁজা সহ ধরা পরে লালপরি।

তারপর থেকেই গাঁজার সাম্রাজ্যের হাল ধরে লালপরির মেয়ে সঙ্গীতা সাহানি। গাঁজার নেশার জালে জড়িয়ে পরে মেমারী। অবশেষে নেশার জাল কাটতে উঠে পরে লাগে মেমারী থানার সদ্য ভারপ্রাপ্ত ওসি প্রিতম বিশ্বাস। নজর রাখতে শুরু করেন সাহানী পরিবারের ব্যবসার গতিবিধির উপর। গত বুধবারই মেমারী থানার বিশেষ অভিযানে ৪৭কেজি গাঁজা সহ ৪২লক্ষ টাকা উদ্ধার হয় সিনেমাতলার চাচীর বাড়ি থেকে। ধরা পরে সঙ্গীতা সাহানী। তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠায় মেমারী থানার পুলিশ। কোথা থেকে গাঁজা আসে, কে কে জড়িত এই ব্যবসার সাথে তা জানতে সঙ্গীতার পুলিশ হেফাজত চাইলে বিচারক পাঁচদিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। মেমারী শহর কে গাঁজার নেশা থেকে মুক্ত করতে অভিযান শুরু করেছে মেমারী থানা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে ভক্ত যাত্রীদের বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১৯ ডিসেম্বরঃ প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিতব্য কুম্ভমেলা উপলক্ষে ভক্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৯০২৯-০৯০৩০ বিশ্বামিত্রী জং-বালিয়া-বিশ্বামিত্রী জং মহা কুম্ভ মেলা ৭ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ট্রেন চালাবে। ২০২৫ বিশ্বামিত্রী জং থেকে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ বালিয়া থেকে একটি ট্রিপ করা হবে। ০৯০২৯ বিশওয়ামিত্রি জেএন-বলিয়া কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ ০৮.৩৫ ঘন্টা বিশ্বমিত্রি জেএন থেকে যাত্রা করবে এবং ভাদোদারা থেকে ০৯.০০ ঘন্টা, গড্রা থেকে ১১.১৪ ঘন্টা থেকে, ১২.১৪ ঘন্টা থেকে, ১২.১৪ ঘন্টা থেকে, ১২.১৪ ঘন্টা থেকে, ডাহোড থেকে, ১২.১৪ ঘন্টা থেকে, ডাহোড থেকে, ১২.১৪ ঘন্টা থেকে, ১৪.৪০ টায়, উজ্জয়িনী থেকে ১৬.০৫ টায়, সুজালপুর থেকে ১৮.০০ টায়, সন্ত হীরদারাম নগর থেকে ১৯.১৫ টায়, বিদিশা থেকে ২০.৪২ টায়, গঞ্জ বাসোদা থেকে ২১.১২ টায়, বিনা থেকে ২৩.১০ টায়, ললিতপুর থেকে ০০.১০ ঘন্টার দ্বিতীয় দিনে, ললিতপুর থেকে। ০২.২০ ঘন্টা, ওরাই থেকে ০৩.৪২ টায়, গোবিন্দপুরী থেকে বলিয়া ০৬.৫৫ ঘন্টা, ফতেহপুর থেকে ০৮.০০ ঘন্টা, প্রয়াগরাজ জেএন থেকে ১০.২০ ঘন্টা, মিরজাপুর থেকে ১১.৫০ ঘন্টা থেকে, চুনার থেকে ১২.২০ ঘন্টা থেকে, ১৭.০০ ঘন্টা থেকে, ১৭.০০ ঘন্টা থেকে, ১৬.০০ ঘন্টা থেকে, এ।

গাজীপুর শহর থেকে ১৮.১০ টায়। ১৯.০০ এ পৌঁছাবে। ০৯০৩০ বালিয়া-বিশ্বামিত্রী জং কুম্ভ মেলা বিশেষ ট্রেনটি ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বালিয়া থেকে ২৩.৩০ ঘটিকায় এবং পরের দিন গাজিপুর শহর থেকে ০০.৩০ টায়, আউরিহার থেকে ০১.৪০ টায়, জৌনপুর থেকে ০৩.০৬.০৬ টায় ছাড়বে। , চুনার থেকে ০৮.০৭ টায়, মির্জাপুর থেকে ০৮.৩০ টায় প্রয়াগরাজ জং থেকে ১০.৩০ টায়, ফতেপুর থেকে ১২.০০ টায়, গোবিন্দপুরী থেকে ১৩.৫০ টায়, ওরাই থেকে ১৫.৪২ টায়, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জং (ঝাঁসি) থেকে ১৭.৪০ টায়, ললিতপুর থেকে ২০ টায় গঞ্জ বাসোদা ২২.৩৮ টায়, বিদিশা থেকে ২৩.০৮ মিনিটে, তৃতীয় দিন, এটি সন্ত হীরদারাম নগর থেকে ০০.২০ মিনিটে, সুজালপুর থেকে ০১.২৯ মিনিটে, উজ্জয়ি থেকে ০৩.৫০ মিনিটে, নাগদা থেকে ০৪.৪২ মিনিটে, রতলাম থেকে ০৫.৩০, ৩০ মিনিটে রতলাম থেকে ছাড়বে। গোধরা থেকে ০৮.৩২ টায় এবং ভাদোদরা থেকে ০৯.৫৫ টায়, বিশ্বামিত্রী জং ত্যাগ করে।

১০.০৫ এ পৌঁছাবে। এই ট্রেনটিতে ০১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণি, ০৩টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণি, ১২টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি এবং .. রয়েছে। ০২ কোচ সহ মোট ২০ টি কোচ বসানো হবে।

পানবাজারে (গুয়াহাটি) নতুন আরওবি নির্মাণের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে

মালিগাঁও, ১৯ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের মধ্যে ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও সুরক্ষা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার একটি অংশ হলো গুয়াহাটির পানবাজারে অবস্থিত পুরোনো রোড ওভার ব্রিজটি (আরওবি)র স্থানে নতুন একটি আরওিব নির্মাণ। নতুন প্রশস্ত আরওবি-র নির্মাণের কাজ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দক্ষ টিমের তত্ত্বাবধানে ক্রমাগত এগোচ্ছে এবং খুব দ্রুত এটি সম্পূর্ণ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে নির্মিত পানবাজারের পুরোনো আরওবি-তে পরিকাঠামোগত ও পরিচালনমূলক সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন অপর্যাপ্ত ভার্টিক্যাল ও হরিজোন্টাল ক্লিয়ারেন্স, যার ফলে গতির সীমাবদ্ধতা প্রতি ঘণ্টায় প্রতি ১৫ কিলোমিটারে সীমাবদ্ধ ছিল। এবং একটি ''ডেড ওয়্যার জোন সৃষ্টি হয়েছিল যা ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের মসৃণ চলাচলে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া, বিশেষত প্রচণ্ড বৃষ্টির সময়ে ঘন ঘন জল জমা হওয়ার প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে হয়, ফলে সিগনাল বিকল হয় এবং ট্রেন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাশাপাশি যাত্রীদেরও যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। নতুনভাবে নির্মিত হতে চলা পানবাজারের আরওবি-এর লক্ষ্য হলো পূর্বের সমস্ত অসুবিধা দূর করার পাশাপাশি চলাচলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রবর্তন করা। ৬০ মিটারের দীর্ঘ স্প্যানের সাথে এটি উন্নত ভার্টিক্যাল এবং হরিজোন্টাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান করবে, গতির সীমাবদ্ধতা লুপ্ত করবে এবং বাধামুক্ত ট্রেন চলাচলের সুবিধা করবে। উচুঁ ট্র্যাক লেভেল জল জমা হওয়ার সমস্যা প্রতিরোধ করবে, ফলে বর্ষার সময়েও মসৃণ পরিচালন নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি পুনরায় ডিজাইন করা পরিকাঠামোটি গুয়াহাটি স্টেশনে গুয়াহাটি স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিঙের সুবিধা প্রদান করবে, অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মের স্থান তৈরি করবে এবং যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করবে। নতুন আরওবি-টি বড় আকারের সামগ্রী এবং সব ধরণের লোকোমোটিভ (ইলেকট্রিক লোকো) চলাচলের অনুমতি দিবে, ফলে অঞ্চলটিতে ঔদ্যোগিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি লাভ করবে। দুই লেনের পুরোনো ব্রিজের পরিবর্তে পানবাজারের নতুন আরওবি-তে থ্রি-লেন পরিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য থাকবে, যার ফলে রোড ট্রাফিক চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে যানজটের সমস্যা কম হবে, যাতায়াতের জন্য অধিক মসৃণ ও দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। প্রকল্প স্থানটির সামনে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর স্টেশন থাকার ফলে নির্মাণ সামগ্রী জমা করার ক্ষেত্রে লজিস্টিক প্রত্যাহ্বানের সৃষ্টি করেছে, ফলে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের স্থান সীমিত হয়েছে। তবুও প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশনাল স্ট্রাকচার, সাবস্ট্যানশিয়াল ফেব্রিকেশন এবং বো স্ট্রিং গার্ডারের পরিবহণ এবং জিও-সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যাডভান্সড সাব-সয়েল ইমপ্রুভমেন্ট ইত্যাদি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। জিও-সেল প্রযুক্তির আধুনিক পদ্ধতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে লোড বিতরণ এবং মাটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দানাদার পদার্থে পরিপূর্ণ ইন্টারকানেক্টেড সেলের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমন ধরনের কৌশল পরিকাঠামোর টেকসই এবং স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে, যা রেলওয়ে পরিচালনাকে শক্তিশালী করতে অত্যাধুনিক সমাধান গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্মাণকার্যের মূল উপাদানগুলি অনুমোদিত এজেন্সির দ্বারা সফলভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে। সম্প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবও নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন এবং সময়মতো ও দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

নাম পরিবর্তন

আমি Bishanath Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Srishtidhar Biswas ঠিকানা Ramnagar, Kumari Ramnagar, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bishwanath Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bishwanath Biswas (নতুন নাম) ও Bishanath Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Pratap Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Late Anukul Chandra Mondal, ঠিকানা Durgapur, P.O.- Noorpur, P.S.- Ramnagar, Diamond harbour, Pin- 743368, South 24 Parganas, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pratap Chandra Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pratap Chandra Mondal (নতুন নাম) এবং Pratap Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Uttam Kumar Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Narajit Biswas , ঠিকানা -Vill- Patuli, P.O.-Begopara, P.S.- Ranaghat, Dist-Nadia, Pin- 741256, West Bengal, India, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রানাঘাট, নদীয়া Dated 17.12.2024 এর Affidavit (no. 14880) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Uttam Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Uttam Biswas (নতুন নাম) এবং Uttam Kumar Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Md Faizur (old name) son of Elias Ali Molla residing at Vill: Radhaballavpur, P.O. & P.S. – Basanti, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Faizur Rahaman Molla (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 05/12/2024. Md Faizur (old name) and Md Faizur Rahaman Molla (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kutubuddin Molla (old name) son of Late Abdul Khaleque Mollah, residing at Vill: Biswanathpur, P.O. – Ramnathpur, P.S. – Deganga, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kutubuddin Mollah (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/12/2024. Kutubuddin Molla (old name) and Kutubuddin Mollah (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sulakha Sahoo D/o Saktipada Bishayee W/o Pulakash Sahoo resident of Chakdwipa, Chakdwipa, Haldia (M), Purba Medinipur West Bengal-721645 shall henceforth be known as Sulekha Bishayee Sahoo (New Name) as declared before The Notary Public Kolkata vide affidavit on 18.12.24. Sulakha Sahoo and Sulekha Bishayee Sahoo both are same and one identical person.

Change of Name

I, Sajahan Saik (Old Name)S/O–Sattar Sekh residing at Vill-Shikarpur Musalmanpara, PO-Shikarpur, PS-Murutia, Nadia, West Bengal 741158. I have change my name to Sajahan Sekh by notary public Berhampore court on 19/12/2024. Sajahan Sekh & Sajahan Saik both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Bimal Chandra Das (Old Name)S/O–Madhusudan Das residing at Vill-Chouberiya, PO-Chowberiya, PS-Gopalnagar, Bongaon, West Bengal 743290. I have change my name to Bimal Das by notary public Berhampore court on 19/12/2024. Bimal Das & Bimal Chandra Das both are same and one indentical person.

Name Change

I,RAJEN RAY, SON OF RAMESH ROY,RESIDING AT SUBHASH PALLI, PO & PS - BALAGARH, HOOGHLY - 712501, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJEN ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOOGHLY ON 13/12/2024.THAT RAJEN RAY AND RAJEN ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RUKIA TABSHUM, DAUGHTER OF MD HASNAIN,RESIDING AT 31/3,DR HEMANTA KUMAR CHATTERJEE STREET, BELUR, HOWRAH - 711107, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUKIYA TABASSUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 19/12/2024.THAT RUKIA TABSHUM AND RUKIYA TABASSUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shaikh Tanzim Islam S/o Sk Nojrul Islam Residing at Vill - Noapara, P.o - Bagnan Chaitanyabati, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin- 712301 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Tanzim Islam. I declare that Shaikh Tanzim Islam and Sk Tanzim Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-12-2024.

Name Change

I,Sk Nazrul Islam alias Shaikh Nojrul Islam S/o Sk Aynal Haque Residing at Vill - Noapara, P.o - Bagnan Chaitanyabati, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin- 712301 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Nojrul Islam. I declare that Sk Nazrul Islam, Shaikh Nojrul Islam and Sk Nojrul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-12-2024.

Name Change

I, Arpita Bose (Old Name) W/o Samiran Sinha D/o Shyamal Bose Residing at Vill - Subhas Pally, P.o+P.s - Gobardanga, District - 24 Pgs (N), Pin- 743252 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Arpita Bose Sinha (New Name) as declared before the Chief Judicial Magistrate at Barasat North 24 Parganas vide affidavit no 3007 Date 13-12-2024. Arpita Bose (Old Name)and Arpita Bose Sinha (New Name)both as same and one identical person.

Name Change

I, ARUNA MAJUMDER (Old Name) W/O ASIT MAJUMDAR Residing at Dakshin Panchpota, P.O - Panchpota, P.S - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700152 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARUNA MAJUMDAR (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 19-12-2024. ARUNA MAJUMDER (Old Name) and ARUNA MAJUMDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JULKADAR NAZMA BIBI W/O ALAMGIR SHAIKH Residing at Vill - Patashpur, P.o - Patashpur, District - East Medinipur, Pin- 721420 West Bengal India that my Minor Son who previously known as SHAIKH MOHAMMAD AYAAN shall henceforth be known as SK MD AYAAN.I declare that my Minor Son SHAIKH MOHAMMAD AYAAN and SK MD AYAAN is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-12-2024.

Name Change

I, ARGHA MAJUMDAR (Old Name) S/O ASIT MAJUMDAR Residing at Dakshin Panchpota, P.O - Panchpota, P.S - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700152 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARGHA MAJUMDER (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 19-12-2024. ARGHA MAJUMDAR (Old Name) and ARGHA MAJUMDER (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ASIT MAJUMDER (Old Name) S/O ASHUTOSH MAJUMDAR Residing at Dakshin Panchpota, P.O - Panchpota, P.S - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700152 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ASIT MAJUMDAR (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 19-12-2024. ASIT MAJUMDER (Old Name) and ASIT MAJUMDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, UMMY FATEMA (Old Name) W/O ERSHAD HYDER Residing at 25, Rifle Range Road, P.O - Ballygunge, P.S - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UMMI FATEMA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 16-12-2024. UMMY FATEMA (Old Name) and UMMI FATEMA (New Name) both are same and one identical person

Change of Name

I, Deluar Hossain & Delwar sk & Deluwar Hossain (Old Name)S/O–Abdul Gani Sk residing at Vill- Majhira, PO-Gobindapur, PS-Berhampore, Murshidabad, West Bengal 742405. I have change my name to Delwar Seikh by notary public Berhampore court on 19/12/2024.Delwar Seikh (new name) & (old name) Deluar Hossain & Delwar sk & Deluwar Hossain both are same and one indentical person.

Name Change

I,RAMESH RAY, SON OF RATIKANTA ROY, RESIDING AT SUBHASH PALLI, PO & PS - BALAGARH, HOOGHLY - 712501, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOOGHLY ON 13/12/2024.THAT RAMESH RAY AND RAMESH ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KALPANA RAY, DAUGHTER OF NARAYAN BISWAS,RESIDING AT SUBHASH PALLI,PO & PS - BALA-GARH,HOOGHLY - 712501,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALPANA ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOOGHLY ON 13/12/2024.THAT KALPANA RAY AND KALPANA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SAMBHU KUMAR GOND, SON OF PRABHU NATH GOND, RESIDING AT GOPALPUR KANCHAN NAGAR, PO - SARKARPOLE,PS - MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR - 700143,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMBHU KUMAR GOND VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/12/2024.THAT SAMBHU KUMAR GOND AND SHAMBHU KUMAR GOND BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Asit Mandal (old name) son of Late Ananta Mondal, residing at 163, Satyanarayan Colony, Krishnanagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743263, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Asit Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 19/12/2024. Asit Mondal (new name) and Asit Mandal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohd Quamruzzaman (old name) son of Ahamed Hossain, residing at 26/A North Range,Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Quamruzzaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/12/2024. Md Quamruzzaman (new name) and Mohd Quamruzzaman (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Jamsed Ali Midya & Md Jamsed Ali (old name) son of Khemar Midya, residing at Siromonipur, Sihar, P.S.- Kotulpur, Dist.- Bankura, Pin- 722161, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jamsed Midya (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 19/12/2024. Jamsed Midya (new name) and Md Jamsed Ali Midya & Md Jamsed Ali (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Mahabir Prasad Goyal (old name) son of Gajanand Bajaj, residing at BC-205, Salt Lake, Sector-1, 24 Parganas (North), Pin- 700064, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahabir Prasad Bajaj (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 18/12/2024. Mahabir Prasad Bajaj (new name) and Mahabir Prasad Goyal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pratap Mondal (old name) son of Late Anukul Chandra Mondal, residing at Durgapur, P.O.- Noorpur, P.S.- Ramnagar, Diamond harbour, Pin- 743368, South 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pratap Chandra Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 19/12/2024. Pratap Chandra Mondal (new name) and Pratap Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subhra Mitra (old name) son of Kamal Kumar Mitra, residing at 2/1, Main Road West, PO- New Barrackpore, Pin-700131, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subhro Mitra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/12/2024. Subhro Mitra (new name) and Subhra Mitra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, AMAL KRISHNA SAHA (OLD NAME), S/O LATE MUKUNDA SAHA, R/O BIJOY NAGAR, PO-KAZIPARA, PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, 700125,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAL SAHA (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/12/2024. AMAL KRISHNA SAHA(OLD NAME) AND AMAL SAHA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mozahir Anwar (Old Name) S/o Abdul Gafoor Residing at Road -7, Behind Baitul Anwar Masjid, Rahmat Nagar, Vtc- Asansol (M Corp), P.o - Burnpur, P.s - Hirapur District - Paschim Bardhaman, Pin- 713325 W.B. India shall henceforth be known as Md Mozahir Anwar (New Name) as declared before the Notary Public Asansol vide affidavit no 58/2024 Dated 17-12-2024. Mozahir Anwar (Old Name) and Md Mozahir Anwar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kutubuddin Molla (old name) son of Late Abdul Khaleque Mollah, residing at Vill: Biswanathpur, P.O. Ramnathpur, P.S.- Deganga, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kutubuddin Mollah (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/12/2024. Kutubuddin Molla (old name) and Kutubuddin Mollah (new name) both are same and one identical person.

আবারও বিস্ফোরক মন্তব্য মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রহিম বক্সির, প্রকাশ্য দলীয় সভায় বক্তব্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ আবারো বিস্ফোরক কুমন্তব্য মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির প্রকাশ্য দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কংগ্রেস সিপিএম কর্মীদের হাত কেটে নেওয়ার পক্ষে সাওয়াল করলেন। এখানেই শেষ নয় বিজেপি নেতা কর্মীদের মাথা পিসিয়ে দিতেও বললেন তার এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক। কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি সভার আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুল রহিম বক্সী সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রহিম বক্সি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এমনই খুব মন্তব্য করেন তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বাংলার মানুষের জন্য একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি নেতাকর্মীরা নিচ্ছে। তারপরও বিরোধী কংগ্রেস সিপিএম তাকে গালিগালাজ করছে আর বিজেপি রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। বিজেপির দালাল করছেন সিপিএম কংগ্রেস সিপিএম

কংগ্রেস নেতার নেত্রীদের হাত কেটে নেব বিজেপির নেতা কর্মীদের মাথা গুড়িয়ে দিতে হবে মঞ্চ থেকে সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের সামনে এমনই হুংকার দেন রহিম বক্সি। কখনো জিভ টেনে ছিড়ে দেবো কখনো ধোলাই দেব একের পর এক বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা দিয়েছে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সিকে। মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির কুমন্তব্য পাল্টা দিয়েছেন বিজেপি সিপি আই এমও মালদা জেলা সিপি আই এমের সভাপতি অম্বর মৈত্র জানান বিরোধীতা সরকারি সুযোগ-সুবিধা তো দিবে না এটাই তো ঠিক কারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকা সরকার জি নাই সে টাকাই তো জনগণের জন্য খরচা করে এখানে বাড়তি কোনো সুযোগ সুবিধা কেউ নেয় না কারণ জনগণের বা বিরোধীদের যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাটা এটা সরকারের দায়িত্ব এটা সরকারের কোন নিজস্ব সম্পত্তি থেকে সুযোগ সুবিধা দেন না বিরোধীরা নেয় না তৃণমূল দলে কোন সৌজন্যবোধ শিষ্টাচার নেই যারা এই সমস্ত মঞ্চ থেকে কুন্তব্য করছে আসলে আমাদের মনে হয় সেই সমস্ত নেতাদের মধ্যে কোন বিশ্বাস নেই সেই সমস্ত নেতারা তাদের দলের বিশ্বাসযোগ্যতা পাওয়ার জন্যই এরকম মঞ্চ থেকে বিরোধীদের কুমন্তব্য করছে। এগুলো অর্থহীন মূল্যহীন কথাবার্তা এর আমরা উত্তর দেই না উত্তর মালদা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত জানান তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী নিজেকে কি ভাবছেন বিজেপিকে এইভাবে গালিগালাজ করে তার কি পদোন্নতি ঘটবে না। নাকি নিজের দলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। বিজেপিকে গালিগালাজ করার আগে তার ভাবা উচিত বিজেপির যে সংস্কৃতি তার জানা নেই। মালদায় রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকলেও সৌহৃদ্য বোধ আমাদের প্রথম থেকেই ছিল তা এখনো আছে। কখনো হাত ভেঙে দেবো জিভ টেনে নেব কথা বলছে এটা কি ধরনের অসভ্যতা, সেই কথাগুলির ক্ষেত্রে মালদার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি না চান তাহলে তাকেও জবাবে হবে তার হাত পা মাথা তারও আছে।

পুরাতন মালদা পুরসভায় তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব চরমে

কার্নিভালের আয়োজন ঘিরে পুরাতন মালদা পুরসভায় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের দ্ব ঃদ্ব। কার্নিভালের নামে যথেচ্ছ ডোনেশন তোলা হচ্ছে। অভিযোগ তুলে দলীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের দ্বারস্থ খোদ তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। দল ও প্রশাসনের পাশাপাশি অভিযোগ পুরমন্ত্রীকেও। কেউ অস্বচ্ছতা প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতিই ছেড়ে দেবো। পাল্টা ভাইস চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে তোপ চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের।আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরাতন মালদহে কার্নিভালের আয়োজন করছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা ও কার্নিভাল উদযাপন কমিটি। কিন্তু, আয়োজনের শুরুতেই তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ। গতবছরও কার্নিভালের আয়োজন হয়েছিল পুরাতন মালদহে। সেইসময় বেহিসেবি ভাবে টাকা তোলা হয়। যার কোনও হিসেব নেই পুরসভায়। এবারও কার্নিভাল আয়োজনের জন্য পুরসভার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হচ্ছে। যার কোনও টাকাই জমা পড়ছে না পুরসভার তহবিলে। এভাবে কার্নিভালের নামে যথেচ্ছ টাকা তোলায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। এমনটাই দাবি পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৮.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ** (১) **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-১২এফ। **ট্রেন ঃ** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-494/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/012/034/2024-2025
Name of the Work: **Development of Manimala Community Hall in Ward No. 12;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,99,164.11**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1); Bid will be opened on : **04.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1);

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/011/021/2024-2025
Name of the Work: **Ancillary civil work at 129 Aurobinda Sarani Bustee in Ward No. 11;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,24,016.95**; Earnest Money: **Rs. 2,600.00**; Period of Completion: **21 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/011/018/2024-2025
Name of the Work: **Renovation of paver block & I. P. surface at 3 no. Mohanbagan Lane in Ward No. 11;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,49,973.29**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/017/20/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Restoration and repairing of bustee, paver block, IP surface at 44D, Masjid Bari, 23 No. Nilmoni Mitra Street, 4/1D Beadon Row and others in Ward No. 17;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,93,827.43**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **04.01.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 2 to 4); Bid will be opened on : **06.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 2 to 4); The bid forms and other details will be available on and from **20.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4);

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XV/139/063/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of drainage system with allied work near Q-599, Q-501, Molla Bagan, Q-517 Shimpukur Lane etc. under slum area, in Ward No. 139, BR-XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,01,402.47**; Earnest Money: **Rs. 8,100.00**; Period of Completion: **45 Days**;

(2) NIT No.: KMC/XV/136/044/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Improvement drainage system with allied works at Fathepur 2nd Bye Lane, Manasha Row N/H/No. O-90, Q-402 etc. in Ward No. 136, BR-XV under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,73,083.30**; Earnest Money: **Rs. 7,500.00**; Period of Completion: **90 Days**;

(3) NIT No.: KMC/XV/136/043/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of paver block passage & raising with allied works at Dewan Bagan Lane N/H/No. O-110, O-102 etc. in Ward No. 136, BR-XV, under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,30,118.97**; Earnest Money: **Rs. 6,700.00**; Period of Completion: **90 Days**; Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **20.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3); Documents download/sell start date (online) : **20.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Documents download/sell end date (online) : **31.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Bid submission start date (online) : **20.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Bid submission closing (online) : **31.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **02.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3);

(4) NIT No.: KMC/XV/136/040/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of surface drain & replacement of broken R.C.C. slab & gullypit cover etc with allied works at Patharpota Lane, Dewan Bagan, Santoshpur Road etc in Ward No. 136, BR XV under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,80,624.25**; Earnest Money: **Rs. 5,700.00**; Period of Completion: **90 Days**;

(5) NIT No.: KMC/XV/137/034/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of paver block and concrete passage near H/No. R-103, R-104, R-105, R-27, R-42, S-221, S-209, S-36, S-118, S-124 etc in Ward No. 137, BR-XV under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,78,714.22**; Earnest Money: **Rs. 7,600.00**; Period of Completion: **90 Days**;

(6) NIT No.: KMC/XV/137/030/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of surface drain with allied works at Karbala Lane near Holding No. R-84, R-133, R-142 etc in Ward No. 137, BR-XV under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,64,388.30**; Earnest Money: **Rs. 3,300.00**; Period of Completion: **45 Days**;

(7) NIT No.: KMC/XV/135/061/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of surface drain and allied works at Chinapara, Mudialy Road Bye Lane N/H/No. P-37, P-36, P-50, P-83/D etc. in Ward No. 135, BR-XV slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,14,454.37**; Earnest Money: **Rs. 6,300.00**; Period of Completion: **45 Days**;

(8) NIT No.: KMC/XV/138/053/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Renovation surface drain with allied works at Jhinuk Saha Lane N/H/No. T-289, T-289/A etc in Ward No. 138, BR-XV under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,413.04**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 Days**; Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **21.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 4 to 8); Documents download/sell start date (online) : **21.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 8); Documents download/sell end date (online) : **02.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 8); Bid submission start date (online) : **21.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 8); Bid submission closing (online) : **02.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 8); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **04.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 4 to 8); The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 4 to 8);

(9) NIT No.: KMC/XV/141/067/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of C.C. pavement at riverside road (slum area) near premises nos. Z-3/307/2/B etc in Ward No. 141, BR-XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,004.58**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **180 Days**;

(10) NIT No.: KMC/XV/136/041/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Removal of silt from surface drain, manhole, catch pit & deployment of labour for chocking S/W Line Works at Fathepur 1st Lane, Shimpukur Lane, Patharpota Lane, Dewan Bagan etc. in Ward No. 136, BR-XV, under slum area;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,21,950.08**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**; Period of Completion: **90 Days**; Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **24.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 9 & 10); Documents download/sell start date (online) : **24.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); Documents download/sell end date (online) : **04.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); Bid submission start date (online) : **24.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); Bid submission closing (online) : **04.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **06.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 9 & 10);

(11) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/038/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of bituminus road taking out old bitumin layer with ancillery works at Dr. P. N. Kundu Road N/H/No. Q-295 to Q-299 etc in Ward No. 136, BR-XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,99,429.04**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **90 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 11); Time of opening of bid : **04.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 11); The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 11);

(12) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/049/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of drainage system with allied works at Manasha Row N/H/No. Q-413, Q-414 etc in Ward No. 136, BR-XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,19,792.49**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **90 Days**;

(13) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/046/2024-2025/R
Name of the Work: **Repairing of drainage system near H/No. W-123, W-126, W-114, Hazi Ratan Kismat DumDum Lane in Ward No. 139, under BR. XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,87,544.49**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 12 & 13); Date of opening of tender : **02.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 12 & 13); The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 12 & 13); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 12 & 13);

(14) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/039/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of cement concrete passage road with allied works at Patharpota Lane N/H/No. Q-61, Q-61/E etc. in Ward No. 136, BR-XV;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,858.40**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **04.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 14); Date of opening of bid : **06.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 14); The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 14);

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate tenders in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EEC/XI/113/052/2024-25/R
Name of the Work: **Development and beautification of pond at 114, Rifle Club (North side) in Ward No. 113, under BR.-XI;** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,460.53**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 at 12 noon**; Date and Time of Opening of Bid : **04.01.2025 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024 from 5 p.m.** from the website **https://etender.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE_PS/VII/64/7/24-25 Published in this Newspaper on **10.12.2024** (**Key No. 1015/24-25**) of **Park and Squares Deptt.** (**Sl. no. 3**) Bid submission closing date extended up to **26.12.2024 at 1 p.m.** instead of 18.12.2024 at 1 p.m.

1078/24-25

বন্ধুত্ব পূর্ন পরিবেশে ভোট চলছে জলপাইগুড়ি জেলা আদালত চত্বরে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল থেকেই জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনে সাজসাজ রব। কারন প্রতি দুবছর অন্তর আইনজীবীদের নিজস্ব অরাজনৈতিক সংগঠন বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে এসেছেন প্রবীণ থেকে নবীন প্রজন্মের আইনজীবীরা। জেলার অন্যতম প্রবীণ আইনজীবী নির্মল ঘোষ দস্তিদার জানান, খুবই ভালো লাগছে ,সবাই এসেছে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। অপরদিকে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের বিদায়ী সম্পাদক বিপুল সরকার বলেন, এটা আমাদের আইনজীবীদের মধ্যে নিজস্ব নির্বাচন।বার এসোসিয়েশনের সদস্য তথা জলপাইগুড়ি পৌর সভার চেয়ার ম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য সন্দীপ মাহাতো বলেন, সুস্থ্য ভাবে বারের কাজ পরিচালনা করার জন্য এটা খুবই জরুরি।

নতুন নগরে বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের ভিআইপি রোডের নতুন নগর এলাকায়. বিজেপি রাজ্য দপ্তরের নতুন ভবনের শিলান্যাস হবে ২২ ডিসেম্বর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকাটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রীর সাথে ছিলেন এসপিজি'র আধিকারিক। ভিয়াইপি রোডের পাশে অবস্থিত নতুন নগর এলাকায় বিজেপির নতুন রাজ্য দপ্তরের নতুন ভবন নিমান করা হচ্ছে। আগামী ২২ ডিসেম্বর বিজেপির নতুন কার্যালয়ের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় দুই কানি জমির উপর গড়ে তোলা হচ্ছে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়। বৃহস্পতিবার নতুন নগরের সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনে যান মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপরেই এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে দল। সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি আধিকারিকরা। এছাড়া ছিলেন রাজ্য পুলিশ এবং সিআরপিএফ আধিকারিকরা। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় জানান, নতুন কার্যালয়ের শিলান্যাসের আগে ভূমি পূজা অনুষ্ঠিত হবে। ভূমি পূজোয় অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ বিজেপির বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী টিংকু রায় আরো জানান, জি৪ ক্যাটাগরির নতুন ভবন থেকেই রাজ্যবাসীর জলকল্যাণে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি আধিকারিকরা বিজেপি রাজ্য নেতৃবৃন্দকে কিছু নির্দেশিকা দিয়েছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নতুননগরের সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজারের বেশি জনগণের উপস্থিতি থাকা চলবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এসপিজি কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশিকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

মেইলের প্রজ্ঞা বহুভাষিক জাতীয় কবিতা সম্মেলন ও সম্মাননা অনুষ্ঠান, ২০২৪ সমাপ্ত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রজ্ঞা মেল আয়োজিত তৃতীয় প্রজ্ঞা মেল বহুভাষিক জাতীয় কবিতা সম্মেলন নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীর ভিআইপি (লুটিয়েন্স জোন) এলাকায় বিশ্ব যুবক কেন্দ্রের মিলনায়তনে ধুমধাম করে শেষ হয়েছে। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ, দেশের একমাত্র বহুভাষিক জাতীয় কবিতা সম্মেলন। যেটিতে শুধু দিল্লির নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষার ৩৫ জন কবি এতে অংশ নেন। এই কবি সম্মেলনের বিশেষ বিষয় হল উত্তর-পূর্ব ভাষার বহু সংখ্যক কবি অংশগ্রহণ করেন, যারা তাদের কবিতার মাধ্যমে উত্তর ভারতের কবিদের সাথে এবং অন্যান্য প্রদেশের কবিদের সাথে তাদের সংস্কৃতি বিনিময় করেন। কবিরা একে বহুভাষিক কবিতা সম্মেলন নয়, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন। প্রজ্ঞা মেইলের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (সাহিত্য) ডিমাসা-বাংলা ভাষার কবি ও আসামের প্রবীণ লেখক শ্রীমতি অনুপমা নাইডিংকে দেওয়া হয়, যা প্রজ্ঞা মেইলের জাতীয় উপদেষ্টা রত্না জ্যোতি দত্ত গ্রহণ করেন। . এবং এর পাশাপাশি দিল্লির প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর ভীমসেন সিংকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজীবন সেবার জন্য প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র বর্মণ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এবারের প্রজ্ঞা মেল বহুভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন নানা দিক থেকে বিশেষ কারণ এবার এই কবিতা উসবে মিসেস নেহা বৈদ্য, দিল্লির হিংদি অ্যাকাডেমি থেকে ওমকার ত্রিপাঠি এবং সংস্কৃত অ্যাকাডেমি থেকে ডঃ সর্বেশ এবং পঙ্কজ ঝা এবং মৈথিলী ভোজপুরি অ্যাকাডেমিও এই কবিতা উৎসবে অংশ নিয়েছেন। পাঠ করেছেন। এবার হিন্দি কবি গজেন্দ্র সোলাঙ্কি, যিনি প্রজ্ঞা মেলের প্রথম কবিতা সম্মেলনে করতালি পেয়েছিলেন এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, দেশাত্মবোধক গানে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও পেশায় আইনজীবী এবং হিন্দি, উর্দু ও পাঞ্জাবি কবি দালের দেহলভী এবং হিন্দি-উর্দু কবি ইমরান আহমেদ কবিতা উসবে প্রদীপ বেঁধেছেন। দিল্লির বাসিন্দা, ওড়িয়া কবি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্পিকার রাম চন্দ্র নাথও তাঁর কবিতা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। এবং তরুণ অসমীয়া কবি জাহ্নবী কাকতিও হিন্দি কবিতা আবৃত্তি করেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক এবং কবি ঋষিরাজ পাঠক সঙ্গীতের সেটে কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এছাড়া দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি কবি অনিতা গাঙ্গুলীও তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিপুল সংখ্যক কবি আসাম থেকে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে, কিরণ সিনহা (ধর্মনগর, ত্রিপুরা), ডক্টর মৃন্ময় কুমার নাথ (গৌহাটি), গনেশ কাচারি, ববি রেখা গগাই, মিসেস স্নেহ জোনাক দত্ত (সকল যোরহাট, আসাম থেকে) প্রভৃতি কবিরাও এর আভাস দেখিয়েছিলেন। তাদের কবিতায় আসামের সংস্কৃতি। আসামের নওগাঁ জেলার গজল লেখক হিন্দি ও অসমীয়া কবি সঞ্জীব সাগর চৌধুরী তার গজল দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। গুয়াহাটি থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি বৃহত্তর মঞ্চ অসমের তিন সদস্য কবি মনিকা দাস, নবজি পাটোয়ারী এবং হিমাংশু পাঠকও তাদের অসমীয়া কবিতা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন। দিল্লির বাইরে থেকে আগত কয়েকজন কবি

আবহাওয়া ও ব্যক্তিগত কারণে দিল্লি পৌঁছাতে পারেননি। প্রজ্ঞা মেইল কবিতা উৎসব উপলক্ষে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও পদ্মশ্রী রাম বাহাদুর রায়ও বিশেষভাবে প্রজ্ঞা মেইল কবিতা উৎসব পরিদর্শন করেন। বিশেষ করে মঞ্চ পরিচালনার জন্য, অল ইন্ডিয়া রেডিওর পাঠক বীরেন্দ্র কৌশিক খুব সু ন্দরভাবে মঞ্চ পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়াও সান্ধ্য অধিবেশনে প্রজ্ঞা মেলার আয়োজক কমিটির সকল কর্মকর্তা, বিশেষ করে প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা উপস্থিত ছিলেন। বাকিদের মধ্যে সুপরিচিত লেখক হিতেশ ব্যাস, প্রজ্ঞা মেইল আয়োজক কমিটির পৃষ্ঠপোষক, জাতীয় উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক রত্নজ্যোতি দত্ত, জাতীয় প্রচারক সাগর সরকার, প্রধান সমন্বয়কারী দেবজ্যোতি রায়, জনসংযোগ প্রধান দীপক চৌধুরী, অরুণ কুমার বর্মন, সম্পাদক-ইন-ইন-এর পাশাপাশি ড. -প্রজ্ঞা মেইল পত্রিকার প্রধানও উপস্থিত থাকবেন। বহুভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন, ২০২৪-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, মাননীয় সাংসদ কৃপানাথের সভাপতিত্বে প্রজ্ঞা মেলায় অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত কবিদের কবিতার সংকলন।

বই কাব্য প্রবাহ এবং মাধবী ব্যাসের দুটি বই প্রকাশ। জি, দেশের বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক এবং পদ্মশ্রী রায় বাহাদুর রাই জি, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় কবি গজেন্দ্র সোলাঙ্কির বিশেষ উপস্থিতিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদীয়মান শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য, কবি লেখক মাধবী ব্যাসকে সাহিত্য রত্ন পুরস্কার এবং পন্ডিত বিজয় লক্ষ্মী শুক্লাকে প্রজ্ঞা মেইল কর্তৃক কবি রত্ন প্রদান করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সকল কবিকে সম্মাননা মেডেল ও সম্মাননা পত্র দিয়ে সম্মানিত এমপি কৃপানাথ মাল্লা বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ভরা হলঘরে এসব পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শিলচর থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ধ্রুবেন্দু ভট্টাচার্য এবং সমাজসেবক বাবুল রায় (গ্রিউড রিসোর্ট)। সম্পাদক অরুণ বর্মণ উপস্থিত সকল অতিথি ও বহুভাষী কবিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সামগ্রিকভাবে, প্রজ্ঞা মেল বহুভাষিক কবি সম্মেলন আবারও ভাষা ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধনে অত্যন্ত সফল।

ম্যাটার এবং আর্থ ডে অর্গানাইজেশন সুন্দরবনে অরণ্য নির্মাণের জন্য জোট বাঁধল

সুন্দরবন, ১৯ ডিসেম্বরঃ দেশের অগ্রগণ্য বৈদ্যুতিক মোবিলিটি কোম্পানি ম্যাটার, আর্থ ডে অর্গানাইজেশন -এর

সহযোগিতায়, সুন্দরবনে ১,৮৬৮ টি গাছের চারা রোপণ করেছে। এরাথন প্রচারাভিযানের সময় গুজরাটে ১,৮৬৮ কিলোমিটার জুড়ে যে সবুজায়ন হয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই ওই সংখ্যক চারা বেছে নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধু গাছ লাগানোই নয়, বরং বার্তা দেওয়া যে একটি মাত্র গাছের চারা কখনও সেই ঘন ও জীবন রক্ষাকারী অরণ্য গড়ে তুলতে পারে না- যা আমরা ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। তার জন্য যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েই ম্যাটার এবং আর্থ ডে অর্গানাইজেশন হাত মিলিয়েছে অরণ্যায়নের কাজে যা জীববৈচিত্র্যকে লালন করবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর ও সবুজ ভবিষ্যকে সুরক্ষিত করবে। ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র- যা বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। গত দুই দশকে এখানকার প্রায় ১১০ বর্গকিলোমিটার ম্যানগ্রোভ অরণ্য ভূমিক্ষয়ের ফলে হারিয়ে গিয়েছে। এখানকার বনের ঘনত্ব প্রতি বছর ১.৩ হারে উদ্বেগজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বন ধ্বংস এবং সম্পদের অত্যধিক শোষণ এর সংবেদনশীল ভারসাম্যকে আরও প্রতিকূলতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। ফলে এখানকার জীববৈচিত্র্য এবং তার উপরে নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাও প্রভাবিত হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, জলে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাসস্থানের ক্ষতি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, নদীর শুশুক এবং পরিযায়ী পাখির মতো বিপন্ন প্রজাতিগুলির অস্তিত্ব বিপন্নতর করে তুলেছে। পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রের দূষণ, অস্থায়ী চাষের অনুশীলন এবং পরিবেশগত চাপের কারণে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তনের কারণে বিপদ আরও বেড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে. গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম সুন্দরবনের এই অবক্ষয় অবিলম্বে পরিবেশ ও অরণ্য রক্ষা করার কাজে সমন্বিত ও যুদ্ধকালীন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে। কার্বন শোষণ, ঝড় থেকে সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সু ঃদরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে, এই বিশাল অরণ্যের উপরে আছড়ে পড়া চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ম্যাটার এবং আর্থ ডে অর্গানাইজেশন জোট বেঁধেছে। শুধু গাছ লাগানো নয় বরং সমগ্র বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করাই এই যৌথ উদ্যোগের উদ্দেশ্য। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে ম্যাটারের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মোহল লালভাই বলেন, ম্যাটার-এ আমরা বিশ্বাস করি যে স্থায়িত্ব শব্দটিকে শুধুই অক্ষরের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না, কোনও জিনিসের স্থায়িত্ব বা বহমানতা নিশ্চিত করার জন্য এমন নিশ্চিত পদক্ষেপের প্রয়োজন- যা সমস্যাগুলির শিকড়ে পৌঁছে তার সমাধান করে। আর্থ ডে অর্গানাইজেশন -এর সঙ্গে সহযোগিতায় সুন্দবনে আমাদের এই অরণ্যায়ন অভিযান প্রমাণ করে যে শুধু গতিশীলতার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনই নয়, যে পৃথিবী আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে তাকে রক্ষা করা ও তার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রেও আমরা দায়বদ্ধ। এরাথন এবং এই উদ্যোগের মতো প্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাই, সম্মিলিত উদ্যোগ কী ভাবে আগামী দিনকে আরও সবুজ করে

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রী পলাশ সাহা পিতা স্বঃ চিত্তরঞ্জন সাহা ঠিকানা ১,নং মহিশীলা কলোনী থানা আসানসোল জেলা পঃ বর্ধমান গত ইংরাজী ১৪.০৮.২৩ তারিখে ৭১৩৭ নং দলিলমূলে A.D.S.R রেজিস্ট্রি অফিস শ্রী হেমন্ত প্রসাদ পিতা স্বঃ সুরেন্দ্র প্রসাদ ঠিকানা, জে.সি.বোস লেন থানা-আসানসোল উত্তর জেলা পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত ১০৪১/ ২২ নং আমমোক্তারনামা (DSR রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত পঃ বর্ধমান জেলার বারাবনী ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং ৫৫৫০/২৪ নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে একমাসের মধ্যে এস. ডি.এস.এল. এবং এল.আর.ও (বারাবনী)অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য প্রমানাদি জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটি আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার অধিকারিক করণ
মৌজা - চিচুড়িয়া
জে.এল.নং - ৩৩
এল. আর. দাগ নং - ১৬৯৩, ১৬৯৪
রায়তের নাম - হেমন্ত প্রসাদ
এল. আর.খতিয়ান নং - ১৭৩৩, ১৭৩৪
পরিমান - ৪৩৫ ডেসিমেল

শুনেই আঁতকে উঠলেন দুই প্রধানের সমর্থকরা স্থগিত হচ্ছে আসন্ন কলকাতা ডার্বি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চলতি মরশুমে দ্বিতীয় কলকাতা ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে ১১ জানুয়ারি। যেখানে মুখোমুখি হবে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। তবে, এই ডার্বি নিয়ে আচমকাই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলা এবং তার আশেপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিয়ে। তাই হঠাৎই চমকে উঠেছেন দুই দলের সমর্থকরা। ২০২৫ সালের জানুয়ারির ৮ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা চলবে, যার ফলে পুলিশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। গঙ্গাসাগরের এই মেলার কারণে কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাড়তি নজরদারি থাকবে, যা আইএসএল ডার্বির আয়োজনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় দেশের বিভিন্ন স্থান এবং রাজ্যের জেলা থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। এই মেলা যেহেতু সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত, তাই প্রশাসন এবার বিশেষভাবে নজরদারি বৃদ্ধি করার কথা বলেছে। হাওড়া, বিধাননগরসহ অন্যান্য জেলা থেকেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হবে এবং বাবুঘাট ট্রানজিট পয়েন্টে নজরদারি থাকবে। একদিকে, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুলিশের বড় সংখ্যক উপস্থিতি প্রয়োজন, অন্যদিকে ১১ জানুয়ারির ডার্বি নিয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে, যার কারণে পর্যাপ্ত পুলিশ সঠিকভাবে মোতায়েন করা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। আইএসএলের দ্বিতীয় ডার্বি শুধু খেলাধুলার প্রতিযোগিতা নয়, বরং কলকাতা ফুটবল সংস্কৃতির এক চমকপ্রদ উদাহরণও বটে। ১৮ আগস্ট ডুরান্ড

কাপের সময় যখন ডার্বি ভেস্তে যায়, তখন সেটি ছিল এক বিরল ঘটনা। পুলিশের নিরাপত্তা কারণে ডার্বি স্থগিত হওয়া, যা কখনও ঘটেনি, সে সময় দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্দোলন শুরু হয়। এমনকি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে দুই দলের সমর্থকরা একত্রিত হয়ে মিছিল করেছিলেন এবং একে অপরকে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছিলেন। তখন মোহনবাগান সমর্থকের কাঁধে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের ছবি ভাইরাল হয়ে যায়, যা ছিল ফুটবল প্রেমীদের এক অদ্ভুত দৃশ্য। ডার্বির একশো বছরের ইতিহাসে যে ছবি কখনও দেখা যায়নি, তা সেই দিন দেখা গিয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী কলকাতা ফুটবল সংস্কৃতি এবং দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে, এমন সহযোগিতার ঘটনা ছিল এক আশ্চর্য রূপ। কিন্তু এবারের ডার্বি আয়োজকদের জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। গঙ্গাসাগর মেলা এবং এর আশেপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে ১১ জানুয়ারির ডার্বি সময়মতো অনুষ্ঠিত হতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মোহনবাগান, যারা আইএসএল ডার্বির আয়োজক, তারা এখনো সরকারি ভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা পাননি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে। এর মানে, যতটা সম্ভব পুলিশি নিরাপত্তা মেলা এবং ডার্বি উভয়ের জন্য সমন্বিতভাবে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা যাবে কিনা, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতোমধ্যে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার কথা ঘোষণা করেছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশের অতিরিক্ত মোতায়েন, রাস্তার দিকে নজরদারি, এবং বিশেষ করে ট্রানজিট পয়েন্টগুলোতে কড়া নিরাপত্তা রাখা হবে, যা মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয়। এই পরিস্থিতিতে, ১১ জানুয়ারির ডার্বি কোনও রকমে নিরাপত্তাহীন হতে পারে, কারণ মেলার সময় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী অন্য স্থানে ব্যস্ত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আইএসএলের এই গুরুত্বপূর্ণ ডার্বি সময়মত আয়োজিত হবে কিনা। প্রশাসন এবং আইএসএল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটি এখনও অজানা। একদিকে গঙ্গাসাগর মেলার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই সঙ্কুচিত হতে পারে, অন্যদিকে ফুটবল প্রেমীরা এই ডার্বি নিয়ে উত্তেজনায় অপেক্ষা করছেন। যদিও এই ঘটনা কলকাতা ময়দানে প্রথমবার নয় যে নিরাপত্তার কারণে স্থগিত করা হবে কলকাতা ডার্বিতে। গতবছর বিশ্বকাপের সময় ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, স্থগিত করা হয়েছিল কলকাতা ডার্বি।

এ বার ভারতের মাটিতে প্রথম খোখো বিশ্বকাপও!

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ আগামী বছরের শুরুতেই ভারত-পাকিস্তান মহাযুদ্ধ খেলার মাঠে! তবে ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্য কোনও খেলায় নয়, খোখোতে দেখা হবে দুই যুযুধান দেশের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। যার আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু ভারত খেলতে যাবে না ওই দেশে। দুবাইয়ে হবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের সব ম্যাচ। ক্রিকেটের প্রভাব কি প্রথম খোখো বিশ্বকাপে পড়বে? ভারত কি ভিসা দেবে পাকিস্তানি প্লেয়ারদের? এ সব প্রশ্ন কিন্তু বিশ্বকাপের প্রাক্কালে থেকে যাচ্ছে। ১৩ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে খোখো বিশ্বকাপ। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও নয়ডা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের যাবতীয় ম্যাচ। বিশ্বকাপ শুরুই হচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের গ্রাপ লিগের ম্যাচ দিয়ে। রোমাঞ্চকর ম্যাচের জন্য অপেক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে যেমন, তেমনই খোখো বিশ্বকাপের আবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সলমন খান। যাঁকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সলমন বলেছেন, ''প্রথম খোখো বিশ্বকাপের সঙ্গে জুড়ে যেতে পেরে ভালো লাগছে। এটা শুধু একটা টুর্নামেন্ট নয়, ভারতের ঐতিহ্য ও শক্তি তুলে ধরার মঞ্চ। আমি, আমরা সবাই জীবনে কখনও না কখনও খোখো খেলেছি। এই খেলাতে ভরপুর রোমাঞ্চ। যে কারণে আন্তর্জাতিক মহলেরও নজর কেড়ে নিয়েছে। চলুন সবাই মিলে খোখো বিশ্বকাপ সেলিব্রেট করি।''

ক্রিকেটার কাম মেন্টর?

ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন অশ্বিন

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বরঃ হঠাৎ অবসরে নেই আক্ষেপ। ব্রিসবেন থেকে সোজা ভারতে ফিরেই নিজের ক্রিকেট ভবিষ্য নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দেশের জার্সিতে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলেছেন অশ্বিন। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল চেন্নাইয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার। এ বার তাঁকে ঠিক কোথায় অ্যাকশনে দেখা যাবে? এই প্রশ্ন তাঁর অনুরাগীদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে তিনি বিদায় জানিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেটকে জীবন থেকে পুরোপুরি বাদ দেননি। এ বার তা হলে অশ্বিনকে দেখা যাবে ক্রিকেটার কাম মেন্টরের ভূমিকায়? গাব্বা টেস্ট শেষে প্রেস কনফারেন্সে অশ্বিন জানিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ক্লাব ক্রিকেটে তা কাজে লাগাতে চান। ফলে পঁচিশের আইপিএলে যেমন

অশ্বিনকে দেখা যাবে। তেমনই তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগেও অশ্বিনকে খেলতে দেখা যেতে পারে। অশ্বিন সিএসকের অ্যাকাডেমির গ্লোবাল ডিরেক্টর। আগামী বছরের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে দেখা যাবে অশ্বিনকে। আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার পর অশ্বিনকে সিএসকে মেন্টরের দায়িত্বে বা কোচের ভূমিকাতেও দেখা যেতে পারে। আপাতত অশ্বিন যে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে পরের বছর খেলবেন এবং যতদিন পারবেন খেলবেন তা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ''আমি সিএসকের হয়ে খেলব। এবং যতদিন পারি খেলার চেষ্টা করব। আর সেটা করলে আশা করি সকলে অবাক হবেন না। আমি মনে করি না অশ্বিন ক্রিকেটার হিসেবে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেটার অশ্বিন এটাকেই শেষের সঠিক সময় বলে মনে করেছে। ব্যস এটাই।'' এদিন বিমানবন্দরে তাঁকে নিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্ত্রী প্রীতি নারায়ণন ও তাঁদের মেয়েরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল। 'ঘর' ছেড়ে এই প্রথম বার পাকাপাকি বাড়ি ফিরলেন অশ্বিন। ভারতীয় টিমের ড্রেসিংরুম তাঁর জন্য ঘরের সমান ছিল। ভালো, খারাপ নানা মুহূর্ত সেখানে এতগুলো বছর কেটেছে তাঁর। টিম জিতলে সেখানে সেলিব্রেশন হয়েছে। টিম হারলে সেখানেই দুঃখ ভাগাভাগি হয়েছে। তাই টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুম এত বছর অশ্বিনের কাছে ছিল তাঁর আর এক ঘর। এ বার থেকে তিনি দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার। ব্রিসবেন টেস্টের শেষে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে শেষ দিন কাটিয়ে ফেললেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে অনুরাগীরা ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁর বাড়ির সামনে। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মেয়েকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামছেন অশ্বিন। অশ্বিন বাড়ি ফেরার পর তাঁর বাবা তাঁকে বুকে টেনে নেন। গালে চুমু দিতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর মায়ের চোখে জল। তাঁর আত্মীয়-পরিজনরাও ভিড় করেন বাড়ির সামনে। চারিদিক থেকে হয় পুষ্পবৃষ্টি। সেই সঙ্গে বাজতে থাকে ঢাক-ঢোল। অনুরাগীরা তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেন। অটোগ্রাফ নেন। একসঙ্গে ছবি তোলেন। সব আবদার হাসিমুখে মেটাতে থাকেন অশ্বিন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনায় নেই! সঞ্জু স্যামসন শুধুই কি টি-২০ প্লেয়ার?

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বরঃ বিজয় হাজারে ট্রফির কেরল স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। শনিবার থেকে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। কয়েক দিন আগে শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে কেরল টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন সঞ্জু। তারপরও বিজয় হাজারে টুর্নামেন্টে তাঁকে এই দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না। জানা গিয়েছে, বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য কেরলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেননি সঞ্জু। সেই জন্যই কি তাঁকে নেওয়া হল না বিজয় হাজারের কেরল টিমে? এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সামনের বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেখানে ভারতের ভাবনায় কি নেই সঞ্জু? তাঁকে কি শুধুই টি-২০ প্লেয়ার হিসেবে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা। সূচি এখনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু এরই মাঝে আলোচনা শুরু হয়েছে যে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জার্সিতে হয়তো সঞ্জু স্যামসনকে দেখা যাবে না। বিজয় হাজারে ট্রফি ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। সদ্য মুস্তাক আলি ট্রফিতে (যা ২০ ওভারের টুর্নামেন্ট) খেলেছেন সঞ্জু, কিন্তু তাঁকে নেওয়া হল না বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে। তাঁর মানে বোর্ডের সুদূরপ্রসারী ভাবনায় কি নেই সঞ্জু? উঠছে সেই প্রশ্নও। সংবাদমাধ্যমকে কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিনোদ এস কুমার জানিয়েছেন, সঞ্জু স্যামসন স্টেট অ্যাসোসিয়েশনকে মেইল করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কেরলের

প্রস্তুতি, ট্রেনিং শিবিরে অংশ নিতে পারবেন না। নির্বাচকরা স্কোয়াড ঘোষণার পর জানিয়ে দিয়েছেন যে, যাঁরা প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। তাঁরা সঞ্জুকে বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে না নেওয়া নিয়ে কোনও আলোচনা চান না। ঋষভ পন্থ যে উইকেটকিপার হিসেবে ভারতীয় টিমের প্রথম পছন্দের, তা সকলের জানা। যে কোনও সিরিজ, টুর্নামেন্টে প্রতি টিমেই ব্যাক আপ উইকেটকিপার থাকে। সেখানে সামনের বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যদি ফেব্রুয়ারিতেই হয়, সেক্ষেত্রে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেললে সঞ্জু প্রস্তুতির সময় পেতেন। কারণ টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি। কিন্তু সঞ্জু বিজয় হাজারের কেরল টিমে না থাকায় এ বার বলা হচ্ছে, তা হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পন্থের ব্যাক আপ উইকেটকিপার হিসেবে হয়তো ভাবা হচ্ছে লোকেশ রাহুলকে।

গোয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে কামিন্সরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আজ শুক্রবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বারো নম্বর ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার সঙ্গে। গত কয়েক ম্যাচের মতো এবার এই অ্যাওয়ে ম্যাচে ও জয় পেতে চাইবেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। তবে ফতৌদা স্টেডিয়ামে জয় গুপ্তা কিংবা আকাশ সাঙ্গওয়ানদের হারানো যে খুব একটা মতো আসন্ন গোয়া ম্যাচে ও স্টুয়ার্টকে পাবে না মোহনবাগান। বর্তমানে দলের সঙ্গে তিনি গোয়া উড়ে গেলেও এখনই হয়তো মাঠে নামা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। অপরদিকে ম্যাচের আগে গোয়ার বুকে কিছুটা ফুরফুরে মেজাজে ছুটি কাটাতে দেখা যায় হেনবাগান ফুটবলারদের। বেশকিছু ঘণ্টা আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে গোয়ার সমুদ্র সৈকতের বেশকিছু ছবি ও ভিডিও আপলোড করতে দেখা যায় বাগানের অজি বিশ্বকাপার

সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন সবুজ-মেরুন হেডস্যার। সেইমতো নিজেদের একাদশ নামাতে বদ্ধপরিকর মোলিনা। গত কয়েকদিন ধরে সেইমতো অনুশীলন করিয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। হোম ম্যাচের পর অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে সম্পূর্ণ পয়েন্ট সংগ্রহ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য সকলের। তবে এক্ষেত্রে সকলকে চিন্তায় রাখছে স্কটিশ ফরোয়ার্ড গ্রেগ স্টুয়ার্টের চোট সমস্যা। বলাবাহুল্য, গত হায়দরাবাদ ম্যাচ থেকেই চোটের কবলে পড়ে জেরবার হতে হচ্ছিল এই হাইপ্রোফাইল ফুটবলারকে। মাঝে কিছুটা ফিট হয়ে উঠলেও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি এই তারকা। যারফলে গত ম্যাচের জেসন কামিন্সকে। তবে তিনি একানন নন, ম্যাচের আগে কিছুটা ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটানোর ছবি ধরা পড়ে ভারতীয় তারকা আপুইয়ার সোশ্যাল সাইটে। বেশকিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে একটি ভিডিও আপলোড করেন তিনি। যা সহজেই মন জয় করে নিয়েছে সমর্থকদের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আসন্ন এই ম্যাচে জয় পেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু এফসির থেকে প্রায় ৫ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে বাগান ব্রিগেড। অন্যদিকে ঘরের মাঠে জয় পেলে ওড়িশা এফসিকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে গোয়া শিবির। যারফলে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছে সকলে।

ভারতের হাত ধরল না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হাজার হলেও প্রতিবেশী তো! শত অপরাধেও তাই ক্ষমাশীল হওয়া যায়। কিন্তু 'বিশ্বাসঘাতক' প্রতিবেশীর যদি আবার অভিমান থাকে! পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দিনের পর দিন ভারতের বর্ডারে হামলার নানা ছক করা পাকিস্তান এখন অভিমানী হয়ে খিল দিয়েছে গোসাঘরে। এমনিতে দেউলিয়া হওয়ার মুখে পাকিস্তান সরকার। ক্রিকেট বোর্ড নিয়মিত মাইনেই ভারত। ভারত খেলতে না যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে তৈরি ছিল ভারত। কিন্তু পিসিবি ভারতের হাত ধরল না। কেন এমন সিদ্ধান্ত? ভারতের কাছে আর্থিক সাহায্য নেওয়া মানে পাকিস্তানের মাথানত হতে পারে। এমনই যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। এর অর্থ হল, বদলার রাস্তা খুঁজছে পাকিস্তান। ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। সে সময় পাকিস্তান টিমও ভারতে খেলতে আসবে না। আইসিসিকে তা স্পষ্ট ভাষায় বলেও

দিতে পারে না বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের। সেই তারাই কিনা ফিরিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের 'সহানুভূতির' হাত। ঘটনা আসলে কী? আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু ভারত ওই দেশে গিয়ে খেলবে না। যে কারণ হাইব্রিড মডেলে হবে টুর্নামেন্ট। দুবাইয়ে যাবতীয় ম্যাচ খেলবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। এর ফলে পাকিস্তানের বিপুল আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। দুই দেশে টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য খরচও বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম পিসিবি। পাকিস্তানের কথা ভেবেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দিয়েছে পিসিবি। তার বদলে ভারতকেও মেনে নিতে হবে হাইব্রিড মডেল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতকে হাইব্রিড মডেলেই ফলো করতে হবে। পাকিস্তানের যাবতীয় ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। এমনকি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচও খেলা হবে কলম্বোয়। ভারত খেলতে না যাওয়ায় পাকিস্তানের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আইসিসি। ২০২৮ সালে মেয়েদের ক্রিকেটের বড় একটা টুর্নামেন্ট ওই দেশে হবে, পিসিবিকে এমন কথা দিয়েছে আইসিসি। যা শোনা যাচ্ছে, মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হতে পারে। তাতে আর্থিক ভাবে কিছুটা লাভবান হবে ওই দেশের ক্রিকেট।

প্রতিপক্ষের বুটের আঘাতে রক্তাক্ত দোন্নারুম্মার মুখ, অভিযোগ নেই কোচের

মোনাকো, ১৯ ডিসেম্বরঃ ফরাসি লিগে বৃহস্পতিবার মোনাকোর মাঠে এই মারাত্মক এই চোট পান দোন্নারুম্মা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে আক্রমণে ওঠে মোনাকো। ডান পাশ দিয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ডিফেন্ডার উইলফ্রিড সিঙ্গো। দোন্নারুম্মা ছুটে গিয়ে দেয়াল হয়ে বসে পড়েন সামনে। সিঙ্গোর শট প্রতিহত হয় পিএসজি গোলকিপারের পায়ে। তবে দৌড়ের গতি সামলাতে পারেননি সিঙ্গো। তিনি চেষ্টা করেন দোন্নারুম্মার শরীরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হতে। কিন্তু তার বুটের স্পাইক গিয়ে লাগে দোন্নারুম্মার মুখের ডানপাশে। ইতালিয়ান গোলকিপারের চোখের নিচে গালের নানা অংশ কেটে যায় বাজেভাবে। ডজনখানেক স্ট্যাপল দিয়ে আপাতত সামলানো হয় পরিস্থিতি। খেলা বন্ধ থাকে বেশ কিছুক্ষণ। পরে মাঠ ছেড়ে যান দোন্নারুম্মা। বদলি গোলকিপার মাতভেই সাফানভ নামেন মাঠে। ওই ঘটনায় কোনো কার্ড দেখানো হয়নি সিঙ্গোকে। এর কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য হলুদ কার্ড পেয়েছিলেন আইভরিয়ান এই ফুটবলার। আরেকটি হলুদ কার্ড দেখালে তাকে মাঠ ছাড়তে হতো। তবে ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর, ওই চোটকে ঘটনাক্রম হিসেবেই দেখেছেন রেফারি, তার কাছে ইচ্ছাকৃত মনে

হয়নি। যদিও রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে অনেক। বিপজ্জনক খেলার কারণে অনেকে আঙুল তুলছেন সিঙ্গোর দিকে। তবে কারও বিরুদ্ধেই অভিযোগ নেই পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের। ''রেফারির সিদ্ধান্ত? আমার তো কিছু করার নেই। ঘটনাটি আমি দেখতে পাইনি। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য সবসময়ই কঠিন। ফুটবলাররা তো আর ইচ্ছে করে আঘাত করে না! এই ধরনের ম্যাচে রেফারির কাজটাও কঠিন। রেফারির কাজ নিয়ে কথা বলব না আমি।'' ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় মোনাকো। তবে উসমান দেম্বেলের জোড়া গোল ও গন্সালো রামোসের গোলে শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জিতে যায় এনরিকের দল। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান আরও সংহত করে পিএসজি। ১৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪০। এক ম্যাচ কম খেলে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে মার্শেই। ১৬ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে মোনাকো।

সহজ জয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ

অনেক শিরোপায় ঠাসা রেয়াল মাদ্রিদের শোকেসে যুক্ত হলো আরেকটি শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক। নতুন আঙ্গিকের ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে সাফল্যে ভরা বছরটি আরেকটি অর্জন দিয়ে শেষ করল ইউরোপের সফলতম দলটি।

কাতার, ১৯ ডিসেম্বরঃ কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে বুধবার রাতের ফাইনালে মেক্সিকোর পাচুকা এফসিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। কিলিয়ান এমবাপে প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান রদ্রিগো। আর শেষ দিকে তৃতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন ভিনিসিউস জুনিয়র। চলতি বছরে এটি রিয়ালের পঞ্চম শিরোপা। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতে তারা। আগের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের বদলে ছয় মহাদেশের সেরা ক্লাবগুলোকে নিয়ে নতুন আঙ্গিকে শুরু হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। এর প্রথম আসরের ফাইনালে সরাসরি জায়গা করে নেয় রিয়াল। ইতিবাচক শুরু করা পাচুকাই পায় প্রথম সুযোগ। সপ্তম মিনিটে লুইস রদ্রিগেসের দূরপাল্লার শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন থিবো কোর্তোয়া। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে বেশ জমে ওঠা ম্যাচে ৩৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল। এমবাপের

গোলে দারুণ অবদান মঙ্গলবার ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয়ী ভিনিসিউসের। গতিতে ডিফেন্ডারদের পেছনে ফেলার পর পায়ের কারিকুরিতে গোলরক্ষককে এড়িয়ে বাইলাইনের কাছাকাছি চলে যান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সেখান থেকে চমকার কাটব্যাকে খুঁজে নেন এমবাপেকে। অরিক্ষত ফরাসি ফরোয়ার্ড অনেকটা শুয়ে পড়ে পা ছুঁয়ে খুঁজে নেন ঠিকানা। লক্ষ্যে এটাই রিয়ালের প্রথম শট। ৫৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রদ্রিগো। এমবাপের কাছ থেকে বল পেয়ে পায়ের কারিকুরিতে পাচুকার খেলোয়াড়দের এড়িয়ে ডি-বক্সের মাথা থেকে বাঁকানো শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ভিএআর মনিটরে অনেকবার রিপ্লে দেখে গোল দেন রেফারি। রদ্রিগো শট নেওয়ার সময় গোলরক্ষকের সামনেই ছিলেন জুড বেলিংহ্যাম। সতীর্থ শট নেবেন বুঝতে পেরে মাটিতে বসে পড়েন ইংলিশ মিডফিল্ডার। সে কারণেই টিকে যায় ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোল। দাঁড়িয়ে থাকলে গোলরক্ষকের সামনে বেলিংহ্যাম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন, সেক্ষেত্রে হতেন অফসাইড, মিলতো না গোল। ৭১তম মিনিটে একটুর জন্য হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি সালোমন রন্দন, হাতছাড়া হয় ব্যবধান কমানোর সুযোগ। তিন মিনিট পর ভিনিসিউসের শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন পাচুকা গোলরক্ষক। ৮৪তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিউস। লুকাস ভাসকেসকে পাচুকার ওসামা ইদ্রিসি ফাউল করলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। যোগ করা সময়ে চমৎকার হেডে রিয়ালের জাল বল পাঠান পাচুকার আনহেল মেনা। তবে তিনি নিজেই অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল।

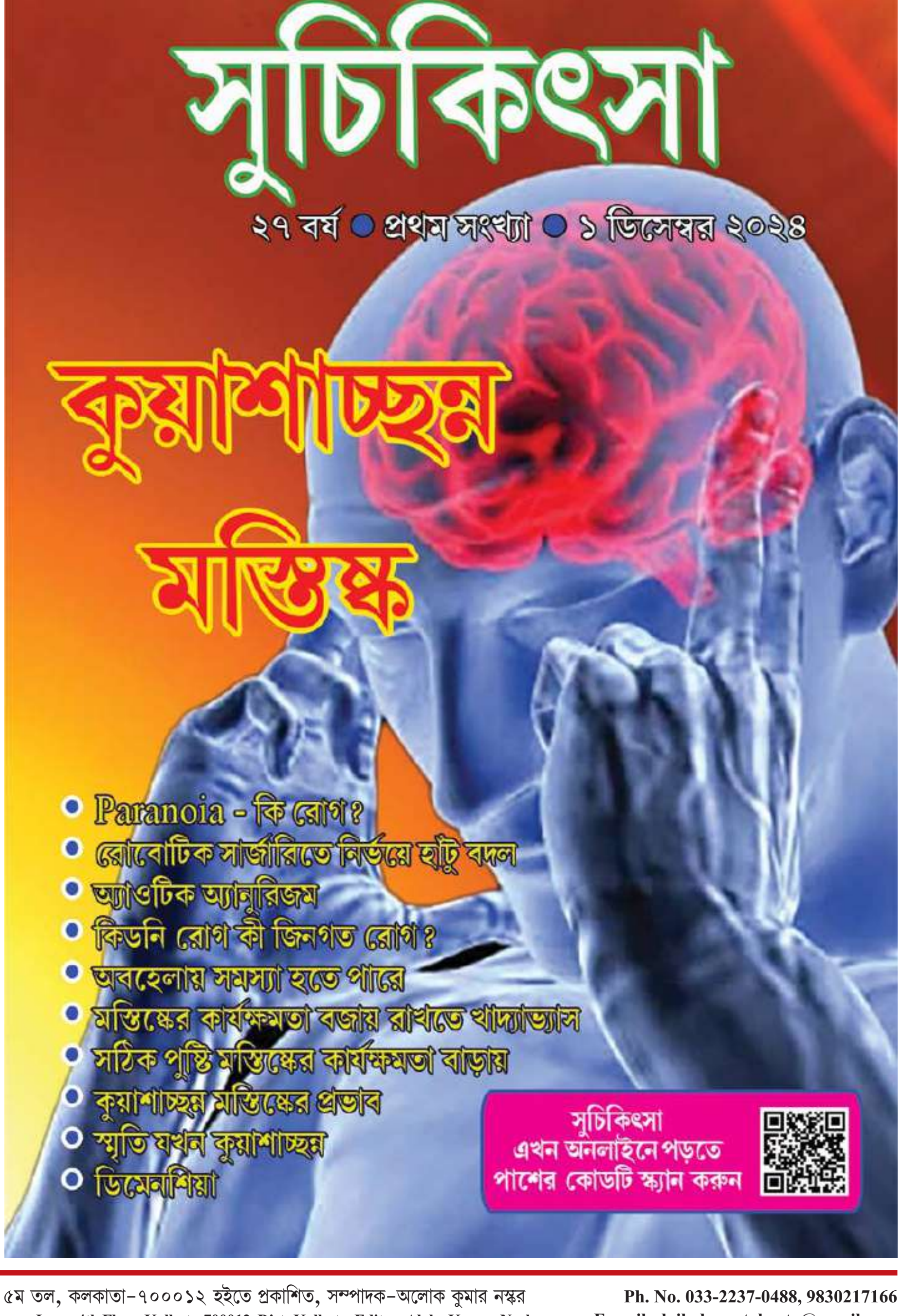

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com